ভাব সঙ্গীত

## সূচীপত্র

# ভূমিকা

লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে লোক সংগীত। লোক-সংগীত আবার নানা শাখায় বিভক্ত। এর অন্যতম শাখা হচ্ছে ভাবসংগীত। প্রকৃতপক্ষে ভাব সংগীত আধ্যাত্মিক বিষয়ের গান। স্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদনই এ গানের মৌল বিষয়।

একটু বিশ্লেষণ করলে এ সম্বন্ধে আরো কিছু জানা যাবে। যে সংগীত মানব-মনে অধ্যাত্ম-চিন্তা জাগিয়ে তোলে, তাকেই ভাব সংগীত বলা হয়। 'ভাব' কথাটির বহু অর্থ। তার মধ্যে অভিপ্রায়, মানসিক অবস্থা, স্বভাব, প্রকৃতি-প্রীতি, প্রণয়, মর্ম, চিন্তা, ধ্যান, ভক্তি, আবেগ ইত্যাদি অর্থসমূহ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে উপরিউক্ত অর্থবহ ভাব সংগীত পাওয়া যায়।

ভাব সংগীতের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে। মানব জীবনের পূর্বাপর অবস্থা, জীবন লাভের উদ্দেশ্য, কর্তব্য সাধনের উপায়, কর্মফল, স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্ক, দেহ, আত্মা, মন, শাস্ত্র-বিশ্লেষণ ইত্যাদি জানা-অজানা বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা, সমস্যা উত্থাপন ও সমাধান করাই এ সংগীতের বিশেষত্ব।

সুফী সাধকগণের এবাদত-বন্দেগী সম্পর্কিত জিগির ও খিদমত বিষয়ক 'সামা' বা গজল গানের সাথে ভাব সংগীতের সাজুয্য রয়েছে। সহজিয়া বৈষ্ণবদের প্রেম-ভক্তিমূলক পদাবলীর সাথেও এ সংগীতের মিল দেখা যায়। আবার বিশুদ্ধ ভক্তিগীতি বা দেহতত্ত্ব গান বলতেও ভাবসংগীতকে বুঝায়।

বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে ভাব সংগীতের উদ্ভব হয়েছে, তা বলা কঠিন। কেননা, এ দেশের সর্বত্র মারফতি, মুর্শিদী এবং দেহতত্ত্ব গান ছড়িয়ে রয়েছে। মরমী সংগীত পরিপুষ্ট বাংলাদেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে ভাব-সংগীত সীমাবদ্ধ নেই সত্য, তবে, যশোর জেলার গ্রামাঞ্চলে 'ভাবগান' কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে। একতারা, বায়া ও মন্দিরা সহযোগে ফকির-দরবেশ পরিবেশিত গানকে ঐ জেলার সর্বত্র 'ভাবগান' বলা হয়ে থাকে। যশোরের পার্শ্ববর্তী খুলনা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী এমনকি ঢাকা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় এ জাতীয় গানের প্রচলন রয়েছে।

মরমী কবি লালন শাহ্ রচিত ভক্তিমূলক গানগুলোই হচ্ছে ভাবসংগীতের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। লালনের জন্মস্থান যশোরে এবং কর্মস্থান কুষ্টিয়াতে এ গানের অত্যধিক প্রভাব দেখা যায়। বস্তুতঃ লালনই সর্বোৎকৃষ্ট ভাব সংগীত রচয়িতা। লালনের উত্তরসূরী কবিগণের মধ্যে পাঞ্জু শাহ্, দুদ্দু শাহ্, জহরদ্দী শাহ্ প্রমুখ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাব গীতিকার। এঁরা সবাই ছিলেন তাপস এবং তত্ত্বকথার মানুষ। আধ্যাত্মিক সংগীত বা 'সামা' হচ্ছে তাঁদের সাধনার অংগ।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তি এ উপমহাদেশে 'সামা' বা অধ্যাত্ম-সংগীতের প্রচলন করেন। অতঃপর আমীর খসরু, কুতুবউদ্দীন বক্‌তিয়ার কাকী, ফরিদউদ্দীন গঞ্জ-ই-শোকর, নিজামউদ্দীন আউলিয়া, নূর কুতুবুল আলম প্রমুখ তাপস ঐ সংগীতধারা চালু রাখেন। নিজামউদ্দীন আউলিয়া থেকে শিষ্য-পরম্পরায় এই ধারা যথাক্রমে দরবেশ নাসিরুদ্দীন, কামালউদ্দীন, সিরাজউদ্দীন, আলাওল হক, মুহম্মদ রাজেউন, জালালউদ্দীন জুম্মন, খাজা আহমেদ, এহিয়া মাদানী, শাহ্ নিজাম, ফকরুদ্দীন, মেহেরউল্লাহ, শাহ্ আমানতউল্লাহ্ এবং সিরাজউদ্দীন দরবেশ থেকে লালন শাহ্ পর্যন্ত এই অধ্যাত্ম-গীতিস্রোত বয়ে এসেছে। সুতরাং ভাব সংগীতের ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, লালন শাহী সংগীত ঘরানা ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী সামা বা অধ্যাত্ম-সংগীত-রসে পুষ্ট।

ব্যাপক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, ভাব সংগীত শুধু যশোর-কুষ্টিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বাংলাদেশের সর্বত্র এবং পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এর বহুল প্রচার ও প্রসার ঘটেছে। মুসলিম সাধকগণের মধ্যে লালন-পাঞ্জু-দুদ্দু ছাড়াও অসংখ্য গীতিকারের সন্ধান পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে মফিজউদ্দীন শাহ্, কাজেম শাহ্, আবদুর রশিদ শাহ্, হাসন রাজা, শীতালং শাহ্, মনসুর শাহ্ প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হিন্দু সাধকগণের মধ্যে রাধারমণ, হউড়ে গোঁসাই, লাল শশী, গোবীন গোঁসাই, রাধাকৃষ্ণ গোঁসাই, অনন্ত গোঁসাই, যাদবিন্দু, প্যারীচাঁদ, কাঁলাচাদ, গোপাল প্রমুখ যথেষ্ট খ্যাতিমান।

ভাবগানের উদ্ভব-কাল বিচার করলে দেখা যায় যে, মধ্যযুগের কাব্যধারায় বৈষ্ণব পদাবলীর পাশাপাশি যে সামা বা গজল-সংগীত এদেশে চালু

ছিল, তাঁর পরবর্তী ধাপেই সৃষ্টি হয়েছে ভাবসংগীত। আরো জানা যায় যে, বৈষ্ণব পদাবলীর পর শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব হয়েছে। এর পরেই এসেছে কবিগান। বলাই বাহুল্য, ভাবসংগীত কবিগানের সমসাময়িক। কবিগানের সার্থক কবিয়াল ছিলেন অষ্টাদশ-উনিশ শতকের কবি ঈশ্বরগুপ্ত। আবার ভাব সংগীতের প্রতিনিধি কবি লালন ছিলেন উনিশ শতকের কবি।

বাউল সংগীত আর ভাব সংগীত উভয়কে কখন কখন একই গান বলে ধরা হয়েছে। কেউ কেউ উভয়কে পৃথক সংগীতও বলেছেন। এ প্রসংগে কিছু আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'বাউল' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। 'বাউল' শব্দটি 'বাতুল' শব্দজাত বলে পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ আবার আউল বা আউলিয়া শব্দজাত বলেও বাউল শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। বাউল শব্দের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়েও আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (১৪৭৩-১৪৮০খ্রীঃ মধ্যে রচিত) কাব্য, চৈতন্যচরিতামৃত (রচনা-১৫০০ খ্রীঃ), বিদগ্ধমাধব নাটক (রচনা-১৫১৬ খ্রীঃ) ইত্যাদি গ্রন্থে বাউল শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সর্বত্রই 'বাউল' বলতে সংসার ত্যাগী উদাসীন আধ্যাত্মিক সাধককে বুঝান হয়েছে। সুফিগণের প্রকৃতিও তাই। তাঁরাও অনাড়ম্বর জীবনে দেহমধ্যে খোদাতালার অস্তিত্ব অনুভব করার সাধনা করেন।

ভাবগানকে বাউল গান বলা হয়েছে এই অর্থে যে, হিন্দু সাধক ও মুসলিম সাধক একই সভায় ধর্মালোচনা ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করে থাকেন। তারা বলেন, মানুষ এক এবং এক স্রষ্টার সৃষ্টি। ঐশী প্রেমিক হিসেবে তাঁদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে গভীরভাবে ভিতরে প্রবেশ করলে সাধন-পদ্ধতি ও করণ-প্রক্রিয়ায় হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ইত্যাদি সাধকগণের মধ্যে কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সে কারণে কোন কোন গবেষক বাউল, বৈষ্ণব ও সুফী সাধকদের মধ্যে কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। ফলে, ভাবসংগীত ও বাউল সঙ্গীত কোন কোন সময় পৃথক বলে গণ্য হয়েছে।

তবে যে সব গান আজকের দিনে 'বাউল গান' নামে অভিহিত হচ্ছে তাঁর মূলনাম ভাবগান বা ভাব সংগীত। 'ভাবগান' আঞ্চলিকভাবে প্রচলিত রয়েছে বলে ব্যাপক গবেষণার অভাবে কথাটির প্রচার বা প্রসার ঘটেনি।

এদিকে 'বাউল গান' কথাটি বেশ বিস্তৃত পরিচিতি লাভ করেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ বিষয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং গেঁয়ো একতারাধারীর গানকে এক কথায় বাউল গান বলেছেন। ফলে, ওই শব্দটি ব্যাপকভাবে গৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে। তবু মনে হয়, লালন গীতি এবং ঐ জাতীয় ভাবসাধন-সংগীত গুলো ভাবসংগীত নামে চিহ্নিত হওয়াই যুক্তিসংগত। তা ছাড়া 'বাউল' একটি বিশেষ সুর, সমগ্র মরমী সংগীত এর আওতায় পড়ে না।

ভাবসংগীতের আর একটি আঞ্চলিক নাম আছে। সেটি হচ্ছে 'শব্দগান'। ভাবসংগীতে সুর, তাল, লয় ইত্যাদি প্রধান বিচার্য বিষয় নয়। বরং শব্দ বা কথা এবং তার অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে সেখানে গণ্য হয়। এ গানে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং তত্ত্ববহ। শব্দগুলোর দু'রকম অর্থ করা যায়—সাধারণ অর্থ এবং গূঢ় অর্থ। ভাবসংগীতের বিশেষ কতকগুলো অর্থযুক্ত শব্দের উল্লেখ করা যাচ্ছে—অচিন পাখী, অচিন মানুষ, মনের মানুষ, অধর কালা, আদি মক্কা, দিল-কোরান, ত্রিবেণী, আঠার মোকাম, চারিচন্দ্র, ষটদল, দ্বিদল, ষটচক্র ইত্যাদি। সংগীতে শব্দের বিশেষ ব্যবহার আছে বলেই ভাব সংগীতকে 'শব্দ সংগীত' বা শব্দগান' বলা হয়।

ভাবসংগীত আবার ফকিরী গান নামেও পরিচিত। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাঁরা ফকির হয়েছেন, তাঁরাই ভাবে বিভোর হয়ে একতারা সহযোগে ঐ গান গেয়ে থাকেন। শিষ্যদের ধর্মীয় উপদেশ দান করার সময়ও ভাবসংগীত বা ফকিরি গানের কলি প্রয়োগ করেন। ফকির-দরবেশরা যে মহফিল বা মজলিশে একত্রিত হন এবং ভাবসংগীত পরিবেশন করেন, তাকে বলা হয় 'সাধুসভা'। সাধুসভায় সমবেত ফকিরগণ জীবনের অনিত্যতা, পরপার চিন্তা, স্রষ্টার নৈকট্য লাভের উপায়, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করে থাকেন। আলোচনা প্রসংগে গান পরিবেশিত হয়। প্রাথমিক যুগে এ সব গান সাধারণ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার অনুসংগ হিসেবে গাওয়া হোত। পরবর্তীকালে পেশাদার গায়ক-গায়িকাগণ এ গানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রশ্নোত্তরমূলক রীতিতে পরিবেশনার নিয়ম প্রবর্তন করেন। অদ্যাবধি ভাব সংগীতের ক্ষেত্রে সেই নিয়ম চলে আসছে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব ভাবসংগীত শিল্পী নানা সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অমূল্য শাহ্, শুকচাঁদ শাহ্, গওহর শাহ্, আলীম শাহ্, রিয়াজউদ্দীন শাহ্, খোদাবক্স শাহ্, মহর আলী

শাহ্, তক্কেল শাহ্, কালীদাসী, ননীবালা, মকসেদ আলী শাহ্ প্রমুখ ছিলেন খুবই জনপ্রিয়। জীবিত ভাবসংগীত-শিল্পীদের মধ্যে বেহাল শাহ, কানাই শাহ্, খোরশেদ শাহ্, খোদা বক্স শাহ্, ঝড়ু শাহ্, ভোলাই শাহ্, নিমাই শাহ্, আকবর শাহ্, দিদার শাহ্, করিম শাহ্, মহেন্দ্র গোঁসাই, লাইলী বেগম, জোনাব আলী মল্লিক, গোলাম ইয়াছিন শাহ্ প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধুনা রেডিও এবং টেলিভিশনে যে সব শিল্পী ভাব সংগীত পরিবেশন করেন, তাঁদের মধ্যে মোস্তফা জামান আব্বাসী, সফদার আলী, ফরিদা পারভিন, রেবা সরকার, জেবুন্নিসা সোবহান, মিনা বড়ুয়া, অঞ্জু জোয়ার্দার, দীপ্তি রাজবংশী, ফুলরেনু রায়, নীনা হামিদ, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, পান্না বিশ্বাস, কিরণচন্দ্র রায়, বিপুল ভট্টাচার্য, রইচ-উদ্দীন, এলাহি বক্স, লোকমান হাকিম প্রমুখ বেশ পরিচিত। এঁরা মুলতঃ লালন শাহ্ বিরচিত ভাবসংগীত বা লালন গীতি পরিবেশন করে থাকেন।

ভাব সংগীতের উন্মেষকালে কোন বাদ্যযন্ত্র এতে ব্যবহৃত হত না। সাধ সভায় তত্ত্বকথা আলোচনা প্রসঙ্গে মনের আবেগে গান পরিবেশিত হত। অধিকাংশ সময় সাধুগণ বিনা যন্ত্রে গান গাইতেন। কেউ বা কেবল একটি একতারা কখনও বা চিমটা বাজিয়েই গান করতেন। পরবর্তীকালে অব-স্থার পরিবর্তন আসে। গানের তাল-লয় এবং সুরের কথা চিন্তা করে এক-তারার সাথে বায়া ও মন্দিরার ব্যবহার আনা হয়। আধুনিক কালে সেতার, দোতারা, সারিন্দা, বেহালা, হারমনিয়ম তবলা-বায়া, খোল, করতাল ইত্যাদি ব্যবহারের রীতি চালু হয়েছে। অতি আধুনিক কালে এ গানের সাথে অর্গান, গিটার, মিণ্ডুলিন, বঙ্গো কঙ্গো ইত্যাদি পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হতে দেখা যাচ্ছে। যাই হোক, ভাব সংগীতের আদি-অকৃত্রিম বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে একতারা।

ভাব সংগীত শিল্পী কি ধরনের পোষাক ব্যবহার করেন, এ বিষয়ে হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা থাকতে পারে। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে, ভাবসংগীত-শিল্পীরা আসলে খেরকাধারী ফকির। খেরকা বল্তে পরনে তহবন, গায়ে সাদা মার্কিনের লম্বা আলখাল্লা, মাথায় টুপি, কাঁধে ঝোলা, গলায় তসবি বা মড়া ইত্যাদি বুঝায়। তহবনের ভিতরে লেংটি বা কৌপীন ব্যবহৃত হয়। সুত-রাং ভাবসংগীত-শিল্পীর পোষাকের আর পরিচয় দরকার হয় না। যে সব

শিল্পী ফকিরী পোষাক গ্রহণ করেননি, তাঁরা সাধারণত লুংগী-পাঞ্জাবী বা ধুতি-পাঞ্জাবী পরেই এ গান গেয়ে থাকেন।

চিন্তাশীলতা মানুষের সহজাত ধর্ম। ভাব সংগীত গুলোতে রয়েছে এই চিন্তাচেতনার স্পর্শ। মানব-মনের গভীরে প্রবেশ করে এ সংগীত গুলো মানুষকে ভাবুক করে তোলে। জীবন ও পারলৌকিক ভাবনা সমবেতভাবে সংবেদনশীল করে হৃদয়কে। ভাব-সংগীত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে আনন্দ ও চিন্তার খোরাক যোগায়। চিন্তাশীল ভাব-গীতিকারগণ তাঁদের আবেগ, অনুভূতি ও দর্শন-চিন্তা রেখে গেছেন আগামী দিনের মানব-গোষ্ঠীর সত্য-সুপথে চলার দিক দর্শন হিসেবে। ভাব সংগীতের মধ্যে বহু ঐতিহাসিক-ভৌগলিক নিদর্শন এবং নৃতাত্ত্বিক উপাদান নিহিত রয়েছে।

এই সংকলনে দু'শো পাঁচটি ভাব সংগীত সন্নিবেশিত হয়েছে। যশোর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর, সিলেট ও ঢাকা জেলা থেকে এগুলো সংগৃহীত। সংকলিত গানগুলোর গীতিকার হচ্ছেন—লালন শাহ্, পাঞ্জু শাহ্, দুদ্দু শাহ্, জহরদ্দী শাহ্, দাদ আলী, আজীম শাহ্, ইদ্রিস শাহ্, তছীর শাহ্, মহেশচাঁদ শাহ্, নয়ান ফকির, রহমান শাহ, আহমদ শাহ্, কাছেম আলী শাহ্, নিয়ামত শাহ্, ভোলাই শাহ্, সেকেন শাহ, ভাদু শাহ্, হাতেম শাহ্ হারান শাহ, কাঙাল হরিনাথ, গোঁসাই রামচন্দ্র, গোঁসাই রামলাল, কৃষ্ণলাল, অতুল গোঁসাই, রাজকৃষ্ণ ক্ষ্যাপা, ঠাকুর দাস, নবীন গোঁসাই, বিহারীলাল, কালাচাঁদ পাগল, পূর্ণ ক্ষ্যাপা, গোঁসাই গোপাল, ইয়াছিন শাহ্, রাধারমণ, শীতালং শাহ্ ও কালু শাহ্। এসব সাধকের বাইরেও বাংলাদেশের নানা স্থানে আরো অনেক মরমী সাধক ছিলেন। তাঁদের রচনাদিও সংকলিত হওয়া প্রয়োজন। অত্র সংকলনটি এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করবে বলে মনে করা যায়।

এই সংকলন প্রস্তুতে যাদের অমূল্য সহযোগিতা পাওয়া গেছে তাঁরা হচ্ছেন—বাংলা একাডেমীর গবেষণা সংকলন ও ফোকলোর বিভাগের পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান এবং জনাব আসাদ চৌধুরী, মোমেন চৌধুরী, সহ-পরিচালক জান্নাতুন আরা, সহ-অফিসার জনাব সামীয়ুল ইস লাম এবং সহ-অফিসার জনাব মোহাম্মদ ইসহাক আলী।

বাংলাদেশের অধ্যাত্ম সংগীতের এক শাখার কিঞ্চিত পরিচয় প্রদানই এ সংকলন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রয়াস যদি লোকসাহিত্য গবেষকগণের কিছু উপকারে আসে তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

# যশোর

যশোর থেকে লালন শাহ্‌, পাঞ্জু শাহ্‌, দুদ্দু শাহ্‌ ও জহরদ্দী শাহ্‌-এর ভাব সংগীতগুলো (১-৪৩ সংখ্যক) সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব খোন্দকার মইনুল হক, গ্রাম — হরিশপুর ডাকঘর—সাধুগঞ্জ, জেলা—যশোর।

## লালন শাহ্

১

এলাহি আলামিন আল্লাহ্ বাদশাহ্ আলমপানা তুমি ॥
ডুবায়ে ভাসাতে পার, ভাসায়ে কিনার দাও কারো,
রাখ মার হাত তোমার, তাইতে তোমায় ডাকি আমি ॥

নূহ্ নামে এক নবীরে, ভাসালে অকূল পাথারে,
আবার তারে মেহের করে,
আপনি লাগাও কিনারে,
জাহের আছে ত্রি-সংসারে,
আমায় দয়া কর স্বামী ॥

নিজাম নামে বাটপাড় সে তো, পাপেতে ডুবিয়া রইতো,
তার মনে সুমতি দিলে,
কুমতি তার গেল চ'লে,
আউলিয়া নাম খাতায় লিখিলে,
জানা গেল এ-রহমি ॥

নবী না মানিল যারা, মু-আহিদ কাফের তারা,
সেই মু-আহিদ দায়মাল হবে,
বে-হিসাব দোজখে যাবে,
আবার তারে খালাস দিবে,
লালন কয়, মোর কি হয় জানি ॥

২

ক্ষম ক্ষম অপরাধ, দাসের পানে একবার
চাও হে দয়াময়।
বড় তুফানে পড়িয়ে এবার বারে বারে
ডাকি তোমায় ॥

তোমার ক্ষমতায় আমি
যা কর তাই পার তুমি,
রাখ মার সে নাম নমি
তোমারি এ জগতময় ॥

পাপী অধম তরাতে সাঁই
পতিত-পাবন নাম শুনতে পাই,
সত্য মিথ্যা জানব হেথায়,
তরাইতে আজ আমায় ॥

কসুর পেলে মার যারে
আবার দয়া হয় তাহারে,
লালন বলে এ সংসারে,
আমি কি, তোর কেহ নয় ॥

৬

পার কর দয়াল আমায় কেশে ধ'রে
পড়েছি এবার আমি ঘোর সাগরে ॥

ছয়জনা মন্ত্রী[১] সদায়
অশেষ কুকাণ্ড বাধায়,
ডুবালো ঘাট-অঘাটায়
আজ আমারে ॥

আমি কার কেবা আমার
বুঝে বুঝলাম না এবার,
অসারকে ভাবিয়া সার
প'লাম ফেরে ॥

---

১। ষড় রিপু।

ভাব-কূপেতে আমি
ডুবে হলাম পাতালগামী,
অপারের কাণ্ডারী তুমি
লও কিনারে ॥

হারায়ে সকল উপায়
শেষে তোর দিলাম দোহাই,
লালন কয়, দয়াল নাম সাঁই
জানব তোরে ॥

৪

এস হে অপারের কাণ্ডারী
আমি পড়েছি অকূল পাথারে,
দাও এসে চরণ-তরী।

প্রাপ্ত পথ ভুলে হে এবার
ভব-রোগে[১] জ্বলব কত আর,
তুমি নিজগুণে শ্রীচরণ দাও
তবে কূল পেতে পারি ॥

কোথা হ'তে এলাম হেথা
আবার আমি যাই যেন কোথা,
তুমি মনোরথের সারথি হয়ে
স্বদেশে[২] লও মনেরি ॥

পতিত-পাবন[৩] নাম তোমার গো সাই
পাপী-তাপী তাইতে দেয় দোহাই,
অধীন লালন ভনে, তোমা বিনে
ভরসা কারে করি ॥

---

১। পার্থিব লোভ-লালসা। ২। পারলৌকিক জগতে। ৩। পাপীকে উদ্ধারকর্তা।

৫

ক্ষম অপরাধ ওহে দীননাথ,
কেশে ধরে আমায় লাগাও কিনারে ॥
তুমি হেলায় যা কর, তাই করতে পার,
তোমা বিনে পাপীর তারণ কে করে ॥

না বুঝে পাপ-সাগরে ডুবে খাবি খাই
শেষ কালেতে তোমার দিলাম গো দোহাই,
এবার যদি মোরে না ত্বরাও হে সাঁই
তোমার দয়াল নামের দোষ রবে সংসারে ॥

শুনতে পাই পরম পিতা গো তুমি
অতি অবোধ বালক আমি,
তোমার ভজন ভুলে কুপথে ভ্রমি
তুমি দাও না কেন সুপথ স্মরণ ক'রে ॥

পতিতকে ত্বরাইতে পতিত-পাবন নাম
তাইতে তোমায় ডাকি ওহে গুণধাম,
তুমি আমার বেলায় কেন হলে বাম
আমি আর কতকাল ভাসব দুঃখের সাগরে ॥

অথই তরঙ্গে আতঙ্কে মরি
কোথায় ওহে অপারের কাণ্ডারী,
অধীন লালন বলে, ত্বরাও হে ত্বরী
নামের মহিমা জানাও ভব সংসারে ॥

৬

পার কর হে দয়াল চাঁদ আমারে।
ক্ষম হে অপরাধ আমার
এ ভব-কারাগারে ॥

না হ'লে তোমার কৃপা,
সাধন-সিদ্ধি কোথা-বা
কে করিতে পারে।
আমি পাপী তাইতে ডাকি,
ভক্তি দাও মোর অন্তরে ॥

পাপী-তাপী জীব হে তোমার
তুমি যদি না কর পার,
দয়া প্রকাশ করে।
পতিত-পাবন পতিতনাশা
বলবে কে আর তোমারে ॥

জলে-স্থলে সব জায়গায়
তোমারি সব কীর্তিময়
এ ত্রিভিদ সংসারে।
(তাই) না বুঝিয়ে অবোধ লালন,
প'লো বিষম ঘোরতরে ॥

৭

কোথায় রইলে হে, ওহে দয়াল কাণ্ডারী।
এ ভব-তরঙ্গে আমার, আমারে দাও চরণতরী ॥

পাপীকে করিতে তারণ
নাম ধরেছ পতিত-পাবন
ঐ ভরসায় আছি যেমন
চাতক মেঘ নেহারি[১] ।

যতই করি অপরাধ,
তথাপি হে তুমি নাথ,

১। লক্ষ্য করে আছে।

মারিলে মরি নিতান্ত
বাঁচাও, বাঁচতে পারি ॥

সকলেরে নিলে পারে
আমারে না চাইলে ফিরে
লালন বলে, এ সংসারে
আমি কি এতই ভারী ॥

৮

কোথায় হে দয়াল কাণ্ডারী
এ ভব-তরঙ্গে আমায় এসে কিনারায়
লাগাও তরী ।।

পাপী যদি না তরাবে
পতিত-পাবন নাম কে লবে,
জীবের দ্বারা ইহাই হবে,
নামের ভেরম[১] যাবে আজ তোমারি ॥

তুমি হে করুণাসিন্ধু
অধম জনার বন্ধু,
এবার দাও হে আমায় পদারবিন্দু[২]
যাতে তুফান তরিতে পারি ॥

ডুবাও ভাসাও হাতটি তোমার
এ জগতে কেউ নাই আমার,
লালন বলে, দোহাই তোমার
তোমার চরণে স্থান দাও ত্বরি ॥

---

১। মাহাত্ম্য। ২। রক্তপদ্ম, এখানে রাঙা চরণ।

৯

এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে
দয়াল চাঁদ আসিয়ে আমায় পার করিবে ।।

আমার সাধনের বল কিছুই নাই
কেমনে সে পারে যাই
কূলে বসে দিচ্ছি দোহাই
অপার ভেবে ।।

পতিত-পাবন নামটি তার
তাই শুনে বল হয় আমার,
আবার ভাবি, এ পাপী আর
সে কি নিবে ।।

গুরু পদে ভক্তিহীন
হয়ে রইলাম চিরদিন
লালন বলে, কি করিতে
এলাম ভবে ।।

১০

পারে লয়ে যাও আমায়
অ-পার হয়ে বসে আছি
ওহে দয়াময় ।।

আমি একা রইলাম ঘাটে
ভানু সে বসিল পাটে,
তোমা বিনে ঘোর সংকটে
না দেখি উপায় ।।

নাহি আমার ভজন-সাধন
চিরদিন কু-পথে গমন,
নাম শুনেছি পতিত-পাবন
তাইতে দেই দোহাই ।

অগতির না দিলে গতি
ও নামে রবে অখ্যাতি,
লালন কয়, অকুলের পতি
কে বলবে তোমায় ॥

১১

দিনে দিনে হলো আমার দিন আখেরী
আমি ছিলাম কোথায়, এলাম কোথায়
আবার যাবো কোথায়
সদাই ভেবে মরি ॥

বসত করি দিবা রেতে
ষোলো জন বোম্বেটের সাথে,
আমায় যেতে দেয়না সরল পথে
কাজে কাজে করে দাগাদারি ॥

বাল্যকাল খেলায় গেল
যৌবনকাল কলংক হলো,
আবার বৃদ্ধকাল সামনে এল
মহাকালে করলে অধিকারী ॥

যে আশায় এ ভবে আসা
তাতে হলো ভগ্নদশা,
লালন বলে, হায় কি দশা
আমার উজান যেতে ভেটেন প'ল তরী ॥

১২

এসে পার কর দয়াল আমায় ভবের ঘাটে
ভব নদীর তুফান দেখে ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠে ।।

পাপ পুণ্য যতই করি
ভরসা কেবল তোমারি,
তুমি যার হও কাণ্ডারী,
ভয় ভয় তার যায় ছুটে ।।

সাধনার বল যাদের ছিল
তারা কুল কিনারা পেল
আমার দিন অকাজে গেল,
কি জানি কি হয় ললাটে ।

কোরানে শুনেছি খবর
পতিত-পাবন নামটি তোর,
লালন বলে, আমি পামর
তাইতে দোহাই দেই বটে ।।

১৩

আমায় রাখলে সাঁই কূপজল করে
আন্ধেলা[১] পুকুরে ।।

কবে হবে সজল বরষা
রেখেছি ঐ ভরসা
আমার এই ভগ্ন-দশা
যাবে কত দিন পরে ।

এবার যদি না ত্বরাও সাঁই,
আবার কি পড়ি ফেরে ।।

---

১। অন্ধকারময় ।

নদীর জল কূপজল হয়
বিলে বাওড়েতে রয়,
সাধ্য কি গঙ্গাতে যায়
গঙ্গা না এলে পরে।

তেমনি জীবের ভজন বৃথা
তোমার দয়া নাই যারে ॥

যন্ত্র পড়িয়ে অন্তর
রয় যদি লক্ষ বৎসর
যন্ত্রী-বিহনে যন্ত্র
কেমনে বাজতে পারে।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী
সু-বোল ধরাও মোরে ॥

পতিত-পাবন নামটি
শাস্ত্রে শুনেছি খাঁটি,
পতিতকে না তরাও যদি
কে ডাকবে ঐ নাম ধরে।
লালন বলে, তরাও গো সাঁই
এ ভব কারাগারে ॥

১৪

ডাকরে মন আমার হক্‌নাম আল্লা বলে
ভেবে বুঝে দেখ সকলি না-হক,
হক্ মোর আল্লার নামটি, তাও ভুলিলে ॥
ভরসা নাই এ জেন্দেগানী
যেমন পদ্মাপাতার পানি
পড়িবে টলে, কোনদিন পড়িবে টলে,
সুখের বাড়ী ঘর, কোথায় রবে কার,
হক্ না হক্ কেবল সংগে চলে ॥

ভবের ভাই বন্ধু যারা
বিপদ দেখিলে তারা
পলাবে ফেলে, তারা পলাবে ফেলে।
কয় প্রাণের ভাই, আখের সুপাদ নাই,
ক্ষণেক পক্ষী যেমন থাকে বৃক্ষডালে॥

অ-কাজে দিন হলোরে শাম
কখন নেবে সেই আল্লার নাম
বাজার ভাংগিলে, সাধের বাজার ভাংগিলে
পেয়েছিল মহন, দুর্লভ জনম,
লালন কয়, এ জনম যায় বিফলে॥

১৫

যে যা ভাবে সেই রূপ সে হয়
রাম-রহীম-করীম-কালা
এক আল্লাহ্ জগতময়॥

কুল্লে শাইইন মুহিত[১] খোদা
আপনি জবানে কয়,
এ কথা যার নাই রে বিচার
পড়িয়ে সে গোল বাঁধায়॥

আকার সাকার নয়— নিরাকার
এক আল্লাহ্ জগতময়।
নির্জন ঘরে রূপ নিহারে
এক বিনে কি দেখা যায়॥

এক নিহার দাও মন আমার
ছাড়িয়ে রে দো-খোদায়।
লালন ব'লে, এক রূপ খেলে
ঘটে পটে সব জায়গায়॥

---

১। সর্বত্র বিরাজমান।

১৬

আল্লার নাম সার ক'রে যে বসে রয়
তাহার আবার কিসের কালের ভয় ॥

আল্লার নাম মুখেতে বলো
সময় বয়ে যে গেল
মালেক-উল-মউত[১] এসে বলিবে, চলো।
যার বিষয় সে লয়ে যাবে
সে কি করবে কালের ভয় ॥

আল্লার নামের নাইকো তুলনা
সাদেক দিলে সাধলে পরে
বিপদ থাকেনা।
সে যে খুলবে তালা,
জ্বালবে আলো
দেখতে পাবে জ্যোতির্ময় ॥

ভেবে ফকির লালন কয়,
নামের তুলনা করতে নাই,
আল্লাহ্ হয়ে আল্লাহ্ ডাকে,
জীবে কি তার মর্ম পায় ॥

১৭

খোদা বিনে কেউ নাই সংসারে
এ মহাপাপের দায় কে উদ্ধার করে ॥

জগত-মাঝে যতজন আছে,
তারা সব দোষী হবে,
নিজ-পাপ ভরে ॥

---

১। মৃত্যুদূত, যমদূত।

পিতামাতা আশা, যত ভালবাসা,
তারা আমার পাপের ভার,
নিতে নাহি পারে ॥

ওরে আমার মন, কর অন্বেষণ,
লালন বলে, যিনি তোমার,
ভার নেয় শিরোপরে ॥

১৮

আকার কি নিরাকার সাঁই রব্বানা।
আহাদ[১] আর আহমদ[২] নামের
বিচার হলে যায় দানা ॥

খুঁজিতে বান্দার দেহে
খোদা সে লুকাইয়ে
আহাদে মিম বসিয়ে
আহমদ নাম হলো সোনা ॥

আহমদ নামে দেখি
মিম হরফ লেখে নফী[৩]
মিম গেলে আহাদ বাকী
আহমদ নাম থাকনা ॥

এই পদের অর্থ ধরে
কার জ্ঞান বসেছে ধড়ে
কেউ বলে লালন ভেড়ে
ফাকড়ামি[৪] বই বোঝেনা ॥

---

১। একেশ্বর ২। হযরত মুহম্মদ (দঃ) এঁর আর এক নাম।
৩। বিলুপ হওয়া। ৪। অগভীর মনোভাব।

১৯

খোদার কাছে আছি আমি বড় দেনাদার[১] ॥
ও তাই আঁখিতে ঘুম নাই আমার ॥

রোজ-ব-রোজ[২] দেনা আমার যাচ্ছে বাড়িয়া
কিছু না পাই ভাবিয়া,
আমার তহবিলে নাই কানা-কড়ি
দেনা শোধ হল না আর ॥

দুনিয়াতে এমনি ধনী বল কেবা আছে
আমি যাব কার কাছে,
তার কদম[৩] ধরে আরজ করে
দুঃখ জানাব আমার ॥

মোল্লা-মুরশিদ[৪] আছে জেনেছি আখের
কার রোজগারের ফেকের[৫]
ফেরেব্-ধাপপ্া[৬] দিয়ে টাকা নিবে,
করে নাকো উপকার ॥

মহম্মদ নবী নামটি জাহের কেতাবে
ধরলে তিনার জনাবে,
তিনি মেহের করে আপন পরে
লালন কয়, নিবে তোমার দেনার ভার ॥

২০

আয় গো যাই নবীর দীনে[৭] ।
দীনের ডংকা[৮] বাজে শহরে মক্কা-মদীনে ॥

---

১। ঋণী ২। দিনের পর দিন ৩। পা ৪। ধর্মযাজক ও আধ্যাত্মিক গুরু ৫। কৌশলবাজ ৬। ফাঁকিবাজী। ৭। পয়গম্বর-প্রচারিত ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম। ৮। ধর্মের [illegible]।

তরীক[১] দিচ্ছেন নবী জাহের[২] বাতুনে[৩],
যথাযোগ্য লায়েক[৪] জেনে,
রোজা আর নামাজ,
বাক্ত এহি কাজ,
গুপ্ত পথ[৫] মেলে ভক্তি-সন্ধানে ॥

অমূল্য দোকান খুলেছেন নবী
যে ধন চাবি সে ধন পাবি,
(ও সে) বিনে কড়ির ধন ,
সেধে দেয় এখন,
(সে ধন) না লইলে আখের পস্তাবি মনে ॥

নবীর সাথে ইয়ার ছিলেন চারিজন,
নূরনবী যে দিলেন চারকে চার মানে
নবী বিনে পথে
গোল হ'ল চার মতে।
লালন বলে, তোরা যেন গোলে
পড়িস নে ॥

২১

মদীনায় রাসূল নামে কে এল ভাই।
কায়াধারী হয়ে কেন তার ছায়া নাই ॥

কি দিব তুলনা তারে
খুঁজে পাইনা এ সংসারে,
মেঘে যার ছায়া ধরে
ধূপের[৬] সময় ॥

---

১। পথ (ধর্মপথের সোপান) ২। প্রকাশ্য ৩। গুপ্ত ৪। যোগ্য
৫। মারিফাত। ৬। রৌদ্রের সময়।

ছায়াহীন যাহার কায়া
ত্রি-ভূবনে তাহার ছায়া,
এ কথার মর্ম নেওয়া
অবশ্যই চাই ॥

কায়ার শরীক ছায়া দেখি
ছায়াহীন সেই লা-শরীকী[১]
লালন বলে, তার হাকিকি[২]
বলিতে ডরাই ॥

২২

দিবানিশি থেক সবরে বা-হুঁশিয়ারী
রাসুল বলে, এ দুনিয়া মিছে ঝকমারী[৩] ॥

পড়িও আউজো বিল্লা
দূরে যাবে লানোতুল্লা[৪]
মুরশিদ রূপ করিলে হিল্লা[৫]
শংকা যায় তারি ॥

জাহের কথা সব সফিনায়[৬]
পুসিদার[৭] ভেদ দিলাম সিনায়
এমনি মতন তোমরা সবায়
বোলো সবারি ॥

অবোধ অভক্ত জনা
তারে গুপ্ত ভেদ বলোনা

---

১। যার কোন অংশীদার নেই। ২। আসল কথা। ৩। ভুল ৪। আল্লাহর অভিশাপ। ৫। আশ্রয়। ৬। বাহ্যজগত। ৭। গোপন।

বলিলে সে মানিবেনা
করবে অহংকারী ॥

তোমরা সব খলিফা রইলে
যে যা বোঝে দিও ব'লে,
লালন বলে রাছুলের এ
নসিহত[১] জারী[২] ॥

২৩

রাসুলের সব খলিফা কয় বিদায় কালে
গায়েবি[৩] খবর আর কি পাব আজ তুমি গেলে ॥

মহাফেজ[৪] আইন তোমার
বুঝে উঠে কি সাধ্য কার,
কি করিতে কি করি আর
ছহি[৫] না বুঝলে।

কোরানের ভিতরে সেতো
মোকাত্তায়াত[৬] হরফ কতো,
মানে কও তার ভালমতো
ফেলনা গোলে।

আহাদ নামে কোন আপি
মিম দিয়ে মিম কর নফি,
মনে কি তার কউ নবীজী
লালন তাই বলে ॥

---

১। ধর্মোপদেশ। ২। প্রচার। ৩। ঐশ্বীবাণী। ৪। সংরক্ষিত
৫। সঠিক। ৬। রূপক (সহজে যার অর্থ বুঝা যায় না)।

আল্লার নাম কর দম-ব-দমে[১]
হ'ল নফি এজবাত[২] নিজ-নামে ॥
নাম করিলে উদ্ধার হব,
আল্লাহ্ পাব কোন কামে ॥

শুনি বার বুরুজে[৩]
কোন্ বুরুজে কিসে থাকে, কি নাম ধরে,
বরজোখ[৪] ধ্যানে রূপ দেখা যায়
মঞ্জিল[৫] আর মোকামে[৬] ॥

থাকে মলকুত[৭] মোকামে
ছিয়া,[৮] ছফেদ,[৯] লাল,[১০] জরদে[১১] চার রং ধরে,
অতুলনা মুরশিদের রূপ
মাখা আছে আদমে ॥

তার রঙ দেখি ধ্যানে
অধর-চাঁদকে[১২] ধরা যাবে কোন্ সাধনে,
সাধন সন্ধান বল
বলি সাধুর কদমে ॥

সিদ্ধি হবে সাধনে
খোদা-প্রাপ্তি কিসে হবে, ভজন[১৩] বিনে,
পাঞ্জু বলে, 'ভজন আল্লাহ্‌র কলমে[১৪] আর আলমে'[১৫] ॥

---

১। অবিরত। ২। 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমা। ৩। দ্বাদশ কক্ষ। ৪। মধ্যস্থ (সূফীদের সিদ্ধান্তে মুরশিদ বা আধ্যাত্মিক গুরুর রূপ বা চেহারা।) ৫। গন্তব্য স্থান। ৬। আবাস। ( পাঁচ মোকাম ও পাঁচ মঞ্জিল এর ব্যাখ্যা ঃ লাহুত মোকাম—দিল এর মুঞ্জিল জিহবা; নছুত মোকাম—ফেক্‌সা এর মুঞ্জিল নাসারন্ধ্র ; জবরুত মোকাম—কালেজার কাছে পানির ঘর এর মুঞ্জিল চক্ষু ; মলকুত মোকাম—পিত্তথলি এর মুঞ্জিল কর্ণ ; হাহুত মোকাম—কর্ণ গহবর এর মঞ্জিল ত্বক।) ৭। মলকুত—ঐ। ৮। কৃষ্ণ বর্ণ। ৯। শ্বেত। ১০। রক্তবর্ণ। ১১। পীত বর্ণ। ১২। যিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে—সৃষ্টিকর্তা। ১৩। পরিচর্যা (সূফীদের খিদমত)। ১৪। লেখনী। ১৫। জগত।

২৫

আল্লার নামে মন ভোলেনা, দুনিয়াদারীর ফাঁদে।
আজরাইল[১] আসিয়া কোন্ দিন নিবে ধরে বেঁধে ॥
যে দিন গোর আজাব[২] হবে
দুনিয়ার মায়া কোথায় রবে,
মনকীর-নকীর[৩] দেখে সেদিন মরবি কেঁদে কেঁদে।

রোজ হাসরে সূর্যের তাপে
তাপে সে তো মারা যাবে,
সেই দিন মনে জানতে পাবে কপালের-নিধে[৪] ॥

আল্লাতালা কাজী হবে
নেকী বদীর হিসাব নিবে,
দুই ফেরেস্তা সাক্ষ্য দিবে বসে বান্দার কাঁধে ॥

পোল ছুরাতে[৫] হিরার ধারে
বড় সংকট হবে পারে,
পাঞ্জু বলে, পারের সম্বল আছে হিরুচাঁদে ॥

২৬

আল্লার বান্দা[৬] কিসে হয়
নবীর উম্মত[৭] হলে জানা যায়।
আল্লার বান্দা, নবীর উম্মত, এ জগতে সবায় কয় ॥

আঠার হাজার আলমে[৮] আছে
নব্বই হাজার কালাম[৯] তার,

---

১। মৃত্যুদূত। ২। কবর দেশের যন্ত্রণা। ৩। বান্দার কাঁধে উপবিষ্ট পাপ-পুণ্য হিসাব সংরক্ষণকারী দু'জন ফিরিশতা। ৪। ভাগ্যের পরিহাস। ৫। বৈতরণী। ৬। দাস। ৭। অনুসারী। ৮। পৃথিবী। ৯। বাণী।

ছিনা[১] ছফিনা[২] দুই ভাগে রয়
    যাট হাজার এই দুনিয়ার,
তিরিশ হাজার কালামে তাহাদ
    তার খবর আর কেবা পায় ॥

জিন্দেগী[৩] ভর বন্দেগী[৪] করিতে
    মোরে সবায় কয়
গোলামী করিলে বান্দা
    হাদিসে তা জানা যায়।
কিসে হয় আল্লার গোলামী[৫]
    খোলা নাই ভেদ ছফিনায় ॥

ভেদ জানিয়া নূর সাধিলে
    কালাম ছিনা হয় আদায়,
সাধন বর্ত নূরে-নীরে[৬]
    বরজোখে ভজন তাই।
পাঞ্জু বলে, আহাদ-কালামে[৭]
    দয়া করবেন দয়াময় ॥

২৭

আমার মন আপন দেহ চেন।
দেহের খবর না জানিয়ে
    মিছে কাণ্ড কাছারী করছ কেন ॥

কুল-দুনিয়ার[৮] খবর আছে
আঠার মোকামের[৯] মাঝে,
কোন মোকামে সাঁই বিরাজে
    হুঁশিয়ার হয়ে অর্থ জান ॥

---

১। গুপ্ত, ২। প্রকাশ্য, ৩। জীবন ৪। উপাসনা, ৫। দাসত্ব, ৬। জ্যোতি ও জল, ৭। আল্লাহর বাণী। ৮। সমস্ত বিশ্ব ৯। অষ্টাদশ কক্ষ।

নাহুত, নাছুত, মলকুত, জবরুত,
কালের রূহু দেল দম ধর,
চার মোকামে চারি ধর
লা-মোকামে সাঁইর আসন ॥

হাহুত মোকামের ধারা
জানলে যাবে অধর ধরা,
তবে পাবি কূল কিনারা
তাই জেনে ভজ গুরুধন ॥

আত্মতত্ত্ব, পরতত্ত্ব
গুরুতত্ত্ব জান সত্য,
অধীন পাঞ্জু পায়না অর্থ
ফকির হ'ল লোক জানান ॥

২৮

আমারে ফেলনা গো মুরশিদ[১] দয়াল হয়ে।
আমি চাতকের মত আছি গো
তোমার চরণ পানে চেয়ে ॥

তোমার অধম-তারণ নাম শুনেছি
(তাইতে) কুল ছেড়ে বেহাল হয়েছি,
এই ভব-মাঝে পতিত হয়ে
ফিরতেছি কলঙ্কের ডালি বয়ে ॥

---

★ আওল মোকাম—নীর, দুয়েম মোকাম—পবন, ছিয়ম মোকাম—ত্রিবেণীর ঘাট, চারম মোকাম—জিহবা, পঞ্চম মোকাম—দন্ত, ষণ্ঠ মোকাম—আঁখি, সপ্তম মোকাম—ললাট, অষ্টম মোকাম—কন্ঠ, নবম মোকাম—নাসিকা, দশম মোকাম—বক্ষ ও পৃষ্ঠ, একাদশ মোকাম—হাড়-মাংস প্রস্তুতস্থল, দ্বাদশ মোকাম—পদদ্বয়, ত্রয়োদশ মোকাম—ফুসফুস, চতুর্দশ মোকাম—কালেজা বা হৃদপিন্ড, পঞ্চদশ মোকাম—নাভি, ষোড়শ মোকাম—উভয় উরু, সপ্তদশ মোকাম—তলপেট, অষ্টাদশ মোকাম—মন

১। আধ্যাত্মিক গুরু।

তোমার রূপে নয়ন দিয়ে
যাই যদি নারকী[1] হয়ে,
(তোমায়) দয়াল বলে কেউ ডাকবেনা
আমার হাল দেখিয়ে ॥

শুনে তোমার নামের ধ্বনি
ডাকতেছি এই রাত্রদিনি,
পাঞ্জু বলে, গুণমণি
দয়াকর শ্রীচরণ দিয়ে ॥

২৯

কি আশ্চর্য হায় রে ! ত্রিভঙ্গ সিন্ধু-নীরে
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে, জগৎ মাতায় রে ॥
ক্ষণে ক্ষণে ঝলক মারে
ক্ষণে লুকায় নিরন্তরে,
নিরাকার নিরঞ্জনে ফুলে বারাম দেয় রে ॥

গগনের পারাপারে
ফুলের মূল নিগুম শহরে,
দৈবযোগে বিকশিত পাতালে উদয় রে ॥

চতুর্দলে কিরণ উদয়
ষড়োদলে হয় গন্ধময়,
আমাবস্যায় পূর্ণ চন্দ্র, সে ফুলে দেখায় রে ॥

ফুলেতে উৎপত্তি প্রলয়
অমূল্য গুণ প্রকাশে তায়,
যে রসিকে সে ফুল ধরে, শমন জ্বালা নাই রে ॥

---

১। বিপথগামী।

ফুলের মধু রত্ন কিরণ
দ্বিতীয়ার প্রথম নিরূপণ,
সাধুজনে করে সাধন, পাঞ্জুর ভাগ্যে নাই রে ॥

৩০

জাতির বড়াই কি
ইহকালে পরকালে জাতে করে কি।
মনে বলে, অগ্নি জ্বেলে, দিব রে জাতের মুখী ॥

এক জাতের বোঝা লয়ে
মিছে মলাম বয়ে,
চিরকাল কাটালাম মানি মানুষ হয়ে,
মানের গৌরব কুলের গৌরব,
বন্ধুবাজী সব দেখি ॥

লোক গোটের জ্বালায়
সব দেশান্তরী হয়,
হিন্দু-মুসলমানের বোঝা মাথায় করে বয়
কার বা জাতি কেবা দেখে,
ঘরে এলে চিহ্ন কি ॥

জাতে অন্ন নাহি দিবে
আর রোগে না ছাড়িবে
পাপ করিলে কোম্পানী জাত ধরে নিয়ে যাবে,
মৃত্যু হ'লে যাব চ'লে
জাতের উপায় হবে কি ॥

মন ডাক আল্লা বলে
কুলের গৌরব ফেলে,
অকুলের কুল মালেক আল্লা তারে লেহ চিনে,
পাঞ্জু বলে যত করলাম
সকলই ফাঁকিজুকি ॥

৩১

দয়া কর মোরে গো, বেলা ডুবে এল
(তোমার) চরণ পাবার আশে, রইলাম হসে,
সময় বয়ে গেল ॥

অমূল্য ধন লয়ে হাতে
এসেছিলাম ব্যাপারেতে,
ছয়জনা বোম্বেটে জুটে
পথ ভুলায় সে ধন লুটে নিল ॥

বেলা গেল সন্ধা হ'ল
যম রাজা ডংকা বাজাইল,
আমায় মহাকালে ঘিরে নিল
সংগের সাথী কেহ নারে হ'ল ॥

কি হবে অন্তিমকালে
রয়েছি বিনা সম্বলে,
পাঞ্জু বলে গুরু ভুলে
সাধের জনম বিফলেতে গেল ॥

৩২

দীনের রাছুল এসে আরব শহরে দীনের বাতি জ্বেলেছে
দীনের বাতি রাছুলের রূপ উজ্জালা করেছে ॥
মুহম্মদ নাম নূরেতে হয়
নবুয়তে নবী নাম কয়
রাছুলউল্লাহ[১] ফানাফিল্লাহ্[২] আল্লাহতে মিশেছে ॥

১। নবী করীম (দঃ)। ২। আমিত্ব বিলুপ্ত হওয়া।

মুহম্মদ হন সৃষ্টিকর্তা[১]
নবী নামে ধর্ম দাতা,
নবী শরীয়তের ভেদ ওতে রেখে শরা বুঝায়েছে ॥

জাহেরা ভেদ জাহেরাতে
আশেকের ভেদ পুশিদাতে
নবী মহর নবুয়ত আশেকদারকে দেখায় দিয়েছে ॥

রাছুল রূপ যার মনে আছে
মনের আঁধার ঘুচে গেছে,
অধীন পাঞ্জু সেরূপ ভুলে বিপাকে পড়েছে ॥

৩৩

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন পাগলা
যে ভাবে আল্লাতালা বিষমলীলা ত্রিজগতে করছে খেলা ॥

কতজন জপে মালা তুলসীতলা
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আর কত হর বলি মারে তালি
নেচে গেয়ে হয় মাতলা ॥

কতজন হয় উদাসী তীর্থবাসী
মক্কাতে দিয়েছে মেলা,
কেউ বা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে
সদায় করে আল্লা আল্লা ॥

---

১। সৃষ্টির মূল কারণ। ( আল্লাহ্ বলেন, হে মুহাম্মদ, আমি যদি তোমায় সৃষ্টি না করতাম, তবে সৃষ্টি করতাম না আকাশমণ্ডলী কিছুই"—আল-কুরআন। এই অর্থে সৃষ্টির মূল কারণ হিসাবে মুহম্মদ হন সৃষ্টিকর্তা। অন্য অর্থে আল্লাহর নুরে নবী পয়দা, নবীর নুরে সারা জাহান। এ অর্থেও মুহম্মদকে সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। )

স্বরূপে মানুষ মিশে স্বরূপ দেশে
বোবায় কানায় নিত্য লীলা,
স্বরূপের ভাব না জেনে চমর কিনে
হচ্ছে কত গাজীর[১] চেলা ॥

নিত্য সেবায় নিত্য লীলা, চরণমালা,
ধরা দিলে অধর কালা।
পাঞ্জু তাই করে হেলা ঘটল জ্বালা
কি হবে নিকাশের বেলা ॥

১। লৌকিক পীর বিশেষ।

**দুদ্দু শাহ**

৩৪

আপনাকে আপনি চেনা যায় কিসেতে
যে চেনা আল্লাকে চেনা, ফরমায় নবীর হাদিসেতে ॥
রোজা কিয়া নামাজ পড়া
কলমা কি হজ জাকাত দেয়া
তাম্বি[1] ভারি পাঞ্জাগানা[2]
নিজ পরিচয় কই তাহাতে ॥

কাবাতে নিয়ত নিরূপণ
আপন কাবার নাই অন্বেষণ,
খলিলের কাবায় কি কখন
আল্লাজীরে পায় দেখিতে ॥

আপনাকে আপনি ভুলে
পশ্চিম তরফ খাড়া হলে,
দুদ্দু কয়, রূকু সেজদা দিলে
খোদার দিদার[3] কই তাহাতে ॥

৩৫

জীবন থাকিতে মরতে কয়
জানিনা সে কেমন মরণ,
শুনতে মনন হয় ॥

জীবন থাকিতে মরণ
গোস্বামীর[4] কলম নিরূপণ

---

১। অনুশাসন ২। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ। ৩। আল্লার দর্শন লাভ। তুলনীয়ঃ 'মান আরাফা নাফছাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' অর্থাৎ যে নিজেকে চিনেছে, সে খোদাকে চিনেছে।"—হযরত আলীর বাণী।
৪। বিধিলিপি।

মরায় মরায় করে সাধন
　　　সে মরণ কারে বলা যায় ॥

করিলে অটল সাধন[১]
সেও তো আত্মসুখের কারণ,
লোহায় লোহায় করে ঘর্ষণ
　　　জীবনে মরণ কষ্ট সে হয় ॥

বানে বানে রণ করয়
পূর্ব স্বভাব তাহাতে রয়,
মাসী পিসী জ্ঞান নাহি রয়
　　　পশু ব্যবহার তারে কয় ॥

রসিক রসিক বলে খেলনা
কোটির মধ্যে দুই একজনা,
দুদ্দু মরার ভাব জানে না
　　　কেবল চটকে মাতায় ॥

৩৬

তালিব-উল-মওলা[২] যে জন হয়
কেরাবন কাতেবিন[৩] তার খবর নাহি পায় ॥

নাহি করে বেহেশ্‌তের আশায়
দোজখ বলে না রাখে ভয়,

---

১। অক্ষয় দেহ-সাধনা ; সাধনার যে স্তরে দেহের সার-পদার্থ কোন অবস্থাতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তুলনীয়ঃ 'আনতা মুতু কাবলান্ন মউত" অর্থাৎ মরণের আগে মর'—আল-হাদীস।

"রসিক রসিক সবজন কয় কেহতো রসিক নয়।
ভাবিয়া শুনিয়া বুঝিয়া দেখিলে কোটীতে গুটি হয় ॥ —চণ্ডীদাস

২। সৃষ্টিকর্তার সন্ধানকারী অর্থাৎ প্রকৃত ভক্ত। ৩। দু'জন ফেরেশতা। মানুষের দুই কাঁধে বসে তারা সবসময় মানুষের পাপ-পুণ্য খতিয়ান করছে।

দীন-দুনিয়া তরখ[১] তাঁর হয়
খোদার তারে তার মিশায় ॥

শোগল[২] রাবিতা[৩] দোন
রয়জল নিরুন
মোরাকাবা[৪] তার ধিয়ান
মোশাহাদায়ী[৫] মশগুল রয় ॥

খোদরূপে করিয়া ফানা
বে-খুদি আশেক দেওয়ানা,
মাশুক রূপে তাঁর মিলনা
খোদার রঙে রঙ ধরায় ॥

আশেক মাশুক গোমাসস্ত
কেরাবন কাতেবিন খবর নেস্ত,
লালন কয়, হাদিস সাবেত
দুদ্দু সে ভেদ নাহি পায় ॥

৩৭

দেহ-মেদ যজ্ঞ যে জন করে
যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ, সেহি যজ্ঞ
দেহ রতি জারণ করে ॥

বসুতে[৬] গ্রহতে[৭] মিলন
জানে সে রতি বিশেলষণ

---

১। পরিত্যাগ ২। চেষ্টা (ফারসী শব্দ) ৩। মধ্যস্থ (আরবী শব্দ)। মুরশীদ-রূপ মনশ্চক্ষে রেখে খোদার ধ্যান করার নামই যিকর ই রাবিতা। তারিকতের পাঁচটি স্তম্ভ ঃ যিকর, শুগল, রাবিতা, মুরাকাবা, মুশাহাদা। ৪। আত্মভোলা হয়ে ধ্যান করা। ৫। খোদার দিদার বা সাক্ষাৎ লাভ। ৬। অষ্ট বসু ৭। নবগ্রহ।

জীবাত্মা অনিত্য দাহন,
রতি গাঢ় হয় ভিয়ান-দ্বারে ॥

অনলে ঘৃত আহুতি
খোলে তাহে পঞ্চ জ্যোতি,
আত্মস্মৃতি হয় বিস্মৃতি
পুরুষ প্রকৃতি জ্ঞান হরে ॥

জীবনে মরণ পারা
সহজ অধর ধরা,
প্রেম-উল্লাসে মাতোয়ারা
অষ্ট সাত্ত্বিক[১] হয় শরীরে ॥

লালন শাহ কয়, গোপী-ভজন[২]
দেহযজ্ঞ হয় নিরূপণ,
রসিকের তাই হয় উদ্দীপন
দুদ্দু ভূতের যজ্ঞ করে ফেরে ॥

৩৮

নবীজীর আইন মাফিক ধরবি তরিক
শরিয়ত[৩] আর মা'রফাতে[৪]।
ছালেকী[৫] মজ্জুবী[৬] হয়, দেহ রাহা তায়
জাহেরা[৭] আর পুশিদাতে[৮] ॥

শরাতে পঞ্চ বেনা[৯] হজ, কলেমা
রোজা নামাজ আর জাকাতে।

১। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প বৈবর্ণ ও মূর্ছা—অন্তঃকরণের এই অষ্টবিধ ভাব। ২। গোপী শব্দের অর্থ বিশ্বপ্রেম (গো অর্থ পৃথিবী বা বিশ্ব, পী অর্থ পিরীতি বা প্রেম)। এখানে কৃষ্ণের ষোল শত গোপীর আভাষ আছে। ৩। ধর্মের বিধান (বাহ্য অর্থে) ৪। তত্ত্বজ্ঞান ৫। দুনিয়াদারী ৬। উদাসীন, ৭। প্রকাশ্য, ৮। গুপ্ত, ৯। পাঁচটি স্তম্ভ (নামাজ, রোজা, হজ, কালেমা, জাকাত)।

বেহেশ্‌ত তলব করয়, আহাম্মক কয়,
নবীজীর হাদিসেতে ॥

মারিফাতে দাখেল[১] যারা, কামেল[২] তারা,
এরফানের ভেদ বেলায়েতে।
তালিব-উল মওলা সে হয়, বরজোখ ধিয়ায়,
মজ্জুবী তরিকাতে ॥

ছাদেকী এশ্‌কী[৩] সে হয়, দেল হুজুরায়
পড়ে নামাজ হকিকাতে।
ইশ্‌কবাজী কারখানা হয় দেওয়ানা,
মেনে মাশুকের[৪] সাথে ॥

নবীজীর আইন ছাবেদ[৫] দুই রাহা ভেদ
নবুয়ত আর বেলায়েত,
লালন শাহ্‌ কয়, সে বেনা তাও দিনকানা,
দুদ্দু ডোবে শরিয়তে ॥

---

১। অনুপ্রবিষ্ট ২। সিদ্ধ সাধক ৩। ঐশী প্রেম ৪। প্রেমাষ্পদ
৫। প্রমাণিত।

৩৯

জানতে হয় নবীজীর বেনা[১]
নূরেতে নূর নবী পয়দা,
নবীর নূরে ছার দুনিয়া ।।

নবী পয়দা হয় নূরে
সে ভেদ অতি গভীরে,
রাগদেহ[২] ছিল পূর্বে রারেই ঘরে ।
নবী জন্মিল আব্দুল্লার[৩] ঘরে,
( তাঁকে ) কেউ মানে, কেউ মানেনা ।।

নবী আলায়হেচ্ছালাম
লেহাজ চার মোকাম,
জানলে সে নাম হবে খোশ নাম
পানা[৪] দিবে সাঁই রাব্বানা ।।

হুয়াল আওয়ালে নবী
হুয়াল বাতুনে নবী,
জাহেরাতে সেই নবী হয় আদম ছফি ।
আখেরাতে নবী পারি,
জান্ গে নবীর উপাসনা ।।

নবী আপনি মকবুল
নবী খোদারই মকবুল,
করলেন কিনা করলেন নবী সেই কথাটি স্থূল ।
জহু বলে, দেহ পয়দা কিসে,
বাপের বীজে জান্ ঘটনা ।।

---

১। মাহাত্ম্য ২। নূরদেহ ৩। নবী করিমের পিতা, ৪। দর্শন।

৪০

দরবেশ হও, কও দেহতত্ত্ব
কেথা গুরু, কোথা শিষ্য, ভজ কোথা করে বর্ত ॥
রাত্রিদিবা কত দম শুমার[১]
নয়ন কত পলক দেয় আর,
পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর
দিক নিরূপণ কত কত ॥

চৌদ্দ পোয়ায় চৌদ্দ ভুবন[২]
ক্ষিতি জল বাও হুতাশন,
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রগণ
কে আছে কার অনুগত ॥

হুঁস হুঁসারী, আক্কল, ওকুফ, ফহম
দেল বাহাদেল দম শনিদম,
এরা কোথায় থাকে মুদাম
কত লোম দেহে আবৃত ॥

কত হাড়, রগ, কত জোড়া
সাত সমুদ্র, কোথায় গোড়া,
উজল শাহ কয় দেহ ছাড়া
জহর কি পাবি পদার্থ ॥

৪১

নবী মুরীদ হয় কোনখানে
খোলাপা নাই রে ভেদ হাদিস কোরানে ॥
হেরা গুহায় নবী ছিল
সেথায় কেবা বাণী দিল
নবীর কর্ণমূলে ॥

---

১। হিসাব ২। দেহ মধ্যে চৌদ্দটি বিশেষ স্থান ;

জীবরাইলের[১] খবর শুনি
তিনি আল্লার বাণী আনে।
আল্লার বাণী নবী শোনে
জীবরাইল তা আনে কেমনে,
বোঝ লেহাজ করে।
খবর বয়ে আনে যিনি
তিনি মুরশিদ ত্রিভুবনে॥

নিজে যদি জানি পড়া
তবে কেন গুরু ধরা,
ভবের পাঠশালাতে।
জহর বলে, এ ভেদ পেলে
অন্তিমে মন বাঁচবি প্রাণে॥

৪২

পদে যার আছে ভক্তি, তারই মুক্তি,
এই উক্তি বেদ অনুসারে।
সাধনে করেছে জয়, নাই শমন ভয়
শংকা নাই তার ভবপারে॥

দেখ সে ভক্তির ভগবান, তাহার প্রমাণ
দেখনা মন বিচার করে।
প্রহ্লাদ[২] নাম জপে তুণ্ডে, হস্তীর শুণ্ডে,
অগ্নিকুণ্ডে নাহি মরে॥

ছেড়ে রত্ন-সিংহাসন, রূপ-সনাতন[৩]
বৃন্দাবনে গমন করে।

১। আল্লাহ্‌র বাণীবাহক ফিরিশ্‌তা। ২। সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক ভক্ত. হিরণ্য-কশিপু রাজার পুত্র। ৩। দুই ভ্রাতা হোসেন শাহের সভাসদ ছিলেন। এরা চৈতন্য প্রভাবে বৈষ্ণব মতে আকৃষ্ট হয়ে সংসার ত্যাগ করেন।

ছেড়ে বাদশার উজিরী, লয় ফকিরী,
দণ্ডধারী ত্রিসংসারে ॥

দেখ সেই কৃষ্ণরূপে ভক্তি ভাবে
প্রাণ সঁপেছে গোপিনীরে।
কত জনে বলে মন্দ, হয় না সন্দ,
গোবিন্দ[১] ভজে অন্তরে ॥

সার জান সেই শ্রী-পদ, শ্যাম পদ
সদা রাখ অন্তরে।
জহরের দুরদৃষ্ট, হয় না নিষ্ঠ
তাইতে কষ্ট পায় সংসারে ॥

৪৩

পারের সম্বল আছে গুরু চাঁদ
নিষ্ঠা আধার[২] দিয়ে তবে পাত ভক্তি-ফাঁদ[৩] ॥
আধার যদি নড়ে উঠে
শিকারে আধার গিলবে ঠোঁঠে,
এমনি তাঁর লীলা বটে
বুঝলে যাবে আঁধ ॥

শিকার ঘরে আনতে যাবি
বীজমন্ত্র[৪] আগে আওড়াবি,
নইলে ফণীর ছোবল খাবি
সে বিষ মানেনা বাঁধ ॥

জহরদ্দী আবোল তাবোল
পাইনা গুরু মুখের সুবোল,
তার মন হয়না কভু সরল
পাপের ভারে বোঝায় কাঁধ ॥

---

১। শ্রীকৃষ্ণ। ২। পাখীর খাদ্য ৩। ভক্তিরূপ যন্ত্র ৪। মূলমন্ত্র

# কুষ্টিয়া

কুষ্টিয়া থেকে দাদ আলী, আজিম শাহ্, ইদ্রিস শাহ্, তছীর শাহ্, মহেশ চাঁদ শাহ্, নয়ান ফকির, রহমান শাহ্, আহমদ আলী শাহ্, কাছেম আলী শাহ্, নিয়ামত শাহ্, ভোলাই শাহ্, সেকেন শাহ্, ভাদু শাহ্, হাতেম শাহ্, হারান শাহ্ ও কাঙাল হরিনাথ-এর ভাব সংগীতগুলো ( ৪৪ থেকে ৯৫ সংখ্যক ) সংগ্রহ ক'রেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব কাজী শাহজাহান, গ্রাম—জামজামী, ডাকঘর—জামজামী, জেলা—কুষ্টিয়া।

দাদ আলী

৪৪

দেখি তোর মুখে হাসি রে বিলাসী
এ বিলাস ক'দিন রবে ॥

যাবে সব আমোদ-আহ্লাদ, ঘটাবে প্রমাদ
কালে এসে ধরবে যবে,
তখন হাসি-তামাশা, আশা-ভরসা
সকল তোমার ফুরিয়ে যাবে।

সাধের আত্ম-স্বজন, স্ত্রী-পরিজন
সবাই মিলে গোর দিবে,
গোরের মাঝে রবি একা, কারো দেখা
ইচ্ছামত নাহি পাবে ॥

আসিবে মনকীর-নকীর, কোন খাতির
করবে না তোর বড় ভেবে,
উত্তরে পেলে ত্রুটি, ক'রে ভ্রূকুটি
মনের মত বেত পিটিবে ॥

তোরে অভয় দিতে সে গোরেতে
ডাকলে কেউ তো না আসিবে,
কেবল সেই পাপীর বন্ধু গুণের সিন্ধু
মুহম্মদ তোর স্বরিবে ॥

আঁক, দাদ্ নামটি হৃদে মনের সাধে
রূপটি চিত্তে সুচিত্রিবে,
তবে তো দাসের খতে নাম লিখাতে
তুমি ত সক্ষম হবে ॥

৪৫

এ সংসার প্রেমের মেলা, প্রেমের খেলা
কি সকাল কি সাঁজের বেলা ॥

কিবা রাত কি প্রভাতে বা নিশীথে
যে দিক দেখ ওই লীলা,
খেলা খেল্‌তে যেয়ে ভুলে গিয়ে
হারিওনা মন, করে হেলা ॥

কুসঙ্গী ছ'জন[১] ছিল করে ছল
ভুলিয়েছে তোরে রে ভোলা,
আগে হও মজবুত দেহ কর পূত
মেরে তাড়াও শমন[২] দমের ফালা ॥

তারা হলে দমন, প্রেম-হাটে মন
নির্ভয়েতে দেওনা মেলা,
বিকাও সে নবীর পদে, মনের সাধে
জুড়াতে মনের জ্বালা ॥

৪৬

যার প্রেমে হয়ে মগন আত্মস্বজন
ছেড়ে এলি সিন্ধুপারে ॥
আশা তোর হল মিছে, পাছে পাছে
সপ্তগ্রহ বেড়ায় ঘুরে ॥

যার হলে দৃষ্টি অনাবৃষ্টি
দুর্ভিক্ষ হয় এ সংসারে ॥
ভেবে দেখ্‌ নলের দশা কি তামাশা
পোড়া মৎস্য পালায় নীরে,
যার প্রাণের সাথী দময়ন্তী
ত্যাজ্য কৈল ঘুমের ঘোরে ॥

---

১। ছয়টি রিপু, ২। মৃত্যুদূত।

তুই জ্ঞানহারা গেলি মারা
তোর কথা আর বলব কি রে,
এসে প্রেম-মন্দিরে প্রেম-গুরুরে
খুঁজে নিতে নারিলি রে ॥

৪৭

যার জন্যে দিশেহারা পাগলপারা
হয়ে বেড়াস মাতোয়ারা ॥

গেলি তুই আশা করে সাগর পারে
ধণে প্রাণে হয়ে সারা,
সেকি তা দেখেনিক, ওরে ভেকো
দেখ্‌লে কি হয়, সে যে মনচোরা।

যার স্বভাব, মনটি নিবে, মন না দিবে
পরের মনে রাজ্য করা,
তার সে রাজত্ব সাধ্যায়ত্ত
ইচ্ছামত রাখা মারা ॥

যে জন মন দিয়াছে, সেই ঠকেছে
পায়না ক সে কূল কিনারা,
তার প্রেম পয়োধির নাই অবধি
তাহে, বিচ্ছেদ-হাঙ্গর-কুমীর ভরা ॥

তোর ভয় কি রে দাদ, যদিও অগাধ
নদীতে পেলি না চরা,
ডাক্ তোর পরম বন্ধু দয়ার সিন্ধু
সেই নবী খায়রুল অরা ॥

৪৮

হায় হায় ডুবল তরী ভয়ে মরি
ভব নদীর তুফান ভারী ॥
তরী ত যায় না রাখা হয়ে বাঁকা
পাকে পড়ে বেড়ায় ঘুরি !

দাড়ীরা দাঁড় ছাড়িয়ে তরাশ পেয়ে
উঠ্‌ল যে চীৎকার করি,
ছিল ধৈর্য্যরূপ-হাল, সাহসের পাল
তাও অকালে গেল ছিঁড়ি !

আর তুই কি সাহসে আছিস বসে,
ডুবতে তরী নাইক দেরি,
তোর সেই শত্রু ছ'টি, বড় কপটি
বেড়াত মিত্রতা করি !

এখন সময় বুঝে নানা সাজে
করল তারা জুয়াচুরি,
আর নাইক সময় এই অসময়
যে জন অকূলের কাণ্ডারী !

যদি চাস তরিতে ডাক ত্বরিতে
সেই মোহাম্মদ নামটি ধরি ॥

আজিম শাহ্

৪৯

আমার মন-মাঝি হাল রেখো গো সামাল
দ্যাখ, দ্যাখ, তাল-বেতালে উঠছে হামাল ॥

রাজী রেখো দশ জন দাঁড়ী
দিতে হবে ভবনদী পাড়ি,
চিনিয়া বাতাসের আড়ি
তুলে ধর পাল ॥

ভবনদীর তরঙ্গ ভারী
তাতে জরাজীর্ণ তরী,
যেতে হবে নিশান ধরি
নৌকা বোঝায় মহাজনের মাল ।

আগম খবর বল্‌ছে মুর্শিদ হাদি
যারা নৌকায় চড়নদার এরা সকলেই বাদী,
আজিম পার হইবি যদি
শাসন কর্‌রে জঞ্জাল ॥

৫০

আমি কি দিয়ে ভুলিব তোমারে
তুমি ত্রিসংসার ভুলায়ে রেখেছ
মহামায়া ভাব-ধরে ॥

তুমি নিজ গুণে সদয় না হ'লে
কেউ পায়নি যখন কোনই কালে,
আমি পাব কোন্‌ সাধন বলে
দয়াল তাই বলে মোরে ॥

স্বর্গ কিংবা ভূ-মণ্ডলে
কত লীলা প্রকাশিলে,

দেখি সব কুদরত বলে
আরো যাহা পাতালপুরে ॥

থাকতে হেন ত্রিজগত-পতি
কার সাধ্য কে করতে পারে দুর্গতি,
অধীন আজিম করে উক্তি
ভক্তিভাবে বিনয় করে ॥

ইদ্রিস শাহ্

৫১

সৃষ্টির ভেদ বুঝা হ'ল বিষম দায়
পঞ্চবাণের[১] পঞ্চ সখা, পঞ্চ ধরা বায় ॥

স্তম্ভন বানের ধারে
মায়ারূপে ময়ূর বাস করে,
দরক্তের গাছ নাই রে
ভেদ জান মুরশিদের ঠাঁই ॥

গাছ মানে সে বৃক্ষ-নবী
ছিতারা নূরের ছবি,
মুরশিদ ধরলে জান্‌তে পাবি
মোহন বাণের ভাল হয় ॥

নৈরাকারের অংশ ধরে
কুদরতি ফুল সেই তো করে,
বট-পত্র বলে তারে
ইদ্রিস ভাসে দো-ধারায় ॥

৫২

এই মানবে খোদার লীলা কে বুঝতে পারে
বুঝতে নারি ভেদ তাহারি, প'ড়ে ঘোর সংসারে

হাওয়ার রুহ হ'ল
জোহরা নুরে মিশিল,
ছেতারা নূর তাহাতে ছিল
ময়ূর রূপ ধরে ॥

---

১। মদন, মাদন, শোষণ, স্তম্ভন, মোহন ইত্যাদি।

তিন নূর একত্র হয়ে
মায়া-রূপ গঠন করিয়ে,
রাখে আরশে সে লুকায়ে
গোপন ক'রে ।।

আদম যখন বেহেস্তে ছিল
মায়া রূপে সংগী হ'ল,
হাওয়া নাম প্রকাশিল
বেহেস্তের ভিতরে ।।

যে জোহরী, সেই তো নবী
লীলাতে হয় মায়ার ছবি,
ইদ্রিস বলে জানো সবি
মুহম্মুদা নাম বলে তারে ।।

তছীর শাহ্

৫৩

নারী জাতি বড়ই কুপেকে
তার অন্তর গরলে পুরা, সরল কথা কয় মখে ॥

নারীর কথায় কথায় মান
নারীর হাতে পুরুষের জান,
কয় না কটু কথা, হটায় মাথা
ফিরে চায় না তার দিকে ॥

বৃন্দে[1]-দূতি যমন
কৃষ্ণ করিলে হরণ,
এখানকার তাল ওখানে বেতাল
নারী বাধায় গোল জগতে ॥

নারী পাপ, নারী মৃত্যু
মিথ্যা নয়, কথা সত্য,
আদমকে নিয়ে, গন্দম দিয়ে
আনলো নারী দ'নেতে ॥

আজীজ মেছেরের বিবরণ
জোলেখা পেয়ে খুশী হ'ল মন
বড় ফন্দি ক'রে সেই ইউসুফেরে
নারী রাখলো বন্দী ঘরেতে ॥

ফকির তছিরের বচন
কথা মিথ্যা নয় কখন,
ভুলে নারীর কথায়, জীবন হারায়
ইমাম শহীদ কারবালাতে

১। শ্রীকৃষ্ণের সহচরী ও শ্রীরধিকার সখি কেদার-রাজকন্যা।

৫৪

ঘরামির চা'ল বলিহারী
সে ঘর গড়েছে মালেক বারী ॥

তিন শ' ষাট বাঁধনে, কি সন্ধানে
দিয়ে রেখেছে সাঁই গুণের দড়ি।
ভালার ভালা, উপর তালা,
চার পাশে চার দেয়াল-গিরি ॥

ঘরে গিরির আলো, কিসে বল
বিনা তেলে উজলকারী !
ভুলাইয়া মদে মেতে, সখাগণ সাথে
ঘরে এলেন দয়াল বারী ॥

তছির কয়, আহা মরি, বাহাদুরী
তিন্ কাঁটায় রেখেছেন ঘড়ি।
ঘড়ি যেদিন বন্ধ হবে, ঘর পড়িবে
উঠবে রে পশ্চিমে ঝাড়ি ॥

মহেশ চাঁদ শাহ্‌

৫৫

মধুর সুরে ডাক তারে দীন-বন্ধু নাম ধ'রে
ডাক্‌তে ডাক্‌তে উদয় হবে এসে হৃদয়-মন্দিরে ॥

জপ গুরু নামের মালা
অংগে মাখ চরণ-ধুলা,
থাকবে না আর ভব-জ্বালা
আনন্দময় হবে রে ॥

অহল্যা পাষাণী ছিল
চরণ-ধুলায় মানবী হ'ল,
তার ভব-ব্যাধি দূরে গেল
গুরুর চরণ পেয়ে রে ॥

বসাও হৃদ-পদ্মাসনে
পূজ গুরুর শ্রীচরণে,
কৃপাময়ীর কৃপাগুণে
জীবন জুড়াবে রে ॥

ফকির মহেশ চাঁদে বলে
পাগল রে তুই র'লি ভুলে,
মিছে দিন তোর গেল চ'লে
শমন এলো ধেয়ে রে ॥

৫৬

আল্লার নাম তুই কর ভরসা
নামেতে দিল হবে রওশন, বান্দা হবি খাসা ॥

আসমান জমীন নাহি ছিল
তার হুকুমে পয়দা হ'ল,
সেই তোরে ভবে আনিল
তুই তার বড় ভালবাসা ॥

আশরাফুল-মাখলুকাত[১] ব'লে
সাঁই তোরে সম্মান করিলে,
ভবে এসে মায়ায় ভুলে
করলি কি সর্বনাশা ॥

মহেশ ফকির ভেবে বলে
বুঝবি খ্যাপা এ দিন গেলে,
সবাই তোরে যাবে ফেলে
সার হবে কান্দা হাসা ॥

---

১। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।

## নয়ান ফকির

৫৭

কেন পাগল হলি মন
নিজে না বুঝিয়ে কর পরকে শাসন ॥

গুরুর কাছে যার শিক্ষা দীক্ষা হয়
অনাসে তার নজর খুলে যায়,
সকল দেখতে পায়
অন্ধকার তার নাই
এ জগতের খেলা ভাই রে নিশির স্বপন ॥

তীর্থ-ধর্ম করে আমার মন
খুঁজে দেখ আপন দেহ-বৃন্দাবন,
কোথায় ছিল মন
অকৈতব[১] সে ধন
অযতনে গেল আমার সকল সাধন ॥

যে হরি সেই গুরু, শ্রীভাগবতে কয়
না জেনে মনুষ্য-জনম অধঃপাতে যায়.
নয়ান ফকির কয়,
আর উপায় নাই
যা করে আমার ভাদু-নিরঞ্জন ॥

৫৮

দেহতত্ত্ব জানলিনা রে মন
আঠার মোকামে থাকে মানুষ তারা ষোলজন ॥

---

১। বর্ণনার অতীত।

কোন মানুষটা কি কাজ করে
জানতে হয় তা জ্ঞানের জোরে,
সাধন-সিদ্ধি তবেই হয় রে
করলে খাঁটি করণ[১] ।।

নয়ান ফকির আঁধলা কানা
দেহতত্ত্ব নেইকো জানা,
সার হল তোর গুদড়ি[২] টানা
গুরুপদ কর স্মরণ ।।

---

১। দেহ-সাধনা, ২। ফকিরী ঝোলা।

## রহমান শাহ্

৫৯

দিনে দিনে দিন ফুরাল, গুরু কেমন চিনলাম না
কেবল ভূতের বোঝা বয়ে মলা'ম গুরুকর্ম করলাম না ॥

আমি ভবে এসে,
র'লাম অকূলে ভেসে,
কূলের কূল পেলাম না ॥

যেমন দিশেহারা হয়
পাগলেরি প্রায়,
মনুষ্য বলিয়া মোর নাই তুলনা ॥

পূর্ব জন্মের ফলে
অপরাধী বলে,
মনুষ্যত্ব জ্ঞান মোর হ'ল না ॥

গুরু আর কত দিন ভবে
রাখিবে এ ভাবে,
সুদিন কি আমার হবে না ॥

জীবেরে ত্বরাও হে হরি
তুমি অকূলের কাণ্ডারী,
অধম বলিয়া কি তোমার দয়া হবে না ॥

রহমান তোমার আশাধারী
আমার কর্মদশা ভারি,
দুনিয়াদারীর লোভ মোর গেল না ॥

৬০

পারের চিন্তা আগে কর
পারের কাণ্ডারী যিনি,
চিনে তার দাওন[১] ধর ॥

পুলসিরাতে চুলের সাঁকো
চর্ম চোখে দেখবি নাকো,
হাজার বছর বসে থাকো
যদি না চিন অধর[২] ॥

নেক বান্দা যারা হবে
হাসি মুখে পার হইবে,
সামনে মওলার দিদার পাবে,
ছোঁবেনা দোজখ-অজগর ॥

রহমান কয় হও মন খাঁটি
নইলে জনম হবে মাটি,
দিন থাকিতে খুঁটিনাটি
ছেড়ে হও জবর[৩] ॥

১। পীরের পাগড়ী, ২। যিনি ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, সৃষ্টিকর্তা, ৩। যোগ্য।

## আহমদ আলী শাহ্

৬১

আমি আর যাবনা কড়কড়ে আলেমের দলে
ভিতরে যার নাইরে ফল, মুখে কি ফলে ॥

মুরগী যেমন কড়্ কড়্ করে
অবশেষে একটি ডিম পাড়ে,
বাজারে তার কি দাম মেলে ॥

ওমনি মত আলেম দলে
শরিয়তের[১] জালে ফেলে,
বেড়াই ঘুরে আশেক-দলে[২] ॥

ঝিনুক থাকে সমুদ্দুরে
মুক্তা জন্মে তার উদরে,
কত বাদশাহ্ আমীর নিচ্ছে গলে ॥

শেষে এলেন হযরত নবী
পর্দায় এলেন আয়শা[৩] বিবি,
আহাম্মদ কয় ঝলক দিচ্ছে দ্বিদলে ॥

৬২

পারের ঘাটে বসে কাঁদি
আমার সম্বল নাই যে পোটলায় বাঁধি ॥

ঘাট-মাঝি চায় পারের কড়ি
পারের উপায় কিবা করি,
গাঙের তোড় দেখে আতঙ্কে মরি
ষোল জন[৪] হয় বাদী ॥

---

১। ধর্মের বিধান, প্রাথমিক স্তর। ২। প্রেমিকবর্গ। ৩। হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর অন্যতম স্ত্রী। ৪। দশ ইন্দ্রিয়, ছয় রিপু।

মন-মাঝি সে না হয় রাজী
কি ভাবে হই কাজের কাজী,
স্বভাব আমার ভারি পাজী
মিথ্যা সাধ্য সাধি ॥

আহাম্মদ কয় কাতর হালে
বাও মানে না ছেঁড়া পালে,
ঠেকল তরী উজান ঢালে
হলাম লক্ষ জনম মিয়াদী ॥

## ক্যাছেম আলী শাহ্

৬৩

সদা এলাহি স্মরণ কর মন-পাখী
তুমি ঘুমিয়ে থেকো না পাখী, মুদে আঁখি ॥

সুখের পিঞ্জরা ছেড়ে
একদিন যেতে হবে উড়ে,
সেদিন কে আর হইবে
তব দুখে দুখী ॥

ভবে আসিবার কালে
কত দুঃখ পেয়েছিলে,
ক্রমে সকলি ভুলিলে
ভোজের বাজি দেখি ॥

জেনে আদ্দুনিয়া ছায়াতন[১]
ওলায়ছা ফিহা রাহাতন[২]
তবে কেন এ জগতে
হতে চাও রে সুখী ॥

মস্তান শাহ্ কাছেম বলে
পিঞ্জরা ছাড়িয়া গেলে,
তখন প্রিয় ব'লে
ডাকিবে না প্রিয় সখী ॥

৬৪

বসিয়ে সহস্রদলে[৩] কর রূপ সাধন
যথা ব্রহ্ম বিরাজিত রয়েছে রত্ন-সিংহাসন ॥

---

১। এ জগত ছায়া স্বরূপ। ২। সত্য পথ অনুসরণ কর। ৩। হাজার ভাঁজ বিশিষ্ট সহস্রদল-পদ্ম (সহাস্রার)।

শতদলে গুণ রীপন
তথা মৃত্যুঞ্জয়ের আসন,
হর-গৌরী[১] হ'লে মিলন
সেই ধামে উদিবে তপন ॥

মস্তান কাছেম বলে, হে হরিদাস,
যথা মিলে গুণের আভাষ,
সেই স্থানেই হয় সর্বনাশ
নড়িলে পলকে নয়ন ॥

৬৫

লীলাময় দিল জয়, নবীর ডংকা মোর বাজিল
যত কোরেশরা মোমীন হ'ল, আবু জেহেল[২] কাফের র'ল ॥
শিলাখণ্ড হস্তে রেখে
আবু জেহেল কয় নবীজীকে,
অন্তর কি তা, বল মোকে
তবে কলমা করিব কবুল ॥

কথা শেষ হ'তে না হ'তে
বাক্য হ'ল সেই শিলাতে,
শিলে কল্মা পড়ে হাতে
কত লোক তাহা শুনিল ॥

যাহারা নিকটে ছিল
নবী-পদে ভক্তি দিল,
তখন আবু জেহেল এই বলিল
বেটা যাদু শিখেছে ভাল ।

১। শিব এবং পার্বতী। ২। হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর চাচা।

মস্তান শাহ কাছেম বলে
যে স্বভাব হয় জন্ম ফলে,
যায়না স্বভাব না মরিলে
অন্য চেষ্টা করা বিফল ॥

৬৬

শুয়ে নিদ্রাতে আছে গোঁসাই
কাঁচা ঘুমে কেমনে জাগাই।
আমি ভেবে মরি, হায় কি করি
উপায় কিছু নাহি পাই ॥

যার জন্য ত্রিভুবন
সাঁই করিল সৃজন,
ভেবে দেখ রে মন আমার
সে জনা কেমন,
সে দয়াল নবী, নূরের ছবি,
তার তুলনা কিছুই নাই ॥

হ'ল বিলম্ব বিস্তর
আমি কি বলিব আর,
ক্ষমা কর হে এলাহি অপরাধ আমার,
হয়ে সভয় মন নিবেদন চরণে জানাই।

মস্তান কাছেম শাহ্ ভনে
দৈববাণী সেই ক্ষণে,
শুনতে পেল জিবরাইল পবিত্র কানে
তব বদন ঘর্ষণও নবীর শ্রীচরণে করা চাই ॥

৬৭

তিনটি বস্তু বিবাদের মূল—মুদ্রা, মাটি আর নারী।
ঐহিকজনের প্রিয় বটে, পারমার্থিকের বৈরী ॥

ছিল এক সুরূপা নারী
এজিদ[১] পাপী সে রূপ হেরি,
বিধবা করিল তারে
মহা ছলনা করি ॥

সেই নারীকে পাবার তরে
পত্র দিল কত বরে,
বরিল সে হাসেনেরে[২]
জেনে সর্বোপরি ॥

কাছেম বলে কন্যা সতী
হাসেনকে ভজিল পতি,
তাহে এজিদ মূঢ়মতি
কুপিত হল ভারি ॥

৬৮

গোপন থেকে খোদ রব্বানা খেলছে পাশা একা বসে
গুটিকাগুলি করে চালনা ক্রমে ঘরে তুলছে শেষে॥

সৃষ্টি পালন এবং সংহার
এই তিন খানি পাশা তাহার,
ভুবনকে করিয়া আঁধার
চালছে গুটি গুনি ক'ষে ॥

১। ইমাম বংশ ধ্বংসকারী ব্যক্তি, মুয়াবিয়ার পুত্র। ২। হজরত মুহম্মদ (দঃ) এর দৌহিত্র।

রণস্থলে মারোয়ান[১] হারি
পালিয়ে গেল কৌশল করি,
পথিকের ভাব শেষে ধরি
থাকলো তথা কু-মানসে ।।

ময়মনা[২] কুটনীতে পেয়ে
কহে মারোয়ান ব্যস্ত হয়ে,
স্বর্ণমুদ্রা এইগুলি লয়ে
হাসেনকে মারহ বিষে ।।

পুরস্কার আশাও দিল
কাছেম হৃদে শেল বিঁধিল,
হায় মারোয়ান কি করিল
ভ্রমণ করে ছদ্মবেশে ।।

১। কারবালার যুদ্ধে এজিদের পরামর্শদাতা। ২। হাসানকে বিষ প্রয়োগের কুটনী বুড়ী।

৬৯

বিধি যার কপালে যা লিখেছে
তার বেশী কিছু হবে না,
বল্‌ব কিরে মন তোমারে
বুঝাইলে তো বোঝ না ॥

এই দেহেরই উত্তর অংশে
একটি সতী খাল আছে,
এক ডুবারু ডুব হেনেছে
জন্মাবধি উঠে না ॥

নিয়ামত চাঁদ তার জানে সন্ধান
রসিক চতুরের তিনটি বাগান,
তার নীচে এক ভগবান
আহার করিলে বাঁচেনা ॥

৭০

আখের ভাব, আল্লা পাব, জানিও মনে,
আখের না ভাবিলে কি হবে ম'লে
ভাবলি না কেনে ॥

যে দিনে রোজ-হাসর[১] হবে
আসমান জমিন কোথায় রবে,
অন্ধকারে ঘিরে লবে
পর হবে আপন জনে ॥

আল্লাতালা কাজী হবে
পাপ-পুণ্যের হিসাব লবে,

১। শেষ বিচারের দিন।

কেরাবন-কাতেবিন সাক্ষী দেবে
আমলনামা[১] রবে কণে ।।

নিয়ামত কয় বিনয় করে
শোন,রে মনা বলি তোরে,
পারে যাবি কিবা ধরে
দয়াল গুরু বিহনে ।।

---

১। কৃতকর্মের হিসাব-রক্ষক বহি।

৭১

পাঁকে পাঁকে তার ছিঁড়ে যায়, দৌড়াদৌড়ি সার।
মনের অনুরাগ-তরীতে একান্ত চিত্তে হও রে সওয়ার ॥

ছয় রিপুরে বশ করিয়ে
আল্লার নামের পেরাক দাও আঁটিয়ে,
দৃঢ় কর তরীখান ॥

মনের হিংসা-নিন্দা কাঠ কাটে গুরো আঁটো
শুদ্ধ রসের কর পাটাতন
শ্রদ্ধা দিয়ে ছই বানায়ে
নাড়ীতে গুন- মাস্তল গা'ড়ে
কপির কর সৃজন ॥

(ওরে) ধর্মের নামে বাদাম দিয়ে চল রে
যেথায় মানুষ-রতন এবার।

মানুষ রত্ন-জনা কাঁচা সোনা
জীবন থাকিতে চর্মচোখে তা দেখলাম না,
ভোলাই বলে উর্ধ্বরতি[১] জ্বালাও বাতি
তবে ঘুচবে মনের অন্ধকার ॥

৭২

মুরশিদ-বস্তু চিনলিনা রে মন
চিনলে পরে দুঃখ হরে, পালায় রে শমন ॥

মুরশিদ চিনলে হয় নবী চেনা
নবী চিনলে যায় খোদাকে জানা,
নইলে হবি জন্ম-কানা
বিফল তোর মানব জীবন ॥

১। রতিকে উপর দিকে চালনা করা।

মুরশিদ হয় গো আলীজনা[১]
ওয়ালীয়েম মোর্শেদা[২] সে-না
কোরান বিছে তাই দেখ না
কেন অন্ধ-পথে কর ভ্রমণ ॥

লালন সাঁইজীর চরণ ভুলে
ভাস্‌ছে ভোলাই কুলে কুলে,
কেবা তারে লবে তুলে
পাইনে কোন অন্বেষণ ॥

১। আল্লাহ্‌র প্রিয় জন। ২। শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক।

৭৩

গুরুপদ চিন্তা যেজন করে
কাল শমন কি তারে ছুঁতে পারে ॥

তন্ত্রশাস্ত্রে শুনি গুরু ব্রহ্মময়
গুরু বিনা ভবপারে কে গেছে বোঝা যায়
গুরু বস্তু ধন চিনে নেও এখন
থাকিতে জীবন এ সংসারে ।।

প্রেম রসে মত্ত যারা
ডোবেনা তার রসের তারা
সু-ধারায় চলেছে তারা
থাকে গুরুর রূপ নিহারে ।।

অনুরাগের সাজ.ইয়ে তরী
সে রাখে প্রেম কাণ্ডারী
কি করবে কাম কুম্ভীরে
শমনে না ভয় করে ।।

প্রেম সাগরে সে মীন ধরা
শুদ্ধ রসের রসিক যারা
সুখ সাগরে যায়না তারা
কি করবে কাম অজগরে ।।

হাসেন আলীর এহি বচন
সেকেন আলী তুই কর গা করণ
এই-ই রূপে দিয়ে নয়ন
পড়ে থাক গা শুঁড়ির ঘরে ।।

৭৪

তোরা কে গো যাবি ফুল বাগানে
আমার সনে আয়।

গুরুর সঙ্গে যুক্তি করে
তুলব ফুল মধুপুরে
মদনকে দূরে রেখে
ভ্রমরে কি দংশে তায়॥

মন ভ্রমরা তুমি অলি
ফুল ফুটেছে নবকলি
জোয়ারে যৌবন-গাঙ্গে
দেখ পুষ্প ভেসে যায়॥

রসিক প্রেমিক হলে
মেলে ফুল ভাগ্য ফলে
অমূল্য রতন জ্ঞানে
হৃদয়েতে রেখে দেয়॥

সেকেন আলীর হয় না দিশে
ভাবি কেবল বসে বসে
হাসেন আলীর কৃপা হলে
তবে মম ভাগ্য হয়॥

৭৫

শুদ্ধ ঈমান হলে আখেরে কষ্ট পাব না।
শুদ্ধ ঈমান কবে হবে
সেইদিন মনের ময়লা দূরে যাবে,
শাস্তি হবে হিসাবকালে
মাথা ঠুকলে তা সারবে না ॥

নারাণ নাথ গুরুর শুদ্ধ ঈমান
আমার সাধু সেবাতে পান করে দান,
মাসে মাসে বাড়াক ভগবান
আমার মনের এই বাসনা ॥

গোপাল সাঁইয়ের চরণদাসী
থাক্ গা ভাদু দিবানিশি
খাও গা চরণ ধুয়ে ধুয়ে
চাতুরী তোমার খাটবে না ॥

৭৬

দিন গেল দিন গেল বলে ডাক রসনা।
মিছে কাজে দিন ফুরাল তাকে মনে থাকেনা ॥

গুরুসেবা দিতে কাতর হলে
গুরু স্থান দিবে তার পশুকুলে,
গুরুপদে মতি হলে
তার কোন ভাবনা থাকবে না ॥

জাত-কুল বিষয়-ধন বিশ্বাস করে
আসতে হবে ঘুরে ঘুরে,
তার নেকি আখের সুখী হবে
বদির কষ্ট থাকবেনা ॥

গোপালের ঐ চরণদাসী
থাক্‌গা ভাদু দিবানিশি
খাও গা চরণ মধু ধুয়ে ধুয়ে
চাতুরী তোমার খাটবে না ॥

৭৭

নবী আমার দীনের রাসুল
নবীর নাম যায় না যেন ভুল।
বিছমিল্লার[১] বীজে, কুল্হু আল্লার[২] গাছে
পঞ্চনূরী[৩] বসে ডাক্ছে, রব্বানা রব কুল॥

প্রথমে ছিলেন আল্লার নূর
দুয়োমে তৌবার ফুল,
ছিয়মে ময়নার গলার হার
চৌঠাতে সিতারা নবী, পঞ্চমে ময়ূর॥

সেই নবী আওলে এসে হয় মূল
তাই হতে ফুট্লো রে চার ফুল,
চার ফুলে দুনিয়া আলো
হাতেম ভেবে না পায় কূল॥

৭৮

ভাবনা ভাবলিনা রে ও মন ভোলা
ঘরের চাবি পরকে দিয়ে
হয়েছে কাম-মাছের চেলা॥

কামিনী কাঞ্চনের লোভে
ভুল হলো তোর মূল সাধনে
নফীয়েজবাত[৪] জেকের বিনে
খুলবে না প্রেমের তালা॥

---

১। আল্লাহর পবিত্র নামে। ২। সুরা এখলাসের কথা বলা হয়েছে। ৩। পাক-পাঞ্জাতন হজরত মুহাম্মদ (দঃ), হজরত ফাতিমা, আলী, হাসান, হোসেন। ৪। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—এই জেকের।

শুদ্ধরসে হয় ভক্তির স্থিতি
যোগ সাধনা কর যদি,
তবে হবে শুদ্ধ মতি
দেখতে পাবে নূরের আলা ॥

সুলতান সাঁইয়ের আদেশ গুণে
হাতেম বর্ত মূল সাধনে,
নফীয়েজবাত জেকের বিনে
খুলবে না প্রেমের তালা ॥

৭৯

আমি কি দিয়ে মন বুঝাব কার,
কার কাছে যাব
আমার চাঁদির বাসনে জং ধরিল,
আমি কি দিয়ে তাই সাজিব।

আমার মন হয়েছে অতি দুর্বল
দিনে দিনে হচ্ছে বেহাল,
খোদার প্রেমে আসেনা খেয়াল
আমি তার উপায় কি করি।

আমার সঙ্গেতে রিপু ছয়জনা
তারা সদাই দিচ্ছে কুমন্ত্রণা,
ভুলাতে করে ছলনা,
তার সন্ধান কোথায় পাইব ॥

আমি যে একরার[১] করে এলাম,
সে সব কথা ভুলে রইলাম
হায় আমি কি করিলাম,
আমি কি এমন দিন আর পাইব ॥

হারান বলে, গেল বেলা
ছাড় রে মন, ভবের খেলা
মাবুদ নাম জপ দু'বেলা
আমি যে নামে উদ্ধার হবো ॥

৮০

মনেরে বুঝাব কত
বুঝালে বোঝেনা এ মন
বদ কাজে হয় রত ॥

---

১। অংগীকার।

সত্য কথা আর সৎ কাজে
একেকালে মন যায় না যে,
রইলো কু-পথে মজে
তার কুচিন্তা যত ॥

সোজা পথে থাকতো যদি
গুরুপদে র'ত মতি,
হত না আর দুঃখ স'তি
সইবো কেমনে এত ॥

হারান বলে কাতর ভাবে
কেমন করে পারে যাবে
মুরশিদ বস্তু নিষ্ঠা হবে
পাপ করেছি শত ॥

৮১

ওহে, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে তোমারে ॥
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে
ওহে, আমায় কি পার করবে না হে, আমায় অধম বলে,
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥

যাদের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল,
তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে,
আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে
তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবারে ॥

শুনি কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার
আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে,
দয়াময় নামে ভরসা বেঁধে হে
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥

আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল
তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে,
তাই অধমতারণ[১] বলে ডাকি হে
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকূল সাঁতারে পাথারে ॥

৮২

অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি।
কাঁদলে নির্জনে বসে, আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপরাশি।
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্যশশী ॥

যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি
আবার রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায়, ঝলক লাগি হৃদে আসি ॥

---

১। পাপীকে উদ্ধারকারী।

হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী
ওরে তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে কু-বাসনা মেঘরাশি ॥

কাঙ্গাল কয়, যে জন মোরে দয়া করে, দেখা দেয় রে ভালবাসি,
আমি যে সংসার ভুলিয়ে, তাঁয় প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি ॥

৮৩

তুমি কি খেলা খেলিছ ভবে,
কে তা বুঝবে ভেবে।
কে তা বুঝবে ভেবে হায়
বুঝবে ভেবে অনুভ.ব ॥

আমি আমি বলি আমি,
আমি কি বুঝিলে আমি,
আমি কে তা বুঝলে আমি হায়
তুমি কি তা বুঝতে ভবে ॥

আমি আমি বলি আমি,
আমি কি বুঝিনে আমি,
'আমি' কে তা বুঝলে আমি হায়
তুমি কি তা বুঝতে তবে ॥

মাটির ঘরে থেকে আমি,
ভাবছি একঘর মানুষ আমি,
এই মত কি থাক্‌বে আমি হায়
এ ঘর ছেড়ে যাব যবে ॥

এ জগৎ ভাবি যে সময়
আমি যে ধূলিকণাও নয়,
দীনহীন কাঙ্গাল কয়, হায়
কিসের অহঙ্কার তবে ॥

৮৪

আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়
কোথা গেলে পাব তাঁয়,
তাঁরে না হেরে প্রাণ কেমন করে
হিয়া আমার ফেটে যে যায় ।

আমি সযতনে যে রতনে
রাখিলাম পুরে হিয়ায়,
আমায় ঘুমের ঘোরে চুরি করে
সে রতনে কে নিল রে হায় ॥

সে জন ছিল হৃদে, নয়ন মুদে দেখিতে
তার আঁখি যে চায়;
সকল ঘর হাতড়ায়ে নাহি পেয়ে
জলে যে অমনি ভেসে যায় ॥

আমার ব্যথার ব্যথিত, এমন সুহৃদ্
বল কেবা আছে কোথায়,
ও সেই হারাধনে ধরে এনে
দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায় ॥

৮৫

ফকীরের সজ্জা ধরে, বিলাস ছেড়ে,
নাচে কি মন ইচ্ছা করে ।
যিনি হন জগৎস্বামী অন্তর্যামী,
তিনি জানেন সব অন্তরে;
তিনি যে নাচান সদাই, নাচি রে তাই,
নইলে নাচ্‌তে পা কি সরে ॥

কাটিয়ে মনের ধাঁধা, সংসার বাধা
ফকীর হয় যে ফিকির[১] করে,
সে জন জেনেছে রে তার কাছেরে,
ফকীর হয়ে লোক কেমন করে ॥

কাঙ্গাল কয়, নাম মহিমায় বোবা গান গায়,
পাথর লোহা গলে যায় রে;
ও তার দৃণ্টান্ত হেথা দেয় যথা,
আমার কথা স্মরণ করে ॥

৮৬

মনে না বিবেক হলে ভেক[১] লইলে
কেবল রে তার বিড়ম্বনা,
মনে তোর টাকাকড়ি, কোঠা বাড়ী
কিসে হবে সেই ভাবনা ॥

বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা
দেখে তো ভাই সে ভুলবেনা,
বাহিরে মুড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা
মনের মধ্যে কুবাসনা ॥

তাইতে মাগীর তরে ভিক্ষা করে বেড়াও
আসল ঠিক থাকেনা,
কাঙ্গাল কয়, কুবাসনা মনের মধ্যে
থাকলে না হয় উপাসনা।
যদি বৈরাগী হতে ইচ্ছা তবে
ছাই কর ভাই কু-বাসনা ॥

---

১। চাতুরী ১। ফকিরী পোষাক।

৮৭

বাসাবাড়ী পাকা করা কি ঝক্‌মারী।
কম গেলে দু'দিন রইতে নারি ॥

জীবের দেহ কাঁচা বাসা, ক্ষণ নাহি ভরসা
তবু পাকা করে আশা করি,
কালের স্রোতে দিলে টান, পাকা কাঁচা সমান
যখন ওঠে মৃত্যু-তুফান ভারি ॥

গাঁথি ইট পাথর পোস্ত, পাকা বন্দোবস্ত
করলে যে সমস্ত কোঠাবাড়ী,
কালের ভূমিকম্প এসে, সকল পড়ল খসে
এখন থাকবি কিসে দেখ বিচারি ॥

জীবের বাড়ীঘর আছে, ভেবে কি দেখিছে
গোলক[১] মাঝে নিত্যানন্দপুরী,[২]
যদি যাবি সেই বাড়ীতে, হবে রে ছাড়িতে
বিষয়-বাসনা-মায়া-নারী ॥

আমি কাঙ্গাল এমনি বোকা, কাঁচা করি পাকা,
এখন তাতে দেখি বিপদ ভারি,
কোথায় হরি দয়াময়, এ বিপদ সময়
দয়া করি দাও হে চরণ-তরী ॥

৮৮

শূন্য ভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর।
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমানভাবে নিরন্তর ॥

---

১। বৈকুণ্ঠ ২। স্বর্গপুরী।

কমলের সহস্রদল,
তাতে বিরাজ করে সোনার মানিক, কি বা সে উজ্জ্বল,
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে সেই হয়েছে দিগম্বর[১] ॥

কমলের ডাঁটিতে কাঁটা
আবার ছয়টি সাপে জড়িয়ে ধরে করেছে লেঠা,
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর ॥

ফিকির চাঁদ ফকীরে বলে,
সেই সাপকে ধরে বশ করেছে যে জন কৌশলে,
কেবল সে পেয়েছে নিজের কাছে, সোনার মানিক মনোহর ॥

৮৯

সবে হচ্ছে পার, যাচ্ছে এক খেয়ায়।
একি চমৎকার, কেহ কার ছোঁয়া পানি নাহি খায় ॥

এক খেয়ারি তলিয়ে নৌকায় সকল জাতের পারে লয়ে যায়,
এক আবার সবাকার, তবু জাত বিচার দেখায়।

এক নদীতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আদি করছে জলপান,
কেউ জল তুলে, কেউ ছুঁলে, অমনি ঢেলে ফেলে দেয় ॥

এক বাতাসে সবাই করছে বাস, সেই বাতাস আবার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
তবু বিশ্বাস নাই, এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায় ॥

এক সূর্যের আলোক পায় সবাই, আঁধার নষ্ট এক চাঁদের জোৎস্নায়,
তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব, প্রেমভাব নাই দুনিয়ায় ॥

কাঙ্গাল বলিছে, সকলেই সমান, সবে মুখে বলেন কাজ না দেখান,
বিনে তত্ত্বজ্ঞান[২] বহ্মজ্ঞান,[৩] ভেদজ্ঞান[৪] কভু না যায় ॥

---

১। বিবস্ত্র, শিব। ২। তত্ত্বাববোধ, প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি। ৩। ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্ব সম্পর্কে বোধ। ৪। পার্থক্যবোধ।

৯০

দেখ ভাই জলের বুদবুদ, কিবা অদ্‌ভুত,
দুনিয়ার সব আজব খেলা।

আজি কেউ পাদশা[১] হয়ে, দোস্ত লয়ে,
রংমহলে করছে খেলা ॥
কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হয়ে,
সার করেছে গাছের তলা ॥

আজি কেউ ধন গরিমায়, লোকের মাথায়,
মারছে জুতোর এরিতলা।
কাল আবার কোপ্‌নী পরে টুক্‌না ধরে,
কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা ॥

আজ রে যেখানে শহর, কত নহর,
বসিয়াছে বজার মেলা।
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি,
করছে রে তরঙ্গ খেলা ॥

কাঙ্গাল কয়, পাদ্‌শা উজির, কাঙ্গাল ফকির,
সকলি ভাই ভোজের খেলা।
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও,
ধর্ম্মকে কর না হেলা ॥

৯১

এ দেহের গরব কি রে, বিচার করে দেখ একবার নিজের মনে।
ওরে যার সকল অসার, সৌন্দর্য তবে বল শুনি রে কোন্‌স্থানে।
রক্ত আর মাংসপিণ্ড, মলভাণ্ড, জড়িয়ে নাড়ির সনে ॥

---

১। দেশের রাজা।

এ দেহ হাড়ে জোড়া, দড়িদাড়া, ঢাকা চামড়ার আবরণে,
দেখ্ আবার তাতেও রে ভাই, বিশ্বাস নাই, নষ্ট হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে ॥

ওরে ভাই দেহের মত, দেখিনা ত, নিমকহারাম ত্রিভুবনে,
যতন যে করে এত, সে ত সঙ্গে যায়না মরণ দিনে ॥

কাঙ্গাল কয়, দেহ অসার, হয় রে সু-সার, সার-বস্তুর অন্বেষণে,
তারে না তত্ত্ব করে দেহ ধরে ম'লেম ব্যাধির তাড়নে ॥

৯২

আমি করবো এ রাখালী কতকাল।
পালের ছয়টা গরু ছুটে,
করছে আমায় হাল-বেহাল ॥

আমি সোজা পথে যদি নিতে চাই,
তারা ঘুরে ফিরে বাঁকা পথে চালিয়ে সদাই;
আমি যদি যাই তাদের ফিরাতে,
তারা ছুটে দলায় ক্ষেতের আল্ ॥

তাদের বাঁধিলে আর বাঁধা নাহি যায়,
এ যে রাতচোরা গরু ছ'টা রাখা হলো দায়,
তারা খোয়াড় ভেঙ্গে পালায় সদাইরে,
খন্দ খেয়ে আমায় খাওয়ায় গাল ॥

আমি গাদা করে নাদা পূরে রে,
কত যত্ন করে খোল-বিচালি খেতে দিই ঘরে;
তারা ছ'টা যে গু-খেকো গরুরে,
তারা নরক খায় রে হামেহাল ॥

কাঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে, তোমার রাখালী নেও,
আর পারিনা গরু চরাতে,
আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে
আমায় তাই কর দীন দয়াল ॥

৯৩

আমি কে, আমায় কে বা চিনেছে।
আমি ঐ খেদে যে কেঁদে মরি
আমায় সবাই ভুলেছে ॥

আকাশ পাতাল সমুদয়, কোথা আমি ছাড়া নয়
আমি ছাড়া হলে অমনি হয়ে যেত লয়,
আমি নাই রে যথায় এমন স্থান
এই জগত ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় আছে ॥

যারা চেনেনা আমায় তারা বলে সর্বদায়
কিছুদিন পরে আমি রব না হেথায়,
আমি হেথা ছেড়ে যাব যথা
আমি সেখানেই ত রয়েছে ॥

কেমন ছলনা মায়ার ভুলায়েছে সবাকার
ফিকির চাঁদ সেই ধাঁধায় পড়ে দেখিছে আঁধার;
ভুলে আত্মতত্ত্ব[১] সংসার লয়ে
কেবল আমার আমার করিছে ॥

৯৪

বর্তমান মাসের শেষে হবে দেশে
দারুণ একটা জুলমত[২] এবার,
থাকবে না মানুষ গরু, শিষ্য-গুরু
মোটা সরু যত প্রকার ॥
বাদশা কি রাজা-রুজরো,[৩] পাঁজি-পুঁজরো,[৪]
সকল কুঁজরো[৫] ঠিক করিবার ॥

---

১। আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান ২। অত্যাচার ৩। শাসক ও শ্রমিক ৪। গ্রন্থাদি, পুঁথিপত্র ৫। বাঁকা স্বভাবের লোক।

থাকবে না মুটে মুজুর, কর্তা হুজুর
বালক বাছুর এ দেশটার,
থাকবে না দারোগাগিরি ম্যাজেস্টারি
গবর্নরী মানবে না আর ॥

উল্টাবে এ তিন সংসার সব একাকার
থাকবেনা রে আচার-ব্যভার,
বামুন কি কায়েত কামার, মুচি চামার
থাকবে না আর জাতের বিচার ॥

ফিকির চাঁদ ফকীরে কয়, দালান কোঠায়
বাঁচবার জো নাই ভাই রে এবার,
আছে আর এক সদুপায়, দীন দয়াময়
ডাকলে পরে পাবি নিস্তার ॥

৯৫

কোথা থেকে এ সব আসে আবার কোথা চলে যায়।
ও তা ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে, ভাবনা শেষে ভাবনা পায় ॥

ভাই রে বট গাছের বীচি, ও তা নিতান্ত কুচি
তার ভিতরে খুঁজলে পরে জল একটু রতি,
যদি মাটিতে পড়ে দু'দিন পরে, সেই রতি জল আসমানে ধায় ॥

ভাই রে রক্ত আর বীজ, ও তা দুজনের দুই চিজ
ও তা জানে শুনে লোকে, কিন্তু হয়না তোর উদ্দিশ,
আবার চিত্রকরে চিৎ করছে, রং করে শুঁয়ো পোকায় ॥

ফকীর ফিকির চাঁদ কয়, একি কথার কথা হয়
ওরে বাবার বাজী বোঝা কারু সাধ্য নয়,
একবার ডুব দে রে মন ভব সাগরে, সাঁতার দিবার কাজটি নয় ॥

# পাবনা

পাবনা থেকে গোঁসাই রামচন্দ্র, গোঁসাই রামলাল, কৃষ্ণলাল, অতুল গোঁসাই, রাজকৃষ্ণ ক্ষ্যাপা, ঠাকুর দাস ও নবীন গোঁসাই-এর ভাব সংগীত গুলো (৯৬—১৩১) সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব জাহাঙ্গীর খান ইউসুফ জাই, গ্রাম-রোহাই পুকুরিয়া, ডাকঘর-মীর-কুটিয়া, জেলা-পাবনা।

### গোঁসাই রামচন্দ্র

৯৬

ভব-সিন্ধু সেতু বন্ধ ক'রে হও রে পার।
গুরু-উপাসনা ছাড়া পার হওয়া হবে ভার ।।

যেমন রাম অবতারে
সীতা লয় হ'রে,
সীতানাথ উদ্ধারিল বাঁধি জলধিরে।
রাম রাবণকে নিধন ক'রে তখন করিল উদ্ধার ।।

রেচক[১] পূরক[২] স্তম্ভন[৩] দিয়ে
নদী করে বন্ধন
প্রেম-ভক্তি খুঁটি তার
কর স্থাপন!
হেলে দুলে যাবে চলে,
কি করবে তুফানে তার ।।

সে নদী অত্যন্ত গভীর
আছে কামরূপী কুম্ভীর,
বাঁধলে সাঁকো সে হবে ভেকো[৪]
গুপ্ত হবে নীর.
সেথায় আছে লোভরূপ রাঘব,
ক্রোধরূপ হাঙ্গর আর ।।

সুদৃঢ় শ্রদ্ধা দড়িতে
ধরা বাঁশ বাঁধ তাতে,
গোঁসাই রামলাল বলে,
রামচন্দ্র যাও ধ'রে হাতে।
যেমন শূন্যাকারে বেঁধে
বাজি করে রজ্জুর উপর ।।

---

১। প্রাণায়াম কালে দেহস্থ প্রাণবায়ু নিঃসারণ। ২। প্রাণায়াম কালে শ্বাস গ্রহণ। ৩। গতিহীন অবস্থায় বর্তমান থাকা। ৪। হতবুদ্ধি।

৯৭

মহৎ-পদরজ অভিষেক ভিন্ন
ঘোচেনা তার মায়া মুগ্ধ,
আধ্যাত্মিক তাপত্রয়[১] দগ্ধ
কার বা এমন আছে সাধ্য,
এ দায় করে উত্তীর্ণ ॥

হোম,[২] যজ্ঞ,[৩] ব্রত[৪] আদি
করে কেহ নিরবধি,
সন্ন্যাস[৫] ধর্ম জন্মাবধি
করে বেদ-পঠন।

কেউ দিতে নারে শুদ্ধ ভক্তি
ঘোচেনা ভব-দুস্কৃতি,
কিঞ্চিৎ সাধু-সঙ্গে হলে মতি
ঘুচ্‌বে তোর দীন-দৈন্য।।

অষ্টপাশ[৬] মহাফন্দি
সে ফাঁদে তুই রইলি বন্দী
সে ফাঁদ কেবল খোলার ছন্দি
আছে সাধুর ঠাঁই।

সে ফাঁদ খুললি নে তুই মনে করে
সাধু-গুরুর চরণ ধ'রে,
কেবল ইন্দ্র বলে আচরণে
এ দেহ করলি জীর্ণ ॥

---

১। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আধিভৌতিক—এই ত্রিতাপ ২। দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্রাদি পাঠ ক'রে অগ্নিতে ঘৃতাদি ক্ষেপণ ৩। পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান ৪। নিয়ম করে যে ধর্ম-কর্ম করা হয় ৫। সংসার ত্যাগ ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ ৬। আট প্রকার বন্ধন।

একদিন নারদ ঋষি মুনিবর
দেখে এক ব্যধের অনাচার,
বহু পশু করে সংহার
দণ্ডায়ে বৃক্ষের তলে।

মুনি ঘুচাইতে ব্যাধের ব্যাধার্থ
শিক্ষা দিলেন ভাগবত-তত্ত্ব,[১]
দেখো কি সাধু-মাহাত্ম্য
ব্যাধ হয়ে হ'ল ধন্য ॥

অংগ ধূলি নে তুই পাদোদকে[২]
রইলি কর্মবন্দী পাকে
নিষিদ্ধ আচরণ পাপোদকে
ডুবলি নিরন্তর ॥

রামলাল বলে কোন ভাগ্যবান জীবে
এই অভিষেক তাই সম্ভবে,
ওরে রামচন্দ্র তুই কিসে পাবি
দেখি তোর সকল শূন্য ॥

৯৮

চৈতন্য-প্রেম কল্পবৃক্ষ এসেছে এই নদীয়াতে
রাধার হৃদ-কমলে যে ফল ফলে,
সে ফল ফলে গৌরাঙ্গেতে ॥

তার দুই শাখা—অদ্বৈত,[৩] নিতাই[৪]
উপ-শাখা তার লেখা নাই কতজন,
নবপুরী নয়টি শিকড় বিলক্ষণ।

---

১। ধর্মশাস্ত্রের গূঢ় বিষয়। ২। চরণামৃত। ৩। চৈতন্যদেবের বিখ্যাত সহকারী। ৪। নিত্যানন্দ।

তার শ্রীচৈতন্য মূল স্কন্ধ
প্রেমফল ফলে আনন্দ,
সেই ফল খেয়ে জগদানন্দ[১]
আনন্দেতে আছে মেতে।

পঞ্চম পুরুষার্থ সে প্রেম ফল
ভুক্তি-মুক্তি সব রসাতল,
তার এমনি ফল, তার গন্ধেতে হয় চতুর্বর্গ ফল।
তার এক বিন্দু করলে পান
প্রফুল্লিত হয় তনুমন,
হাসে কাঁদে গায় গুণগান
ইতিউতি ধায় প্রেমেতে॥

পাপপুণ্য ফল তথায় দৈন্য
যে ফল খেয়ে সবায় শূন্য
এক কালে!
গোঁসাই রামলাল বলে
কি করবে তাহার কালে,
সে ফল শুদ্ধ সুধা পঞ্চামৃত[২]
খেলে জ্বরা ব্যাধি যেত,
ওরে রামচন্দ্র তোর কি কু-নীতি
একদিন খেলিনে শ্রদ্ধাতে॥

৯৯

সংসার-বৃক্ষাত,[৩] পত্রং পততি,[৪] কত শত পতন্তি,
হরি না ভজিয়ে কেবল আসা-যাওয়া সত্যি।

আদি ব্রহ্মা বৃক্ষেরই মূল
অধঃ শাখা ব্রহ্মা আদি স্থূল,
অধঃশাখা কনিষ্ঠ জীবন, অগণন অতুল।

---

১। শ্রীকৃষ্ণ। ২। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা—অমৃততুল্য এই ৫
৩। সংসার-রূপ গাছ থেকে। ৪। পাতা ঝরে পড়ে।

তার শব্দ-গন্ধ-পুষ্প-পাতা
পাপ-পুণ্য ফল ধরে তথা,
জীব আছে সেই ফলে রতা,[১]
খেলে হয় অধঃগতি ॥

অবিদ্যা[২] নিবিড় বনাত্,
কামের ব্যাঘ্র থাকে তার সাথ্
হিংসা-নিন্দা শৃগাল আদি থাকে তার পশ্চাত।
তথা ধর্ম-রূপ এক গাভী থাকে
সে গাভী প'লো বিপাকে,
ঘৃত-দুগ্ধ বিনেশ্বতি ॥

বৈষ্ণব চক্রের দ্বারে
কামের ব্যাঘ্র ছেদন করে,
কৃষ্ণ ভুলি জীব ঘুরে ফিরে মরে।
গোঁসাই রামলাল বলে, পাপান্ধ কুপথ,
সে গৃহীত জগৎ, রামচন্দ্র তুই পাপে পাপাত্
কৃষ্ণ প্রেম নপুংসতী ॥

১০০

সাধ্য কার আপন জোরে যেতে পারে ভবপারে।
গুরু-কৃষ্ণ যারে কৃপা করে সে-ই যেতে পারে 'পারে' ॥

ভব-নদীর মধ্যস্থলে
চুম্বক পাথর সদায় খেলে,
তার আকর্ষণে গলুই খ'সে
অমনি তরী যাই গো ফেঁসে
দাঁড়ি মাঝি ভাবে বসে
দিশেহারা সেই নীরে ॥

---

১। কর্মব্যস্ত। ২। যা আত্মা নয়, তাকে আত্মা বলে জানা

যে নদীতে দৃষ্টি যায় ভুলে
সে ইষ্ট-নিষ্ট সব হারায়ে ফেলে,
কটাক্ষে তার তরী পড়ে পাঁকে
এক চাপনে খণ্ড করে ॥

যে নদীর হাওয়া বুঝে তরী ছাড়ে
পাল-গুন তার ছেঁড়ে না রে,
সে জন সুজন ডংকা মেরে
চ'লে যায় পারে ॥

গোসাই রামলাল বলছে ডেকে
কামী-লোভী পড়বে পাঁকে,
রামচন্দ্র শোন বলি তোকে
ভাবে ডুবলে যাবি ভবপারে ॥

## গোঁসাই রামলাল

১০১

মানুষের অঙ্গ ধরে চল রে।
মানুষ তো অমূল্য রতন সাধন করে নে রে ॥

অসাধ্য সাধন নইলে, মানুষ রতন নাহি মেলে
গোপী[১] অনুগত হইলে মিলিবে তারে ॥

মহতের গোপনের ধন, হৃদপদ্মে পদ্মের আসন
পদ্মে পদ্মে করে ভ্রমণ, দ্বিদল[২] ভিতরে ॥

গোপী অনুগত ভিন্ন, সন্ধান না জানে অন্য
চার যুগেতে মান্যগণ্য, সাধকের ঘরে ॥

দ্বিদলেতে নিহার রেখে, সেবা দিবে পঞ্চভাবে[৩]
গোঁসাই রামলাল বলে, দেখ্‌বি চক্ষে স্বরূপ নিহারে ॥

১০২

দিনের খবর রাতির খবর করা সামান্যে না হয় কখন।
ইহার কয়জন ঘুমায়, কয়জন চেতন রয়, কয়জন দেখায় স্বপন ॥

কয়দিন আমাবস্যার রাতি, কয়জন বসে জ্বালায় বাতি,
কয়জন কও তার আসে সতী, কয়জনেই বা হয় মিলন ॥

বাতি জ্বলে পাতালেতে, আলো করে আকাশেতে
দিবা ঘোরে কোন্‌ পাকেতে, বাতির হয় কে মহাজন ॥

সামান্য কাজ নয় রে পাগলা, না জানিলে ঘটবে জ্বালা,
গোঁসাই রামলাল কয় তার অজান খেলা সুম্‌জে কর সাধন ॥

---

১। গোপনারী, ২। দু'টি দল বিশিষ্ট, ৩। শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর।

১০৩

সামান্যে কি জানতে পায়।
যে নামেতে চার যুগেতে, ভবে শমনজ্বালা দূরে যায়॥

দয়াল নিতাই অবতারে, হরিনাম বিলায় দ্বারে দ্বারে,
সে ত জেতের বিচার নাহি করে, বিনা মূল্যে দেয়॥

শুনতে পাই এই ভবের পরে, হরিনামে কতই গেছে ত'রে
আমি সে কথা আর বলব কারে, কথা না বলিলে নয়॥

নিতাই নামে জগৎ তরাইলো, তাইতে দয়াল নামের ধ্বনি হইল,
তবে গুরু ভজন কিসে বল, এস পথের পরিচয়॥

এমন দয়াল ভবে ফেরে, তবে জীব কেন যায় নরকপুরে,
গোঁসাই রামলাল বলে ভাবের ঘরে, এ কথা ভাব ছাড়া তো নয়॥

১০৪

মহারাগে সাধন করব তবু তোমায় ছাড়ব না
দু'নয়ন প্রহরী রেখে পুরাইব বাসনা॥

দেহ-মন দান দিয়ে, বিরলে বসব গিয়ে,
বিষয়জ্বালা ত্যাজ্য করে দ্বারি হব রে।
দিন-রজনী বসে থাকব, কোনোদিকে পথ না রাখব,
গোপনেতে তোমায় হেরব, কারও হাতে যাব না॥

দীনের অধীন হয়ে রব, জরা-মৃত্যু সার করিব,
নবদ্বারে কপাট মারব, গোপনে ধরব,
খাটবেনা আর ছলচাতুরী, যদি হাতে আনতে পারি
কেমন করে কর মনচুরি, এবার বুঝি আর খাটবেনা॥

শুনেছি যে শাস্ত্রে বলে, মহা নদী উথলিলে,
সাধকেরই নৌকা টলে বেহুঁশের হালে,

ঐ প্রকারে সবাই মরে, কেহ পারে যেতে নারে,
শক্ত ক'রে হাল যে ধরে, তাহার বিঘ্ন হবেনা ॥

সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, চার যুগের ভজন বলি,
যেই ফলেতে দ্বিজকুলি, আমি কাঙালী,
গোঁসাই রামলালের অন্তরের কালি, এবার ধোলাই করে ফেলি,
স্বরূপ সঙ্গে করব কেলি, গৌরব তোমার রাখব না ॥

১০৫

আমার অনুমান হয় দুই হরি।
বর্তমান ভজন করতে না পারি ॥

কলিকালে হইল দুই দল, ঈশ্বর-আত্মার পৃথকভাবে জগৎপালন,
তাই ত নিঃখল পথে করে গণ্ডগোল, দেখ উভয় পক্ষের ঐরী ॥

হিন্দুতে বলে জগন্নাথ গোঁসাই, মুসলমানে বলে আমার-আল্লা-হযরত-সাঁই,
তাইতে মান-অপমান রইলো নারে ভাই, তাইতে হলোরে এই একাকারি ॥

নিরাকার ধনের ধনী নয়, গোলমালে সাধন করলে কী-মানুষ বর্ত্ত হয়,
রবির রঙ্গে তিন প্রমাণে পাই, তাইতে অনুমান নষ্ট করি ॥

স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল তিন মানুষ, এই তিন মানুষের কর্তা তিনটি পরম পুরুষ,
গোঁসাই রামলাল বলে চিনে নে রে হুঁশ, এবার বেঁহুশোরে যায় চুরি ॥

১০৬

ক্ষ্যাপা মানুষ আছে নিকটে তাই দেখ্ না।
ও সে মানুষ মানুষ সবাই বলে, কে করে কার ভাব্ না ॥

আপন করে খুঁজলে পরে, অবশ্য মিলিবে পারে,
সহজ রূপে বিরাজ করে, সহজ হয়ে ধর্ না ॥

এমন সহজ নাই রে কোথা, ত্রিভুবন তার সঙ্গে গাঁথা,
অমূল্য ধন পাবি কোথা, সন্ধান করে দেখ্ না ॥

সন্ধানেতে মানুষ পাবি, ফাঁকার কাছে নাহি যাবি,
স্বরূপ মধ্যে নির্ণয় পাবি, প্রেম-ডোরেতে বাঁধ্ না ।
স্বরূপ রূপের দর্পণে ভাই, দরদীকে দরদে পাই,
গোঁসাই রামলাল বলে, ঐ ধন চাই, শোধ করিব দেনা

১০৭

মনের দোষ দেয় সকলে
এক মন নয়, তিন মন বসে যুগলে ॥

তিন মনেতে ছয় মনের উদয়
ছয় মনেরও পাত্র হলে দ্বাদশ বর্ত্ত হয়,
অনুমান আর দুটি বেড়ায়,
তারে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়[১] বলে ॥

বর্ত্তমান দ্বাদশ মানুষ
পুরুষ প্রকৃতি হয় প্রকৃতি পুরুষ,
দ্বিগুণেতে চব্বিশ চন্দ্র[২] হুঁশ
সে তো এই নিরূপণ করিলে ॥

আদিচন্দ্র উভয় অনুমান
ভাবাবৃত জগৎ ভুলায় দেখো বর্ত্তমান,
তাই ত ভজন পথ পৃথক প্রমাণ
আছে আল্লা-হরি দুই দলে ॥

---

১ । ক. জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক । খ. কর্মেন্দ্রিয়—বাক, পানি, পাদ, বায়ু উপস্থ । ভারতীয় মতে—মন ও আত্মা ।
২ । হাতের দশ আঙুলে দশ চন্দ্র, পায়ের দশ আঙুলে, দশ চন্দ্র, দুই চোখে দুই চন্দ্র, দুই কর্ণে দুই চন্দ্র, কপালে অর্ধচন্দ্র, মোট ২৪½ চন্দ্র ।

তিন নামের বসত নয়টি ধাম
নয়টি ধামের স্থিতি হয় আঠারো মোকাম,
আছে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল এই তিন নাম,
বলে গোঁসাই রামলাল ॥

১০৮

সবে এ প্রেম করেছে।
রামলালের অদৃষ্টে এ প্রেম দংশিছে ॥

আশা ছিল সহজ প্রেম পাব
সহজ নয় সে ত্রিভঙ্গরূপ কেমনে ধরব,
সে গিল্‌টি করা তিন ধরাতে রয়
তার ধার দেখে প্রাণ কাঁপিছে ॥

এক ধরার নিকটে উপনীত
আর এক ধরার বিক্রমেতে হয় রে বিপরীত,
যে করে আশ তার হয় সর্বনাশ
দীনের অধীন করেছে ॥

সবে বলে মহাজন বর্ত্তে
তাহার নিকটে গেলে পারবি রে করতে,
বন্ধু-বান্ধব স্বপক্ষগণে
সবার মন প্রাণ ভেঙ্গেছে ॥

ঐক্যবাক্য কারুর সনে
শিষ্য হয়ে দাগা দিলি সহে কি প্রাণে,
আমি যে প্রকার করিলাম তত্ত্ব
তিনকালে প্রাণ বধিছে ॥

১০৯

সবে বলে ধর রে মানুষ।
মানষ খুঁজতে খুঁজতে দিন ফুরাল, হলাম রে বেহুঁশ ॥

শুনেছি সেই সাধুর দ্বারে, পথের সন্ধান করে নে রে,
কোন পথেতে গেলে মনের মানুষ পাই,
সে তো পুরুষও প্রকৃতি হয়, প্রকৃতি পুরুষ
ভাবের মানুষ প্রেমের মানুষ, অবশেষে রসের মানুষ,
এই তিন মানুষের মধ্যে বল, বল তোমার কোন্ মানুষ
সে তো মানুষ মানুষ সবাই বলে, আমি কারে কই মানুষ ॥

আকার সাকার করে মন্থন, শুদ্ধ রাগে করে ভজন,
তবে পাবি মানুষ রতন, দেহেতে আপন,
সে তো আগ্‌লা ঢিলের কার্য নয় রে, আটে-কাটে হুঁশ ॥
মহারাগে খুঁজে দেখি, ভাব প্রেমের মধ্যে সকল ফাঁকি,
কেবলমাত্র রসের পাখী, সেই-ই তো মানুষ,
গোঁসাই রামলাল বলে, এক পাখী নয় তিন পাখী মানুষ ॥

১১০

সাধন করতে যাবি রে এবার
পথ কালনাগিনীর সঙ্গে দেখা হবে রে তোমার ॥

ফণী নয় সে মহাফণী, ফণী যেন শিকারিণী,
তাহার কাছে যাবেন যিনি লইতে মণি,
ও তুই যত্ন করে রত্ন-ধনকে পাবি রে সত্বর ॥

হুঁশার হয়ে করণ কর, গুণীন লয়ে চলো-ফেরো,
তবে পাবি তার সন্ধান, ওরে অবোধ মন,
নইলে কালের হাতে প্রাণ হারাবি, কি হবে রে তার ॥

নিজ ধন খরচ ক'রে, কেমনে যাবি সেই নগরে,
ভেকের স্বরূপ দেখি তোরে খুলিয়ে আঁখি।
ও তুই কেমন মজা দেখতে পাবি চক্ষুদানের ঘর ॥

পাড়ি দিতে পার যদি, ত্রিপিনের ঐ বাঁকা নদী,
ভাবনা রাখ নিরবধি, যদি দেন বিধি,
রামলাল দিবানিশি খেটে মরে, না দেন উত্তর ॥

১১১

তোরা আয় গো নদের নাগরী, আঙিনাতে আরতি করি
গোরার ভুবনমোহন রূপ হেরবো দুই নয়ন ভরি ।।

গেল দিবা এলো গো রাতি, পঞ্চপ্রদীপ জ্বালায়ে নাচে যুবতী,
মোরা বিনা সুতায় মালা গাঁথি, সাজাইব গৌরহরি ।।

কি আনন্দ আঙ্গিনার মাঝে, হরিধ্বনি জয়ধ্বনি ভক্ত সমাজে
যত খোল্‌-করতাল বাজে, বাজে বীণা বাঁশরী ।।

অধীন কৃষ্ণ কেঁদে গো বলে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিও তোমরা সকলে,
আরতির সময় কালে নিও গো সঙ্গে করি ।।

১১২

ও বাপ বলাই রে, তোরাই যা আজ ধেনু চরাইতে
আমার গোপাল গোষ্ঠে দিলে পরে
আমার কেহ নাই মা বলিতে ।।

বহুজন্ম সাধন ফলে, নীলমণি পেয়েছি কোলে,
বড় সাধনের ধন এই নীলরতন, বলাই দিব না তোমার হাতে ।।

আজ নিশীথে দেখ্‌লাম স্বপন, কালিদহে ডুব্‌লো রতন,
আমার সেই জন্যে প্রাণ কেঁদে ওঠে রে, দিবনা আর গোষ্ঠেতে ।

অধীন কৃষ্ণলালের বাণী, শুন বলাই গুণমনি,
হরপূজা ধন, মায়ের জীবন রে, দিবনা গোষ্ঠে যেতে ।।

১১৩

ও বাপ বলাই রে প্রাণ গোবিন্দ যাবেনা গোষ্ঠেতে ।।
আমার হিয়ার নিধি কালো মানিক কণ্ট পাবে পথেতে ।।

গগনে উঠেছে ভানু, চলিতে না পারে কানু,
ঘামিবে কোমল তনু, ভানুরও কিরণেতে ॥

এ ঘর হতে ও ঘর যেতে, নীলমনি যায় সাথে সাথে,
আমার নীলমনি গেলে তোদের সনে, আমার কে বেড়াবে সাথে সাথে ॥

কোটি জনম সাধন ফলে, কৃষ্ণধন পেয়েছি কোলে,
আমি তিলেক মাত্র না দেখিলে, পথ দেখিনে চক্ষেতে ।

অধীন কৃষ্ণ কেঁদে বলে, দর্শন পাই যেন অন্তিম কালে,
আমার ঐ বসনা আছে মনে রে, অন্য আশা নাই মনেতে ।।

১১৪

এ দেহের বিষয় কোন্ পদার্থ তাই আগে জান রে মনা।
মূল বস্তুর না জানলে খবর আন্দাজী ভজন হবেনা ॥

পড়ে গ্রন্থ, তন্ত্র-মন্ত্র যাগ-যজ্ঞ যত করনা,
সাধ্যবস্তুর সাধন বিনে গোবিন্দ চিনতে পারবানা ॥

এবার কৃষ্ণ ভজন করতে এলে,
নিজেই কৃষ্ণ হয়ে গেলে,
এ বিপরীত কাজ রে মনা ॥

শুধু দাড়ি চুল আর মোটা মালা,
রং কাপড়ের আল্‌থাল্লা,
কাজের বেলা করে কেবল তানা নানা ॥

গোঁসাই অমূল্য চাঁদ কয়,
ওরে অতুল পাঁজি হারায়ে পুঁজি,
চোখ মুদে ডাক্‌লে তারে পাবানা ॥

১১৫

যদি তারে পেতে চাও
সত্যবস্তু বুঝতে চাও, জানতে চাও রে মন।
যে তাহার মরম জানে,
তার চরণে শরণ লওয়া প্রয়োজন ॥

না ছাড়লে বিধিধর্ম
বুঝবিনা রাগের মর্ম
জীবের অগম্য সে পথ রে মন ॥

গৌর কিরে ঘর ছাড়িত,
শ্মশানে কি থাক্‌ত পড়ে
পাগল হয়ে পঞ্চানন ॥

গোঁসাই অমূল্য কয়
শোন্ অতুল তোরে বলি,
যার সাথে এই ভবে এলি,
মরবি তুই যে ছেড়ে গেলি,
সেই তো সত্য সনাতন,
তারে সাধন কর রে মন ॥

১১৬

এ ঘরে হলোনা আর বসত করা
এ ঘরের ছাউনী মিছে সদাই আছে জীর্ণ জ্বরা ॥

বত্রিশ বন্দেরি ঘরখানা, হলো ত্রিগুণে নির্মাণ
উঁচু নিচু তিন থাকা তার না আছে সমান,
নয় দরজা খোলা রয়, ঘরের খবর নাহি হয়
যেদিন ঢুক্‌বে রে চোর, সেই দিনে তোর কর্ম সারা,
ওরে মন তোরে বল্‌বে মরা ॥

ঘরের মেঝে ভাল নয়, সদাই শ্মশানতুল্য রয়
পঞ্চভূতের কারখানা তায়, ভূতেরই আলয়,
না আছে জ্ঞানেরি আলো, অন্ধকারে জন্ম
দীন অতুল হলো জ্ঞাননয়ন হারা,
ঘুরে ঘুরে যাবি মারা ॥

১১৭

মানুষ হয়ে মানুষ লয়ে কর্‌গা যা মানুষের লীলা
ধরবি যদি সেই মানুষে খুলে দেহের হেড তালা ॥

সত্যয় মানুষ রয়েছে, ধর গা মানুষ মানুষের কাছে
মানুষে মানুষ পেয়েছে, বৃন্দাবনের ব্রজবালা ॥

লইলে মানুষের সঙ্গ, উতালিতে প্রেম তরঙ্গ
সাক্ষী আছে শ্রীগৌরাঙ্গ কৈলাসের পাগল ভোলা ॥

সত্যয় মানুষে বসে, মানুষে মানুষ আছে মিশে
সাধন করলে পাবে দিশে, ঘুচে যাবে ত্রিতাপ জ্বালা ॥

রাজ বলে জীব দিশেহারা, হলনা তাই মানুষ ধরা
রাজেশ্বরী দিচ্ছে সারা, যোগ দিতে যোগের চেলা ॥

১১৮

একি রঙ্গ ভবে দেখি ভাই, নিরূপায় আর উপায় নাই
ভবে উল্টো করণ উল্টো চলন উল্টোতে মজে সবাই ॥
পেতে দিয়ে মায়াজাল ও, হায় কিরে প্রমাদ ঘটিলো
জীবকে অন্ধ করিল, পালায় সাধ্য নাই।
সে জাল কাটা বিষম লেঠা, আগে অনুরাগের অস্ত্র চাই ॥

পরের জ্ঞানে বুঝে ভাল, পরের চক্ষে দেখে আলো
পরের দেখায় ধরতে গেলো, তারে দেখে নাই।
শুধু সময় নষ্ট পাইরে কষ্ট তার ভাগ্যে তো হবে ছাই ॥

রাজকৃষ্ণ কয় রাগের জোরে, শাস্ত্রে কিছু হবেনা রে,
শুধু পরের চক্ষে দেখে হেরে, এ লাঞ্ছনা পাই।
আমি বেশ বুঝেছি স্বাদ পেয়েছি, ভবে না ঠেকলে কেউ শেখে নাই ॥

১১৯

সব কথা বিকাবেনা হাটে।
সত্য কথা বললে পরে শুনবে না জীব যাবে চটে ॥

ভবের হাটে এমনি ধারা, শুনা কথায় বাজার করা
দেখাটি চিনেনা তারা, শুনা ধরে এঁটে।
শুনে বুঝব সাধ্য কি তার, দেখেই বুঝা কঠিন বটে।

পূর্ব মহাজন যারা, সেইজন্য গোপনে তারা
রেখেছে ধন আছে পুরা, বের করেনা মোটে।
জীব চিনেনা অমূল্য রতন, পেলে ফেলে কেটেকুটে ॥

ক্ষ্যাপা রাজকৃষ্ণ কয় বুঝবি যখন, পড়িলে ঐ রূপে নয়ন
শুনবি নে আর পরের বচন, দেখবি আপন ঘটে।
বেদবিধি সকল ছেড়ে বসে র'বি নিরিখ এঁটে ॥

১২০

ওরে মন দিন থাকিতে স্বরূপ রূপে দে নয়ন
তবে দেখ্‌তে পাবি রূপের কিরণ ॥

মন রে, যে জন মেয়েরূপে জগতে রয়
সামান্যেতে সে রূপ দেখতে না পায়
যে জন রূপের দেশে চলে সদাই
তবে সেই তো পাবে রূপ দরশন ॥

মন রে, নিজরূপ যে সাধ্য করে
শ্রীগুরু রূপ দেখতে পারে
সে তিন রূপ ভেঙ্গে একরূপ করে
রূপে করে রূপ দরশন ॥

মন রে, গোঁসাই গোপাল বলছে বারে বারে
ঠাকুরদাস তুই ডুবে থাক্‌গা রূপসাগরে
যে জন প্রকৃতির রূপ ধারণ করে
ভবে সেই তো রূপের মহাজন ॥

১২১

মানুষ ধরা মুখের কথা নয়।
মানুষ ধরতে গেলে মরে ফাঁকি,
নিগুম ঘরে বসে রয় ॥

মানুষ ধরতে গেলে পরে
চাঁদ চকোরে আছে ঘিরে
যোগে মানুষ চলে ফেরে,
মানুষ নিত্য দেহে বারাম দেয় ॥

মানুষ ধরা মুখের কথা নয়
মানুষ কোন্‌খানেতে কোন যোগেতে
কোন ধারাতে মানুষ বসে রয়,
ও তার ত্রিধার ছেড়ে একধার ধরে
নিধারাতে মানুষ রয় ॥

গোঁসাই গোপাল বলছে বচন
ঠাকুরদাস সে মানুষ ধর্‌বি কখন
যেদিন তোর রূপে হবে রূপ দরশন
তখন তোর দেহের মধ্যে বসে রয়

১২২

ধরবি যদি অধর মানুষ, থাকতে হবে সচেতন।
শ্রীগুরুকে নিষ্ঠা করলে পাবি মানুষ দরশন ॥

মানুষ ধরা যার আদ্য কথা, শুনলে পরে ঘোরে মাথা
আছে মানুষে মানুষ জোড়াগাঁথা, করতে হয় তার নিরূপণ ॥

মানুষ বসত করে ব্রহ্মমূলে, বারাম খেয়ে চতুর্দলে
এবার দুই দেহেতে যুগল হলে, মানুষ আপনি ধরা দেয় তখন ॥

গোঁসাই গোপাল বল্‌ছে জোরে ঠাকুরদাস তুই ম'লি ঘুরে
মানুষ ধরবি আপন ঘরে, অন্য দিক দিস্‌না নয়ন ॥

১২৩

ভাবের ঘরে বসে আছে সাঁই
আমি কেমন করে তারে পাই ॥

আছে আট কুঠুরী নবদ্বারে, কোন দ্বারে সাঁই খেলা করে
যে জন হাওয়া ধরে চলে ফেরে, তার তো এবার মরণ নাই ॥

সাঁই হাওয়া রূপে বিরাজ করে, সামান্যে কি তার চিনতে পারে
যে জন পারে সেই তো ধারে, আমি সত্য করে বলি তাই ॥

গোঁসাই গোপাল বল্‌ছে সত্য করে, ঠাকুরদাস সাধন কর্‌গা হাওয়া ধরে
এতো আল্‌সে কানার কর্ম নয় রে, জেনে শুনে কর্‌সি ভাই ॥

১২৪

সে ফুল তুলবো আমি কেমন করে।
সে ফুল আছে রে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ॥

চারিটি ফুলের মধ্যে বলো, কোন ফুলেতে আমার জন্ম হলো
এমন অজান গঠন কে গঠিল, চিনলাম না একদিনের তরে ॥

এক ফুল আছে জগতে জানে, সামান্য জ্ঞানে চিনতে কেনে
সাধুজনা সে ফুল চেনে, রয়েছে জিয়ন্তে মরে ॥

গোঁসাই গোপাল বলছে বারে বারে, ঠাকুরদাস ফুল তুলবি কেমন করে
যে জন প্রকৃতি রূপ সাধ্য করে, সেই ফুল তোলে একেবারে ॥

১২৫

শুনেছি অটল মানুষ সাঁতার খেলে রাধার প্রেম সাগরে।
অন্য রূপ দেখেনা কখন, সদায় গুরুরূপ ধারণ করে ॥

যে জন গুরু রূপে সাধন করে, কাঙাল বেশে বেড়ায় ঘুরে
সেইরূপ এইরূপ মিলন করে, ও সে অজান খবর আপনি ধরে ॥

আদি মানুষ আছে রাধা, তার হাতে জগত বাঁধা
বলবা কি তার রূপের কথা, বলতে আমার নয়ন ঝরে ॥

গোঁসাই গোপাল বলছে বারে বারে, ঠাকুরদাস তোর কর্ম নয় রে
ও তুই হুশার হয়ে চলনে পড়ে পড়বিনে শমন দ্বারে ॥

## নবীন গোঁসাই

১২৬

ভাবনা রাখ নিরবধি হাওয়ার ঘরে যাবি যদি।
জীবনে সয় রে যদি দেখ্‌তে পাবি ত্রিপিনীর এ বাঁকা নদী।

ত্রিপিনীর[১] ও কূলে যাবি খুব হুঁশারী
পাক ভাঙ্গনে নিহার করে
কতজন পড়ে পাকে
ত্রিপিনীতে হাব্‌ ডুবাডুম খাচ্ছে খাবি ॥

ত্রিপিনী হয় নাভীমূলে তিনটে নালে
বিষনালে তরে সুধা চলে
তাতে দূরে যাবে একই কালে
ভব রোগ এই মহাব্যাধি ।।

আমাবস্যে-প্রতিপদে,
শুভযোগে দ্বিতীয়ার অগ্রেতে
যদি সাধবি সাধন
মিলবে রতন, বলছে নবীন বিধির বিধি।।

১২৭

যে জন জোয়ার ভাঁটার খবর জেনে
ঝাঁপ দিল ত্রিপিনীর জলে,
সে তো গহীন জলে যায় গো চলে
ভয় কিরে তার মরণ কালে ॥

সে তো ত্রিপিনীরও তিরোধারে
নিহার করে উজোন ভাটি ত্যাজ্য করে
সে তো ডুবে তাহে রত্ন তোলে
জেনতে পারে রসিক হলে ॥

---

১। ইড়া, পিংগলা, সুষমনা-এই তিন নাড়ীর সংগমস্থল।

তার শুদ্ধভক্তি নিষ্ঠারতি
হৃদ্‌কমলে নিরবধি
সে তো চিনেছে সেই গোলকপতি
প্রাণ কাঁদে সদাই পতি বলে ॥

মাঝে মাঝে যোগ-প্রবাসে
তিন দিবসে হচ্ছে জোয়ার সেই নদীতে
নবীন কয় তার দুই কূলেতে
কাম-কুম্ভীর সব ডাঙ্গায় চলে ॥

১২৮

সমাধি হইয়ে রসিক সাধনে সেধেছে সাধন ।
সাধনের মূল যে সাধন সেই যে রতন
চিনেছে এবার রসিক যে জন ॥

জল বিনে হয় চরণামৃত কি পদার্থ
তার মাহাত্ম্য যে জেনেছে,
সেই তো এবার ভবের মাঝে
জেনেছে রসিকের কারণ ॥

আগুন-পারা একই যোগে সমভাগে
নিক্তির কাঁটা সই করেছে,
রণভঙ্গ দিবেনা সে
বিক্রমে করিছে রণ ॥

ধর্ম পথে হয়ে আঁটা কিছুই বাটা
নাইকো খাদ তার একই কালে,
ঐ সাধন সিদ্ধি হলে, নবীন বলে
তার তো মেলে সেই রত্নধন ॥

১২৯

কাম সাগরে যে ডুবেছে
রসিক নাম তার ভবের পরে,
রসিক রংমহলে মফস্বলে
সেইখানেতে বিরাজ করে ।।

যুগল কিশোর নবীন মদন
কাম বীজে তার জন্ম হলো,
সে তো তিন রসের এক রসিক হলো
বিরাজ করে ঘরে ঘরে ।।

বৃন্দাবনে গোপীসনে
নিত্য লীলায় রস-বিহারে,
এ কথা বলবো কারে প্রকাশ করে
আরেক রসিক ব্রজপুরে ।।

গুরুর দ্বারে তত্ত্ব জেনে মত্ত হয়ে
রসিকের ভাব জানবি যায়া,
নইলে প্রাণে যাবি মারা
বলেছে নবীন বারে বারে ।।

১৩০

কোন সাধনে যাবে বল চেতনগুরুর সঙ্গ ধরা ।
সে তো যুগল কিশোর নবীন মদন
গরল ভাণ্ডে আছে পুরা ।।

কত গোপীগণে ঐ সাধনে
সতীর ধর্ম নাহি মানে
তাইতে নির্মল প্রেমে এ জীবনে
বঞ্চিত হয়ে আছে তারা ।।

পঞ্চভাবে ব্রজপুরী সাধলো প্যারী
ধরবো বলে সেই মুরারী,
সে ভাব বুঝতে নারে পুরুষ-নারী
তাইতে শ্যাম হয় ব্রজছাড়া ।।

শুনেছি গুরুর দ্বারে ভাব-সাগরে
ভেসেছিল সেই কেলে সোনা
বিশাখা সখী ছিল তুলে নিলো
নবীন চাঁদ ঐ চরণ ছাড়া ।।

১৩১

ঐ সাধনের মূল পদার্থ না চিনে হয়েছ ভ্রান্ত ।
ভাবিলে যুগ-যুগান্ত ভাবের অন্ত
হবে কি তোর মনের মতো ।।

বলি তোমায় বারে বারে আপন ঘরে
পূর্বধন যেন নেয়না চোরে,
তবে জয়ী হবি সাধনদ্বারে
পাবি রতন মনের মতো ।।

মনের কথা আপন মনে জ্ঞান চেতনে
থাকবি সদাই মনে মনে
যেমন ব্যভিচারীর মনে টানে
সাধন সাধ অমনি মতো ।।

আরোপ ঘরে আজব লীলা
করছে খেলা মরা বাঘে কি কারখানা
সেখানে জীবদেহ আর বার মানেনা
জেনেছে রে রসিক যতো ।।

ভেক ফণিতে এক জাগায় রয়, নাই কারো ভয়
তারা নিজে নিজে কর্ম সারে
যে জন মূল হারায়ে আসে ফিরে
সেতো এই দীনকানা নবীনের মতো ॥

# ফরিদপুর

ফরিদপুর থেকে বিহারীলাল, কালাচাঁদ পাগল, পূর্ণ ক্ষ্যাপা ও গোঁসাই গোপাল-এর ভাবসংগীত গুলো (১৩২-১৫৮) সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব নূরুল হক মোল্লা (বর্তমানে বাংলা একাডেমীতে ফোকলোর উপ-বিভাগে কর্মরত)। তাঁর ঠিকানা—গ্রাম ঃ রাজপাট, ডাকঘর—রাজপাট, জেলা—ফরিদপুর।

## বিহারীলাল

১৩২

দেহে কাম থাকিতে প্রেম হবে না।
বুঝে মন কর সাধনা ॥

কম রতি ভজনের বাদী
তাও কিরে মন জান না।
দেহে কাম থাকিতে
প্রেম কখনো জীবের ভাগ্যে ঘটেনা ॥

আপন মায়া না বুঝিয়ে
পরের মায়া কেউ বোঝে না।
পরের মায়া বুঝতে গেলে
রসিকজনার জ্ঞান থাকে না ॥

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি[১] বাঞ্ছা
কভু কারো থাকে না।
অনুগত না হইলে
স্বকীয়ার[২] ভাব রাখে না ॥

গোঁসাই তারিণী কয়, শোন বিহারী,
অবোধ রে তুই বুঝিস না।
দেহে গাঢ় ভক্তি না হইলে
প্রেমের উদয় আর হবে না ॥

১৩৩

কৃষ্ণপ্রেম তো কৈতব নয় রে, অকৈতব ধন।
আছে সুনির্মল কৃষ্ণপ্রেম জানেন ব্রজের গোপীগণ ॥

---

১। আত্মসুখ। ২। পরিণীতা পত্নী।

প্রেম পীরিতের এমনি ধারা, হইতে হবে জ্যান্তে মরা,
জানে প্রেমের রসিক যারা, প্রেমেরই ভজন ।।

চৌষট্টি রস রাগের করণ, চব্বিশ ভেঙ্গে নয়তে মিলন,
পঞ্চরসে[১] ভিয়ান করে মধুরসে কর ভজন ।।

ত্রিপিনেরও তিরোধারা, যে বেঁধেছে তার মহড়া,
তারাই জানে মানুষ ধরা, ঐ মানুষের যতন ।।

গোঁসাই শ্রীতারিণী ভণে, হবেনা রে রাগ বিহনে,
অধীন বিহারী তা জানবে কেনে, কৃষ্ণপ্রেম কি সামান্য ধন ।।

১৫৪

রাই রসের এক রসিক এসেছে ।
ভাবিনীর ভাব মনে করে ধুলায় পড়ে কানতেছে ।।

কোন ভাবিনী ভাব যে ধরায়েছে,
সোনার অঙ্গে এ ভোর কৌপীন[২] কেবা দিয়েছে,
চিন্তাকাঁথা গলে দিয়ে রে ও মানুষ রাধা বলে কানতেছে ।।

অনুরাগে পূর্ণ তার হৃদয়
হরি বলতে নয়নজলে বুক ভেসে যায়,
ও মানুষ ক্ষণেক হাসে, ক্ষণেক কাঁদে রে
না জানি কি খেয়েছে ।।

রসের মানুষ রসেতে বিভোর
রসেতে রূপ গিল্‌টি করার সেরি সাগর,
নবরসে মাতোয়ারা রে ও মানুষ প্রেম রসেতে ভেসেছে ।।

গোঁসাই তারিণী কয় শোন্‌রে বিহারী
কত জেলা খেটে আ'লি এই নদে পুরী
জয় রাধারানীর প্রেমের ধনীরে উহার দীপান্তরে দিয়েছে ।

---

১ । কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল, মধুর । ২ । কটিবাস।

## কালাচাঁদ পাগল

১৩৫

অক্ষয় নামে আদি পুরুষ নিত্য উপরে।
শূন্যে ফিরে, শূন্যে ঘোরে, সূক্ষ্ম রূপ ধরে ॥

তার ইচ্ছায় এক বিন্দু এলো
বীজফুলে ফুল তিনটি ছিল,
তার স্বভাবে মিশেছিল
তিন শাখা দুই কে কে রে ॥

বলতে গেলে বল থাকেনা
আছে দুই এক চেননা,
আছে সব দেশে, নাই সব দেশে
সেবক কিশোর-কিশোরী রে ॥

দেহ ধার বৃন্দে সখি
চার ভূষিত ওরূপ দেখি,
একে দেখি ওকে দেখি
কালাচাঁদ পাগল ভাবে অন্তরে ॥

১৩৬

মানব দেহকল্প-ভূমি যত্ন করলে রত্ন ফলে,
ভবে আসার আশা পূর্ণ হবে শুভযোগে চাষ করিলে ॥

কর্ম-ধাতুর লাঙল ধরে, ছয় বলদে নে চাষ করে,
সময় হলে রতন মিলে, জো থাকিতে বীজ বুনিলে ॥

এই জমি তের চৌদ্দ পোয়া, ভগবানের কৃপায় গেল পাওয়া,
মন্ত্র-বীজে নে সৃজে, গাছ হলে বীজ জন্মে মূলে ॥

কালাচাঁদ পাগলে বলে, ফুল ফুটিবে জলে,
ঐরূপ মিলে ভজন সত্য হলে, হৃদকমলে প্রেম উথলে ॥

১৩৭

তোর মন যদি তুই না চিনিস, তবে পরকে চিনবি বল কেমনে।
পরকে চিনে আপন কর, পর আপন হবে সুমনে ॥

পরকে চিনতে বাঞ্ছা কর, আত্মতত্ত্ব সেরে ধর,
বাহিরকে ভিতরে পূর, তবে চিনবি সহজ অধরজনে ॥

দেখবি নিজাম মানুষ চোখে, থাকবি ঐ মানুষের সুখে,
পড়বি না আর ভব-কূপে, মন দিবি রাঙা চরণে ॥

কালাচাঁদ পাগলে বলে, শুনেছি সুধারায় মেলে.
গুরুকৃপা না হলে, ভক্তিশূন্য আমার মিলবে কেনে ॥

পূর্ণ ক্ষ্যাপা

১৩৮

নবীন বয়সে রতিভোগ আসে
মদনের বশে রহিতে না পারি,
কি রূপেতে হায়, করি শান্তি তায়
বুঝা নাহি যায় উপায় কি করি ॥

কামেতে হইল মন হতচিত
নাহ মানে ও সে নিজ হিতাহিত,
দিনে দিনগত, ক্ষণ সুখে রত
ইন্দ্রিয়াদি যত, যেন মত্ত করি ॥

কোটি হস্তীর বল ধরি ইন্দ্রিয়গণ
স্থির নাহি রয় ছুটিছে ভুবন,
করিছে ভ্রমণ সদা সর্বক্ষণ
মায়াতে মগন, বুঝাইতে নারি ॥

পলকে পলকে সঘন বিজরী
চমকে উঠিছে হৃদাকাশো' পরি,
মন মুগ্ধ করি খেলিছে চাতুরী
নির্দয় হে হরি, পূর্ণর উপরি ॥

১৩৯

আজব কলে গাছ গড়িলে।
কলে বলে কলে চলে গাছ, একি মজায় নীলে ॥

গাছের তলে মানুষ বসে, খেলছে খেলা প্রেমাবেশে,
খেলার শেষে ঐ মানুষে, উল্টে চলে ডালে ডালে,
চলে কেবল দমের, হাওয়ারই রূপে চলে ॥

নামা উঠা মানুষের খেলা, নীচ উপরে ভিতরি লীলা,
ডালে ডালে প্রেমের দোলা ,আগাডালে পূর্ণ ঝোলে,
ঝোলে কেবল দমের বলে ॥

১৪০

আমাকে চিনবি যদি জ্বালো ঘরে জ্ঞানের বাতি।
ঘরে আলো হবে, আঁধার যাবে,
দেখবি স্বরূপ স্পষ্ট জ্যোতি ॥

স্বরবর্ণ দেহের মাঝে, ব্যঞ্জনবর্ণে কে বিরাজে,
একই পরমাত্মা এ যে, এই দেহেতে স্থিতি।
ভবে আমি ভিন্ন নাই রে অন্য
আমি বিনে নাই রে গতি ॥

ভেবে দেখ সোহং-তত্ত্ব,[১] মাঝে ওং আমি সত্য,
জেনে শুনে হও রে মত্ত, তবে হবে গতি।
এ যে জীবাত্মা পরমাত্মা, অভেদজ্ঞানে ব্রহ্মপ্রাপ্তি

সহস্র শিরসিপরো, পূর্ণ ব্রহ্ম পরাৎপরো,
স্বয়ং আমি আমা হের, কেন অন্য মতি।
অর্ধচন্দ্রবিন্দু আমি থাকি যুক্ত হয়ে দিবারাতি ॥

১৪১

মরি কি কলের বাতি, দিবারাতি জ্বলছে এ শহরে
লন্ঠনের মধ্যে পোরা, দেখ গে তোরা,
ঝড় বাতাসে নেভেনা রে ॥

টিপ দিতে বাতির কলে
বাতি জ্বলে বিনা তেলে,
সে ধরম জানে যারা, জ্বালায় তারা
অন্যে কি জ্বালাতে পারে ॥

---

১। আমিই ব্রহ্ম-এই তত্ত্ব।

এ আলোর এমনি ধারা
অন্ধকারে তারাও হেরে অন্ধ যারা,
এ রঙ-বেরঙের আলো জ্বলছে ভালো
অখণ্ড মণ্ডলাকারে[১] ॥

এ দীন পূর্ণে রটে, ঘোর সঙ্কটে
আলোয় শহর রক্ষা করে,
এ আলো নিভবে যখন, জানবি তখন
শহর যে তোর টিক্‌বেনা রে ॥

১৪২

নব নটবর হরি, হর হৃদিরঞ্জন।
শ্যাম কলেবর নব জলধর ধারা মনোমোহন ॥

চরণে নূপুর বাজে সুমধুর ধ্বনি
কটিতটে পীতধড়া গলে গুঞ্জমনি,
রাই প্রেমে উল্লাসী, সুনির্মল উজ্জ্বল শশী
মৃদু মৃদু বচন ॥

ললাটে সিন্দুরবিন্দু পূর্ণ ইন্দু উদিত
মনি-মুক্তা অঙ্গেতে গাঁথা বলিহারি শোভিত,
সুচিকন চাচর কেশ, নব নট গোপবেশ
মরি মরি কি রূপের শেষ প্রেমানন্দ নয়ন ॥

শিরে শোভে চূড়া তাহা ময়ূরেরই পাখা
বিজলী জড়িত রূপ মোহন বংশী বাঁকা,
ত্রিভঙ্গ মুরতিধারী মধুকৈতব মুরারী
রসময় রসিক হরি বিজয় ত্রিভুবন ॥

---

১। গোলাকার।

১৪৩

মন তুমি ভেবেছো এই দিনের দিন কি এমনি যাবে।
যখন এসে কাল শমন করবে বন্ধন
তখন তোমায় কে ঠেকাবে ॥

মন করেছো সুখের আশা , সে আশায় ঘটবে দুরাশা
কেবল তোর সার হবে ভবে যাওয়া আসা,
সামনে যে অগাধ নদী নিরবধি
সেইখানে তোমায় ডুবাবে ॥

মন হলে না অনুগত কেঁদে বুঝাবো কত
কেবল তুমি কুপথে হচ্ছ রত,
দেখ দেখি মানব জনম দুর্লভ জনম
এমন জনম আর কি হবে ॥

ছেড়ে কুভাবে মত্ত, জান গিয়ে আপন তত্ত্ব
তখন তুই দেখতে পাবি তার মাহাত্ম্য,
গোঁসাই গোপাল বলে, মোর কপালে
আর কত যন্ত্রণা দিবে ॥

১৪৪

দীপ্ত কার ময় সে করেছে গুরুচন্দ্র যে চিনেছে,
প্রেমের ঘাটে বসে মন তুলসী দিয়ে পূজা করেছে ॥

আদি গুরুর চন্দ্র গোপন রয়, শিষ্য যদি কমল হয়,
কমল মধুর ভরে হেলে পড়ে, লতা হয়ে দুলতেছে ॥

সাড়ে চব্বিশ চন্দ্রেরই করণ, আদি চন্দ্র ধরে কর সাধন,
সে তো করে সাধন এড়ায় শমন, সে তো অমূল্য ধন পেয়েছে ॥

আরোপ ঘরে চাবি মারে খবর নেয় তারে তারে,
গোঁসাই রামলাল বলে গোপাল সে ত ঐরূপ দেখেছে ।

১৪৫

কুল দিলে কুল জানি পাওয়া যায়।
ভবে কুলের ভয় যায়না আমায়।।

এ কুল ধরে থাকলে কি হবে, এ কুল চিরদিন তো না রবে,
সে যে অকূলের কূল, শ্রীগুরুর মূল, সাধন করলে হবে জয়।।

এক জলেতে সব জীব পয়দা হয়, শাস্ত্রে এ সব সত্য কয়,
তবু সেই জল নিয়ে দেশ বাঁধিয়ে, মূলে দেখ সব হারায়।।

আগে না বুঝিয়ে কুল নষ্ট করে এখন ভাবলে কি হবে পরে,
এখন ভাবিলে নষ্ট, পাবে কষ্ট,
গোঁসাই গোপাল কুল তুলে ফেলায়।।

১৪৬

শিকল দিয়ে বেড় দিলে বেড় মানে।
কামের জ্বালায় ছিন্ন ভিন্ন মদনের পঞ্চবাণে।।

ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যায়, তাতে বল কোন্ ধর্ম হয়,
বিচার করে বল আমায়, সত্য ধর্ম কে জানে।।

স্বপন জ্বালা যাবে কিসে, না করলে মন তাহার দিশে,
শিকলের বাধ যাবে ভেসে, বীজ রাখবি কোন্‌খানে।।

এ বুজ্‌রকি থাক্‌বেনা মন, গাঁজার ঝোঁকে দেখছো স্বপন,
তোর ধরেছে নদীর ভাঙ্গন, গোঁসাই গোপাল রয় গুরুর পানে।।

১৪৭

ভান্-ফিকিরি দেখে ফকিরি পালায়
আমি ভেবে কি করি উপায়,
কোপ্‌নী পরিয়ে জগৎ মাতায়।।

দিয়ে চৈতন্যের দায়, মাগীর পিছনে বেড়ায়,
যেমন কুকুরের পাল পায়, রিপু অসাধ্য না হয় বাধ্য,
তাইতে মানব-জনম বিফলে যায় ॥

কেবল মাগীর ধরণ ভাই, সত্য ধর্ম বল্‌তে নাই,
আমি ভাবি যে সদাই, ওরে সত্য ধর্ম না হয় কর্ম
শেষে ধুতুমেতে টেনে খায় ॥

সত্য ধর্ম যে করে, মাগীর পাছ না সে ধরে
গুরু সাধিয়ে তারে, এবার গুরুর চরণ করে ভজন,
গোঁসাই গোপাল কয় শমন এড়ায় ॥

১৪৮

বলি এক অজান কথা শুনলে হবে চমৎকার,
যতসব দুনিয়ার উপর মাথা নাইকো একজনার ॥

মানব জনম ধারণ করে, পশুর কাজ করে মরে,
বাপের পুকুরে পড়ে, ডুবোনা রে মন আমার ॥

নিহেতু বিশ্বাস না পায়, হেতুতে মন চলে যায়,
আপন মাথা আপনি খায়, ঐ দোষে না চিন্‌লে তারা ॥

যে চিজে হইলে পয়দা, ফেলোনা তা যথা-যথা,
নিজ নজরে রেখো সদা, গোঁসাই গোপাল বলে হবে সার ॥

১৪৯

না জেনে লালমোতির দোকানে যেওনা।
আছে উপরে লাল ভিতরে কাল গিল্‌টি করা দেখনা ॥

মতি পুতের একই বরন, না জেনে ধরোনা কখন,
কষ্টি পাথরে নাও গা কষে, কার কথা শুনিও না ॥

আদার বেপারী যারা, হীরার মূল্য জানেনা তারা,
হারালে ধন পায়না কখন, জেনেও কি তা জানেনা ।।

মতির জন্ম সিন্ধু মাঝে, তুলতে হয় অনাসক্ত কাজে ,
গোঁসাই রামলাল বলে, গোপাল অসাধ্য এ সাধনা ।।

১৫০

সংসারে চলা হলো বিষম দায় ।
উচিৎ কথা বল্লে পরে সেই শমন হয়ে দাঁড়ায় ।।

মুখে মিষ্টি কথা বলে, মন কেড়ে লয় ছলে
ও তার অন্তরে ভাব নারি মাখায়ে গরলে,
জেনে অসার তত্ব হয়ে মত্ত মন ভুলায় মধুর কথায় ।।

মাকাল ফলটি দেখতে ভাল ও তার মধ্যে ভাঙলে কাল,
এই প্রকারে শঠের মন দেখতে জনম গেল,
আমি ভেবে মরি হায়, কি করি কোথা গেলে প্রাণ জুড়ায় ।।

জীবের কর্ম দেখে ভাই, আমি লজ্জায় মরে যাই
ভাবের ভাবুক পেলে মনের কথা তারে জানাই ।
অধীন গোপাল বলে, কর্ম ফলে বারম্বার ঘুরে বেড়ায় ।

১৫১

সত্য বল কোন্ প্রমাণে করছো বেদের মত পূজা,
মনের সখে আছ এখন, শেষে তোমায় করবে সোজা ।।

থাকবেনা তোর ভারিভুরি, ঘুচাইবে ছল-ছাতুরী,
সে শুনবেনা বল্‌লে হরি, তোমায় করবে তেলেভাজা ।।

আপন পূজা ভ্রমে ভুলে, শিমুল ফুলে মন মজালে,
সার পদার্থ দিলে ফেলে, খেয়ে চিটে গুড়ের খাজা ।।

প্রাণায়াম কুম্ভক জোরে, 'আমি' শব্দ জান্‌তে পারে,
অধীন গোপাল বলে, মিলি তারে, দেখতে পাবে তাহার মজা ।।

১৫২

সে মীন ধরার ক'দিন বাঁকি।
জলে নামলে পরে মারে ফাঁকি ৷৷

সুখ-সাগরে শুনি কাম-কুম্ভীরের ভয়
নামলে পরে হয় জীবন সংশয়,
আমার ইচ্ছা হয় ঝাঁপ দিব নিশ্চয়
দয়াল গুরু বলে যদি ডাকি ৷৷

মহাদেব সে মীন ধরেছিল বটে
চিহ্ন আছে তার উর্দ্ধ ললাটে,
সে মীনের তরে সদা মন ঝরে
ফস্‌কাল পেলে মারে ঝাঁকি ৷৷

দেবের দুর্লভ সেই নারায়ণ
তিনিও বাঞ্ছা করেন ভক্তের বরন,
ভক্তির বলে সে মীন হাতে তোলে,
গোপাল খাবে ঝোল করে সাক্ষী ৷৷

১৫৩

গুরু সাকার রূপে বাস করে সংসারে।
'গু'কার তিমিরাশ্চেব, 'রু' আছে ওঁ কারে ৷৷

গুরু স্বর্গ গুরু মর্ত্য গুরু হয়েন আত্মতত্ত্ব
জীবদেহেতে সদাই থাকেন বর্ত্ত,
আপন মন করিলে সত্য তবে দেখ্‌তে পারে ৷৷

কাম-কামনা ত্যাজ্য করে, নিষ্কামী যে হতে পারে
খুঁজতে হবে দেহের ভিতরে,
আদ্যশক্তি দীপ্ত করে আছে মুলাধারে ৷৷

সাধিষ্ঠানের ভেদ জানিলে, বারাম দেয় দ্বিদল কমলে,
জ্ঞানরূপে ভ্রমণ করে দলে দলে
গোঁসাই রামলাল ভেবে বলে,
গোপাল পায়না খুঁজে তারে ।।

১৫৪

আছে কামের ঘরে প্রেমের বাস সন্ধান মেলে।
এত রাং সিসার কর্ম নয় তার আওসেতে যায় গলে

স্বর্ণকারের রূপটি ধরে
সোনা তবে দেও আকারে, সন্ধান করে,
যেন নিহার থাকে হাফরের দিকে
তুলিবে লাল রং হলে ।।

কামেশ্বরীর সঙ্গে কাম যোগ করে
ধরতে হবে রূপ নিহারে,
অটলের ঘরে যেন টলকে না পড়ে হাফরে
সাবধানেতে নেও তুলে ।।

মহারাগে করলে মন্থন
তবে পাবে প্রেম দরশন, গোঁসাই রামলালের চরণ,
গোঁসাই গোপাল বলে
কড়া জালে ছুটনা পড়ে তলে ।।

১৫৫

ত্রিবেণীর সন্ধিস্থলে গোল বেঁধেছে।
সেই জলের তলে আগুন জ্বলে কত রসিক মরেছে।।

কতজন সেথা যেয়ে তরীখানি দেয় ডুবায়ে
ভাবছি চেয়ে,
আমি বলি এখন শান্ত হও মন
পশ্চিমে মেঘ লেগেছে ॥

তিন ধারায় চলে তিনজন
তিন মানুষের তিন রূপ ভজন,
বলিরে মন,
তার দুধার ছেড়ে একধার ধরে
যে জন পাড়ি দিয়েছে ॥

নিরহেতুতে চল্‌লে পরে
সে কভু ডুবে মরে বলি তোরে,
গোঁসাই রামলাল বলে
গোপাল সন্ধানী যে চিনেছে ॥

১৫৬

মাহেন্দ্র এক যোগ হয়েছে,
সেই যোগে একটি কমল ফুটেছে,
কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি
সেই কুলে রসের খেলা খেলিছে ॥

(মন রে) সূর্যের তাপে ফুল মুদ্রিত
চন্দ্রের কিরণে বিকশিত,
চার যুগেতে আছে সত্য
গরলে মাখা সে ফুল রয়েছে ॥

(মন রে) সে বাগানের তালা বন্ধ
কেবলমাত্র পাওয়া যাচ্ছে গন্ধ,
তাতে নাই কামের সম্বন্ধ
সেখানে ছাব্বিশ চন্দ্র খেলিছে ॥

(মন রে) ফুলের মধ্যে রসের খেলা,
দেখ্‌লে মেটে সকল জ্বালা,
গোঁসাই গোপাল বলে, গেল বেলা
অন্ধকার ঘিরে বুঝি এসেছে ॥

১৫৭

ভেস্তের উপর আছে মানুষ হক্ বাজারে দেয় পাহারা,
তারে না চিনিয়ে ধরতে গেলে, আশু সেতো যায় রে মারা।

আসমানীর কল কুদরতের খেলা
না চিনিয়ে ধরতে গেলে ঘটবে রে জ্বালা,
খুলতে পারে সেই হক্‌তালা
সন্ধানেতে ধরে যারা ॥

আদমের দম চার চিজে যোগায়
হাওয়া মাদবুর হেক্‌মত আলেকে মিশায়,
তখন অন্ধকারে ঝলক্ দেখায়
সাধ করিলে দেবে সাড়া ॥

তিন দিক ছেড়ে একদিকে যাবে
হজরত ঠারে ঠোরে বলে গেছে সেই দিকে পাবে,
গোঁসাই রামলাল এবার রসে ভাবে,
গোপাল তুই সবুরে দাঁড়া ॥

১৫৮

উবেদ করণ উবেদ যে জন,
উবেদ হওয়া মুখের কথা নয় ॥

দেখ একটি মাগীর দুইজন হয় পতি, সেই মাগী হয় সতী
আরাক পতির কি হয় গতি, প্রমাণ আছে জগতময় ॥

কন্যের সঙ্গে পিতার বিয়ে হয়েছে, দেখ এ কথা শাস্ত্রে আছে,
কত মুনি গোঁসাই সেই কন্যা ভজেছে, শুনে জীবের লাগে ভয় ॥

মায়ের মুণ্ড ছিঁড়ে পুত্রের হয় সাধন, পিতার হয় স্বর্গে গমন,
এমন অসম্ভব শুনি নাই কখন, গোঁসাই গোপাল বিচার করে কয় ॥

# সিলেট

সিলেট থেকে ইয়াছিন শাহ্, রাধারমণ ও শীতালং শাহ্-এর ভাব-সংগীত গুলো (১৫৯-১৯৫) সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর নিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চৌধুরী গোলাম আকবর, গ্রাম—দরগাহ পাড়া, ডাকঘর—বৃন্দাবনপুর, জেলা—সিলেট।

ইয়াছিন শাহ্

১৫৯

দেও দরশন রে বন্ধু
দেও দরশন
অতি সুন্দর তনু তোমার
মধুরো বচন রে
বন্ধু দেও দরশন ।।

বন্ধুরে—
তুমি 'লায়লা' আমি 'মজনু''
তুমি দিলারাম
তুমি 'ফরহাদ' তুমি 'খছরু'
তুমি 'শিরিজান' রে বন্ধু
দেও দরশন ।।

বন্ধুরে—
রংগো তুমি রূপো তুমি
ছুরতো জামাল,
চন্দ্র সূর্য তারা তুমি
মিস্কো গোলে লাল রে বন্ধু
দেও দরশন ।।

বন্ধুরে—
তুমি ইসুপ তুমি জলিকা
'খাল্‌কি' আর 'মালিক্'
মোহাম্মদ নবী তুমি
উম্মতের সহায় রে বন্ধু
দেও দরশন ।।

বন্ধুরে—
পূর্ণিমার চান তুমি
দুপুরিয়া রবি

অজ্ঞান ইয়াছিনে আশা
করে নিরবধি রে বন্ধ
দেও দরশন ॥

১৬০

তুই বন্ধের পীরিতি কেবোল
দুইপরি ডাকাতি রে বন্ধু
ঘটাইলি দুর্গতি,
তুই বন্ধের পীরিতি কেবোল
দুইপরি ডাকাতি ॥

বন্ধু রে—
দেওয়ানা বানাইয়া মোরে
করিলে উদাসী
মন উদাসী পাগলিনী,
কান্দি দিবানিশি রে
বন্ধু ঘটাইলি দুর্গতি ···॥

বন্ধুরে—
কই গেলো মোর ক্ষিদা নিদ্রা
কই গেলো মোর জাতি,
কই গেলো মোর হাসিরসি
কই গেলো মোর জ্ঞাতি রে।
বন্ধু ···· ॥

বন্ধু রে—
উচাটনে সর্বক্ষণে
থাকি দিবারাতি
পাইনা দেখা প্রাণো সখা
দুঃখো সংগের সাথী রে।
বন্ধু ···· ॥

বন্ধুরে—
ইয়াছিন বলে শুন্ গো ধনি
হইয়া সুমতি
উজল্ করো কুলব মরো
জ্বালাই প্রেমের বাতি রে
বন্ধু ··· ॥

## ১৬১

আমায় পরানে বধিলে রে বন্ধু
ঝলক্ ও দেখাইয়া
ঝলক্ ও দেখাইয়া রে বন্ধু
চমক ও দেখাইয়া ॥

বন্ধুরে---
আমি তোমার প্রেমের মরা
জনমো ভরিয়া রে বন্ধু
জনমো ভরিয়া,
আমায় মাইলে আল্লায় জানে রে বন্ধু
পীরিতি বাড়াইয়া রে বন্ধু
চমকও দেখাইয়া···॥

বন্ধুরে---
তুমি আছো রসে রংগে
আমায় পাশোরিয়া[১]
আমি রাত্র দিনে ঝুরিয়া মরি রে বন্ধু
বন্ধু, তোমায় না দেখিয়া রে বন্ধু ॥
চমকও দেখাইয়া ·· ॥

বন্ধুরে----
আমি তোমায় সদায় দেখি

১। ভুলিয়া।

শয়নে শুইয়া রে বন্ধু
শয়নে শুইয়া,
জাগিয়া না দেখি বন্ধু
কোথায় লুকাও গিয়া রে বন্ধু
চমক দেখাইয়া ॥

বন্ধু রে---
কুলমান জ্ঞাতি বৈরী
বৈরী ননদিয়া রে বন্ধু
বৈরী ননদিয়া,
ইয়াছিন বলে মাইলায় মোরে রে বন্ধু
বিপদকে পালাইয়া রে বন্ধু
চমক···॥

১৬২

আনিয়া দে মোর প্রাণো বন্ধু
কিবা বন্ধের বাড়ী নে আমায়, হায় রে হায়
যার লাগি প্রাণ যায়
তার বাড়ী নেও রে আমায় ॥

হায় রে হায়---
চাতক রইলো মেঘের আশে
জলধিতে মীন মারা যায়
মনিহারা ফণি মরা রে
ফুল বিনে কান্দে ভমরায়
তার বাড়ী ···॥

হায় রে হায়---
যার সনে যার প্রাণ বান্ধা
সে বিনে প্রাণ যায় গো যায়

দেখ্‌লে বাঁচি নইলে মরি রে
পাইলামনা রে হায় রে হায়
তার বাড়ী …॥

হায় রে হায় ---
দিন যামিনী বিরহিনী
উদাসিনী চঞ্চলায়
ছাড়িয়া দিছি কুলমান
এখন আর কি আছে তায়
তার বাড়ী …॥

হায় রে হায়---
যে যার আশী,[১] সে তার পিয়াসী
জ্যান্ত প্রাণী যায় গো যায়
ক্ষুধা নিদ্রা নাই তার মনে
উদাসিনী প্রেম জ্বালায়
তার বাড়ী…॥

হায় রে হায়---
ইয়াছিন বলে শুন গো ধনি
মিলবে একদিন বন্ধুয়ায়
ধৈর্য ধরি আশা করি রইলে একদিন
রাইত ফুয়ায়
তার বাড়ী…॥

১৬৩

ওরে কূল পাবেনা অকূলে মন
ডুব দিলে কুম্ভীরে খাবে
হাসি রবে গকুলে ।।

---

১। আশাধারী।

মন রে---
কতো শতো ভক্তজনের
মানা না শুনি সকালে
অকূলে ডুবাইয়া নষ্ট
হইয়াছি রে লাভে মূলে
মন কূল পাবেনা···।।

মন রে---
যমুনার তরঙ্গো বড়ো
শক্ত মুইঠে হাইল ধরো
মুর্শিদ্ মুরশিদ্ জপনা করি
পাল উড়াই দে মসতুলে
মন কূল পাবেনা ···।।

মন রে---
অকুল গাঙ্গে তুফান ভারি
ঢেউ উঠে মাইঞ্জা ধরি
জল তরংগো 'হু' 'হু' করে,
মুরশিদ্ বিনে নাই কাণ্ডারী
মন কূল পাবেনা · ।।

মন রে---
উজান দিশা নৌকা ছাড়ি
শক্ত মুইঠে হাইল ধরি
মুরশিদ বলি নৌকা ছাড়ো
নিবা মুরশিদ্ পার করি
মন কূল পাবেনা···।।

১৬৪

**আমি কান্দিতে কান্দিতে হইলাম রে বন্ধু**
**তোর লাগি রে**

একবার শুনলায় না শুনিয়া রে বন্ধু
চাইলায় না ফিরিয়ারে
বন্ধু তোর লাগিরে ॥

বন্ধু রে---
তোর বিরহে মোর অন্তরে
জ্বলছে ধক্‌ধকিয়া
ও আমি রাইতে দিনে উচাটনেরে
ও বন্ধু বাঁচি কি করিয়া রে
বন্ধু তোর...॥

বন্ধু রে---
রইলে দয়া পাইমু মায়া
বাঁচিমু মরিয়া রে বন্ধু
বাঁচিমু মরিয়া,
আমায় শান্ত কর দয়া ধরো রে
ও বন্ধু কৃপা করনীয়া রে
বন্ধু তোর...॥

বন্ধু রে---
দরশনের পিয়াছি রে বন্ধু
তরাও দেখা দিয়ারে বন্ধু
তরাও দেখা দিয়া,
অদর্শনে মরি প্রাণে রে
ও বন্ধু নিতি জ্বলে হিয়া রে
বন্ধু তোর...॥

বন্ধুরে---
ইয়াছিন বলে মাইবতুলে
দুই চরণ ধরিয়া গো সাঁই
দুই চরণ ধরিয়া,
আমার দুঃখ হরো কৃপা করো গো
ও সাঁই কৃপাবারি দিয়া গো ॥

১৬৫

শ্যামের পীরিতে আমায়
লাঞ্ছনা করিলো গো
সংসারেতে হইছি কলংকিনী
লোকের নিন্দন পুষ্পচন্দন
অলংকার পরিয়াছি আপনি ॥

সই গো সই
শ্যামের সংগে করিয়া পীরিতি
কুল গেলো কলংক হইলো
হাসে ভারতী,
এগো বৃথা প্রেমে মজিয়া রইলাম
লোকের কাছে অসম্মানী
সংসারেতে হইছি কলংকিনী
শ্যামের পীরিতে··· ॥

সই গো সই
শ্যাম কালিয়া বিষম ঠগের গুরু
পদ্মা নদী পার করিয়া
মেঘ দেখায় হুরু গো
এগো অনর্থক লোকের নিন্দন
কর্ণপটে নিতুই শুনি
সংসারেতে হইছি কলংকিনী
শ্যামের পীরিতে ·· ॥

সই গো সই
মন যদি রহিতো মোরে দিয়া
অবশ্য জিকাইতো আমারে ডাকিয়া
তুমি নাকি আমার প্রেমে
হইছো পাগলিনী,
সংসারেতে হইছি কলংকিনী
শ্যামের পীরিতে ·· ॥

সই গো সই
না জানি কি কপালে ছিলো
বিপাকে ঠেকাইয়া বন্ধে
ছাড়িয়া যে গেলো,
হায় রে মনে লয় তার অন্বেষণে
হইয়া যাইতাম পাগলিনী,
সংসারেতে হইছি কলংকিনী
শ্যামের পীরিতে ·· ।।

সই গো সই
ইয়াছিনে কান্দিয়া কান্দিয়া কয়
ধৈর্য ধরিলে পাইবায়
আমার মনে লয়,
লা-তাক্‌নাথ্‌ আশা করি
বসিয়া থাকি দিন যামিনী,
সংসারেতে হইছি কলংকিনী
শ্যামের পীরিতে··· ।।

১৬৬

শ্যামের চরণ ছায়া পাইবার আশে
বসিয়া থাকি গাছের তলে
আস্‌বে নি শ্যাম নিশাকালে ।।

সই গো সই---
প্রেমের বাতি জ্বালি হিয়ার কোণে
সে বাতিতে কাজল তুলি সজ্‌ল নয়নে,
বাতি জ্বালছি কৌশলে
দেখি এবার কর্মের লেখা
কি ফল ফলে
আসবে নি শ্যাম··· ।।

সই গো সই--

বৃক্ষের উপরে ধিয়ান ধরছি নিশা করি
পাইনি দেখা রূপেশ্বরী
আছে নি কপালে
আমার দেহা প্রাণী সমর্পিব
পাইনি দেখি রূপ দয়ালে
আসবে নি শ্যাম··· ॥

সই গো সই·--

রূপের ঘরে নাচে কালা
হিয়ার কোঠে জ্বলে জ্বালা
ভালো মুলে 'গোলে লালা' চন্দ্র হিলালে[১],
এগো রূপের মউরা, শ্যাম গৌরা
ধরছে ফেকোম তমাল ডালে
আসবে নি শ্যাম ··॥

সই গো সই---

চন্দ্রবদন সূর্যের কিরণ
অমূল্যধন সোনার বরন
দূর্বাদলে স্বর্গ পাতালে,
ও দৃষ্টি লাগলো যারে
ঘাইলো তারে
সে তো পড়িয়া রইলো 'হাল্ বেহালে'
আস্‌বে নি শ্যাম... ॥

সইগো সই---

অজ্ঞান ইয়াছিন বলে
মাই ফাতিমার চরণতলে
ও ধুলা লইমু মাথে, লইমু কপালে
আমার যাইবো যত বিড়ম্বনা
দুখ্ রইবোনা কুনুকালে
আস্‌বে নি শ্যাম ·· ॥

---

১। বাকা চাঁদ।

১৬৭

ছাদিক যারা, যায়না মারা
জন্ম জীবনে
মইলো আশিক্ ছিলো ফাছিক
ধইলো শমনে ॥

আশিকে ছাদিক যারা
যমের হাতে যায়না ধরা
ইচ্ছামত যায় সে মারা
আপনে আপনে।
দেশে যাওয়ার সময় হইলে
যায় নিজে কপাট খুইলে
উড়িয়া যায় তার ময়না পাখী
হব্‌বুল অতলে,
ছাদিক্ যারা···॥

মাশুক যারা পুষ্প পারা
আশিক যে তার প্রাণ ভরা
ফুলে মজি নিরাধরা
মগ্ন মধু পানে।
ক্ষুধা নিদ্রা ত্যাজ্য করি
মাশুকের ইন্তেজারী
কেবোল "হা" "হু" বিচে দম্ নিকুলে
ব্যগ্র নয়নে,
ছাদিক্ যারা··· ॥

জান দিয়া মাশুকের হাতে
আশিক্ থাকে 'বে-জানে' তে
পায়না তারে আজরাইলে নিতে,
নিজের ধন অন্যত্র থইলে
পায়না চোরে সিন্ধুক খুইলে

তেম্‌নি মত আশিক হইলে
মরবে কেমনে,
ছাদিক যারা··· ।।

অজ্ঞান ইয়াছিন বলে
মাই জহুরার চরণতলে
জান থুইছি 'মা'র হৃদকমলে
পূর্ণ যতনে,
মায়ের কৃপা চরণ পাইল যারা
জন্ম যুগে যায়না মারা
আমি ধর্‌ছি ধরা জন্ম ভরা
মরমু কেমনে
ছাদিক যারা··· ।।

## রাধারমণ

১৬৮

গুরু জগতো উদ্ধারো
গুরু কাংগাল জানিয়া পার করো ॥

গুরু ও···
আকাশেতে থাকো গুরু
পাতালেতে খেলো
আমি বুঝিতে না পারি তোমার
মহিমা অপারো
আমায় ·· ··· ॥

গুরু ও···
সর্প হইয়া দংশো গুরু
উঝা অইয়া ঝাড়ো
পুরুষ অইয়া তুমি
রমণীর মন হরো রে
জগত ·· ·· ॥

গুরু ও ··
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
আমারো সংসারো
সকলরে তরাইলায় গুরু
আমারে পার করো
জগত ·· ··· ॥

১৬৯

শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধুরে
বন্ধু আদরেরো ধন

আমি তোমার তুমি আমার
জানে সর্বজনে রে
শ্যাম কালিয়া সোনা বন্ধুরে ॥

বন্ধুরে…
বহু আরাধনে বন্ধুরে
বন্ধু পাইয়াছি এখন
ওরে আইসো আমার হৃদ্‌মন্দিরে
করো প্রেম জ্বালা বারণ রে
শ্যাম কালিয়া… ॥

বন্ধুরে ‥
ভাবিয়া রাধারমণ বলে রে
বন্ধু পাইয়াছি এখোন্‌
ওরে তোমারে লইয়া কোলে রে
ও বন্ধু হয় যেনো আমার মরণ রে
শ্যাম কালিয়া ‥ ॥

১৭০

রাধার প্রেম পাথারে সাঁতার দিয়ে
কুলটা হলেন গৌরাঙ্গ
রাধার ভাব কান্তি অংগে মেখে
দুই অংগে হলেন এক অংগ ॥

হায় হায়…
প্রেমময়ীর প্রেমের আশ্রয়
রসিক নাগর শ্যাম রসময়
কালিয়া জীবের ভাগ্যে হলেন উদয়
ব্রজলীলা করে সাংগো
রাধার ‥ ॥

হায় হায়——
রাধার প্রেমে হয়ে দাসী
কালাচান নবীন সন্ন্যাসী
ত্যাজ্য করে চূড়াবাঁশী
ধরেছেন কৌপিন কুরংগ
রাধার··· ॥
হায় হায়··· ··

১৭১

কতো দিনে আর শ্যাম
আর কতো দিনে
কতোদিনে হইবে দেখা
বংশীবাঁকা ঐ বনে ॥

শ্যাম রে—
বংশী দেও নয় সংগে নেও
যাও নিজ স্থানে
দূরে গেলে এ দাসীরে
রাখবে কি তোর মনে রে
শ্যাম আর কতো দিনে ॥

শ্যাম রে—
শুইলে স্বপনে দেখি
রাত্রি নিশাকালে
নিদাগেতে দাগ লাগাইলে
কোন মোর কারণে রে
শ্যাম আর কতো দিনে ॥

শ্যাম রে—
রাধারমণ বাউল বলে

শ্যাম চান্দ বিহনে
ছাড়িয়া গেলাম ঐ দাসীরে
কিসের কারণে রে
শ্যাম আর কতো দিনে ॥

১৭২

বলো বন্ধু তুমি নি আমার
ওহে রে হৃদয় রতন,
শ্রীচরণে হইতাম দাসী
মুই কামিনী অভিলাষী।
অন্তিমকালে মনোবাঞ্ছা
করিও পূরণ রে
বন্ধু হৃদয় রতন ॥
বন্ধুরে—
মনের মানুষ পাইবার আশে
ডুব দিয়েছি প্রেম সায়রে,
সুধা ভাবি গরল খাইছি
আমার আশা পুরলো নারে।
কেবোল কানু কলংকিনী নাম
জগতে হইলো প্রচারণ
রে বন্ধু হৃদয়… ॥
বন্ধুরে—
ঘরে বন্দী কালন নদী
গঞ্জনা দেয় নিরবধি,
মনের মানুষ কেমনে পাশরি
ও তার গঞ্জনাতে ভয় রাখিনা
নামটি লইলে 'ভয়' নিবারণ
রে বন্ধু হৃদয়… ॥

বন্ধুরে—
যোগী ঋষি না পায় ধ্যানে
আমি সে পাব কোন সন্ধানে,
কেবল মাত্র ভরসা মনে
পতিত পাবন নাম শুনিয়াছি
কহে ভক্তি শূন্য রাধারমণ
রে বন্ধু··· ॥

১৭৩

রাই গো আসবে শ্যাম কালিয়া
কুঞ্জবনে সাজাও গিয়া,
কেনে গো রাই কান্দিতেছো
পাগলিনী হইয়া গো রাই
আসবে শ্যাম কালিয়া ॥

রাই গো
লবংগো মালতী ফুল
আনো গো তুলিয়া
মনোসাধে সাজাও কুঞ্জ
সখিগণ ও লইয়া গো রাই
আসবে শ্যাম কালিয়া ॥

রাই গো
আতর গোলাপ চুয়াচন্দন
কটরায় ভরিয়া
বন্ধু আসিলে দিবায়
ছিটাইয়া ছিটাইয়া গো রাই
আসবে শ্যাম কালিয়া ॥

রাই গো
ভাইবে রাধারমণ বলে
মনেতে ভাবিয়া,
নিশাকালে আসবে শ্যাম
বাঁশীটি বাজাইয়া গো রাই
আসবে শ্যাম কালিয়া ।।

১৭৪

সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে
বন্ধু নিবেদন করি,
সোহাগে সোহাগে তোমায়
নিবেদন করি রে
সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে ।।

বন্ধুয়ারে —
তোমার সোহাগে বন্ধরে
সোহাগিনী বলে,
শ্যাম সোহাগী নামটি আমার
গকুলো নগরে
সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে ।।

বন্ধুয়ারে---
তোমার সোহাগে বন্ধু
সোহাগিনী হইয়া,
শাশুড়ী ননদী দিলো
কুলটা বানাইয়া রে
সোহাগের··· ।।

বন্ধুয়ারে---
ভাইবে রাধারমণ বলে

সেদিন কি আর পাবো
বনফুলে নয়নজলে
চরণো পূজিবো রে
সোহাগের··· ।।

১৭৫

শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচেনা
সই লো, রাই কাঞ্চা সোনা ॥

সই গো সই
আমি রাইয়ের বৃন্দা দূতী
তোমায় নিতে আসিয়াছি
যাবে কিনা যাবে বলোনা,
রাধায় দেইখে আইলাম
দেহাতে প্রাণ আছে কিনা
শ্যাম বিচ্ছেদে··· ।।

সইগো সই
নন্দরানী কেন্দে অন্ধ
হারাইয়ে প্রাণ গোবিন্দ
নন্দ রাজা নয়ন মেলেনা,
ব্রজের গাভীগুলি তৃণো খায়না
ফুলেতে ভ্রমর বসেনা
শ্যাম বিচ্ছেদে··· ।।

সইগো সই
মথুরাতে হয় রাজা
কুজার সনে ভালবাসা
রাধার কথা কিছুই মনে নাই,
রাধার মন বলে বৃন্দাবনে
কিছুই তো স্মরণ হয় না
শ্যাম বিচ্ছেদে··· ॥

১৭৬

নাগর প্রবেশিও না
রাধার মন্দিরে নাগর
প্রবেশিও না ॥

নাগর হে--
সারা নিশি জাগরণ করি
মনে করি ঘুমাইছে পিয়ারী
রাধারে জাগাইতে নাগর
আর বলিও না
নাগর... ॥

নাগর হে---
আমরা হইলাম পাড়ার নারী
আমরা দুয়ার রক্ষাকারী
শ্রীরাধিকার উখুম বিনে
কবাট খুলিও না
নাগর··· ॥

নাগর হে--
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
শ্যাম আসিয়াছে কুঞ্জের ধারে
শ্রীরাধিকা বিনে শ্যামের
প্রাণ বাঁচেনা
নাগর··· ॥

১৭৭

**ও রাই কিসের অভিমান গো**
**শ্যাম আসিয়াছে কুঞ্জবনে ॥**

রাই গো রাই---
বিরসো বদনে শ্যাম
দাঁড়ায় কুঞ্জবনে
নয়ন তুলে চাও পিয়ারী
বন্ধুয়ার পানে গো
শ্যাম ·· ॥

রাই গো রাই·--
গাঁখিয়া মালতী মালা
অতিশয় যতনে
শ্যাম চান্দের গলে দেও
আনন্দিত মনে গো
শ্যাম··· ॥

রাই গো রাই---
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
মিনতি বচন
শ্যামচান্দে বিনয় করেন
ধরিয়া চরণে গো
শ্যাম ·· ॥

১৭৮

অভাগিনীর বন্ধু রে
আন্ধারী দিকেতে তুমি
যাইওনা রে ॥

বন্ধুরে--
তুমি আন্ধারে গেলে পরে
আমি থাকি মরেবারে রে
মুষল বাইয়া পড়ে জলধারা রে
অভাগিনীর ··· ॥

বন্ধুরে---
যাইতে গোয়াল পাড়া
পথে যাইতে আছে কাটারে
চরণে ফুটিলে পাইবা ব্যথারে
অভাগিনীর··· ॥

বন্ধুরে---
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
বন্ধু যাউকা বেরা পাথারে
রাজপন্থে গেলে যাইবা ধরা রে
অভাগিনীর··· ॥

১৭৯

কালো রূপ হেরিলাম গো সই
কদম্বের মূলে
ঐ রূপ জলেরই ছলে
এরূপ বিজুলী খেলে,
কালো রূপ হেরিলাম গো সই
কদম্বের মূলে ॥

সই গো সই---
আমরা তো যাবনা সই
ফিরিয়া গকুল
কালো মেঘে দেখি মেঘের নাথ
নামিয়াছেন গো ঐ জলে
কালো··· ॥

সই গো সই---
ঐ রূপ জলেরই ছলে
ঐ রূপ গহীনে খেলে
শ্যামের মাথায় মোহন চূড়া

বামে গো ছিলে
যে দিকে ফিরাই গো আঁখি
সে দিকে নয়ন ভুলে
কালো··· ॥

সই গো সই—
তোরা চলো সকলে
সখি যাই যমুনার জলে
দাঁড়াইয়ে রইয়াছে শ্যাম
ত্রিভংগ হইয়ে,
শ্যামের মুই হতভাগী
প্রাণ তেজিমু ঐ জলে
কালো · ॥

বাউল রাধারমণ বলে
ঐ রূপ লাগলো নয়নে
কেমনে রহিমু ঘরে
শ্যামল চান্দ বিনে,
মনে লয় রূপ মালা গাঁথি
রাখি আপন গলে
কালো··· ॥

১৮০

কোন বনে বাজিলো শ্যামের বাঁশী গো
উদাসিনী কৈলো গো মোরে,
শ্যাম নিরুপম বংশীভুজ গো
অবলা রাধিকার তরে ।।

সখি গো—
যাবে দংশে কালো ফণী

নাই মানে উষা গুণী গো
এগো অবলার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে
কোন বনে... ।।

সখি গো---
অগাধ সমুদ্রে মীন
নাহি দুঃখ বেদন,
আনন্দে বিহার করে
কালিয়া চিত্তরে
বংশী বেড়াজালে
ডাংগায় তুলিয়া মারে
কোন বনে ” ॥

সখি গো --
বাঁশী জানে কি মোহিনী
হরিয়া নেয় গো প্রাণী
মন প্রাণ্ আজি কি করে,
চলো চলো সব সখি
বনে যাইয়া শ্যাম দেখি
কহে 'রাধারমণ' কাতরে ।।

১৮১

আমার মরণকালে
কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণ নাম
ললিতে গো—
কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণ নাম ।।

ললিতে গো
হাতে বাঁশী মোহন চূড়া
কটিতটে পীতোরঙা

মনোচোরা হয় শ্যামরায়
গো ললিতে
কর্ণে··· ॥

ললিতে গো
হায় কৃষ্ণ হায় কৃষ্ণ বলে
প্রাণ যায় আমার দেহ ছেড়ে
আমার মরণকালে দেখাইও শ্যাম
গো ললিতে
কর্ণে... ॥

ললিতে গো
যমুনার কিনারে নিয়ে
গঙ্গাজল মৃত্তিকা দিয়ে
আমার অংগে লিখিও কৃষ্ণনাম
গো ললিতে
কর্ণে .. ॥

ললিতে গো
ডাইবে রাধারমণ বলে
প্রেমানলে অংগ জলে
আমি পরকালে পাই যেনো কৃষ্ণ নাম
গো ললিতে
কর্ণে··· ॥

১৮২

মনচোরা তুই হরি
আছো সদায় আমার সনে
দিশা পাইনা কেমনে ধরি
মনচোরা তুই হরি।

হরি রে
তোমার চিন্তায় বিয়াকুল আমি
সদাই তোমায় চিন্তি
তবু দেখা পাইনা তোমার
উপায় কি করি
মন চোরা •• ॥

হরি রে---
বেভুল হয়ে তোমায় দেখি
মনে খুশী হইয়া
বেভুলে হাত দি ধরি
হুসে দেখি খালি
মনচোরা •• ॥

হরি হে---
নিশিযোগে পড়ি যবে
কালঘুমের ঘোরে
তখন দেখি কাছে আমার
করো তুমি ঘোরাঘুরি
মন চোরা •• ॥

হরি হে
এমনি ভাবে দিন রজনী
করো লুকোচুরি
ধরতে গেলে না দাও ধরা
দূরেতে যাও সরি
মন চোরা•— ॥

হরি হে
কাছে আসো দূরে সরো
কতো ভঙ্গি ধরি
আমি তোমার প্রেমের মরা

প্রেমাগুনে জ্বলিয়া মরি
মনচোরা··· ॥

হরি হে
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
উপায় সখি কি করি
দিন রজনী ঝুরিয়া ঝুরিয়া
না পাইলাম দয়াল হরি
মন চোরা··· ॥

১৮৩

সখি শুন গো ললিতে
পরান আমার উচাটন গো
কালার বাঁশীর সুরেতে ॥

সখি গো
গহীন বনে বাজায় বাঁশী
আমি তখন ঘরেতে
ঘরের কামে মন বসেনা
কালার বাঁশীর সুরেতে
গো ললিতে ·· ।

সখি গো
এমন সুরে বাজায় বাঁশী
আংগুল দিয়া বিন্দেতে
রাধাবলি আকুল করে
কালার বাঁশীর সুরেতে
গো ললিতে··· ॥

সখি গো
ভাবিয়া রাধারমণ বলে

তরি সখি কোন কলে
ঘরের মন বাইরে গেছে
কালার বাঁশীর সুরেতে
গো ললিতে··· ।।

১৮৪

সখি উপায় কি করি
প্রেম বিরহে অঙ্গ জ্বলে
আর কতো বা ধৈর্য ধরি ।।

সখি গো---
হাসিমুখে প্রেমসুধা
খাইলাম গেলাস ভরি
না জানিতাম এত জ্বালা
সুধার সাথে আছে করি
সখি... ।।

সখি গো---
সুধায় যে গরলের কার্য
আগে কেম্‌নে আন্দাজ করি
হাসিমুখে খাইয়া এখন
যন্ত্রণা হইয়াছে ভারি
সখি··· ।।

সখি গো---
কি হইয়াছে ওগো বধূ
জিকায় ননোদ শাশুড়ী
কি কই আর কইনা কেমনে
যন্ত্রণা অসহ্য ভারী
সখি··· ।।

ভাবিয়া রাধারমণ বলে
না বাঁচি না মরি
সুখের লাগি দুখ বাড়াইলাম
এখন উপায় কি করি
সখি - ।।

১৮৫

সজনী সই বল গো তোরা
কই গেলে কোথায় পাই
প্রাণবন্ধু মনচোরা
সজনী সই বল গো তোরা ।।

সই গো সই--
না জানি লোকটি কেমন
কেমন তার স্বভাব ধারা
প্রেম শিখাইয়া কুলবধূ
ঘর হইতে বাহির করা
সজনী -- ।।

সই গো সই--
বাঁশীটি বাজাইয়া বন্ধে
করি পাগলপারা
মজাইয়া কুলবধূ
সরিয়া যাওয়া কেমোন ধারা
সজনী -- ।।

সই গো সই--
নিয়ায় বিচারে অইবা দোষী
কুল মজানী কেমোন ধারা
আংখি ঠারে ভুলাইয়া
ঘরের বধূ বাইরে আনা
সজনী··· ।।

সই গো সই-
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
উপায় গো সই কি করা
কই গেলে বন্ধুরে পাই
অসহ্য নন্দের 'লারাঝারা'
সজনী···॥

১৮৬

শ্যাম বন্ধুয়া ও
দেখা দেও অধম জানিয়া
আমি খাপ ধরি বসিয়া আছি
পন্থপানে চাইয়া ॥

বন্ধুয়া ও
সাধন ভজন জানিনা আমি
আছি বোকা হইয়া
তুমি আসি করবায় দয়া
এই ভরসা লইয়া
শ্যাম··· ॥

বন্ধুয়া ও
আইজ আইবায় কাইল আইবায়
মনেতে করিয়া
দৃঢ়োভাবে আছি আমি
ভরসা করিয়া
শ্যাম··· ॥

বন্ধুয়া ও
তুমি যদি নাই আসো
অপার দয়া করিয়া

আমার মত ঘোর পাপীরে
কে নিবো তরাইয়া
শ্যাম··· ।।

বন্ধুয়া ও
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
বন্ধু বিনোদিয়া
দয়া করি আইসো বন্ধু
অধম জানিয়া
শ্যাম··· ।।

১৮৭

দয়াল শ্যাম রে আমার
তুমি দয়া না করিলে
আর ভরসা কারে ।।

দয়াল রে
পাপী তাপী জানে শ্যাম
তুমি দয়া করো
রে শ্যাম তুমি দয়া করো
তোমার দয়ার ভরসা করে
সয়াল সংসার রে
দয়াল··· ।।

দয়াল রে
তারে কিবা দয়ার আছে
পুণ্যি ভরা যার
রে শ্যাম পুণ্যি ভরা যার
পাপী জনে চায় না দয়া
পাইতে উদ্ধার রে
দয়াল··· ।।

দয়াল রে
পাপীরে করিলে দয়া
দয়াল নামটি সার রে
দয়াল নামটি সার
তা না হইলে দয়াল বলে
কে বলিবে আর রে
দয়াল··· ॥

দয়াল রে
দয়ালরে দয়াল বলে
সয়াল সংসার রে বন্ধু
সয়াল সংসার
দয়ালের না থাকলে দয়া
দয়াল নাম অসার রে
দয়াল··· ॥

দয়াল রে
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
দয়াল শ্যাম রে আমার
রে দয়াল শ্যাম রে আমার
তুমি চাওনা মোরে
আর ভরসা কার রে
দয়াল··· ॥

**শীতালং শাহ্**

১৮৮

আটক নদীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম আবজুলাল
ও তার মধ্যে বিরাজ কুঞ্জলাল ॥

মধ্যেতে কাব্‌তুল্লাহ্‌ আছে
নবীর গুশালয় কাছে গো,
দক্ষিণে বরজোখ মণ্ডলা
বামে খেলে রূপ-দয়াল ॥

মসজিদ মদিনা যথা
মোকাম মাহমুদা তথা গো,
বায়তুল মোকাদ্দাস কোথা
শূন্যে দাঁড়াইয়াছে লাল ॥

দমকলেতে কোন স্থলে
বেরুডাণ্ডা ঘুমতে চলে গো,
কোন স্থানে বুম্বা চাপে,
কোন স্থানে গুলেলাল ॥

দুদম নাছুতে ভরে
বমীমে দমকল ঘোরে গো,
বেরুডাণ্ডা চর্‌কী ঘোরে
ঘুর ঘুর সুরে দম দম তাল ॥

পঞ্চমীর দক্ষিণ অংশে
কুম্‌রী নদী চলে রুশে গো,
তার অগ্রে অগ্নিকুণ্ড তুষে
জ্বলন্ত প্রবল জ্বাল্‌ ॥

শীতালং ফকিরে বলে
সাক্ষাতে সংকট কালে গো,
চৌগম সিন্ধু উদ্ধারিবে
মুশকিল আহসান জুলজালাল ॥

১৮৯

দেহার লীলা অসম্ভব
দেখলে হবে হাল-বেহাল।
দেখ মন তোর হিদ্রে গুলে লাল ॥

রূপ-সিন্ধু যমুনার মাঝে
বেরঙ্গে প্রাণ-বন্ধু সাজে গো,
যোগী লোক গুলবনিতে
রঙ হেরি হয় নিহাল ॥

কলন্দরা কইল যেই
রূপ সায়রে ডুবল সেই গো,
রঙ্গ হেরি তুষ্ট হয়
জিন্দা কায়া সর্বকাল ॥

রসিক ত্রিপুন্নির ঘাটে
বিরাজে চান্দের হাটে গো,
নাম জপে সোনা পুরে
নামে পক্ষী হিরালাল ॥

কাবা কাওসানি স্থলে
হায়াত নদী বেগে চলে গো,
সে নদীর জল ভক্ষিলে
মৃত্যু নাই তার কালেকাল ॥

তিরপাল্প নদীর উপর অংশে
কুলসুম নদী উজান বইছে গো,
শীতল নদীর জল চুষিলে
যম সাক্ষাৎ সেই কাল্ ॥

শীতালং ফকিরে কহে
প্রাণ ঝুরে মোর অঙ্গ দহে গো,
দিন তো গেল কু-আচরণে
কি গতি মোর পরকাল ॥

১৯০

মতি ধর্ম দায় চিন্তা নাই
সুলক্ষ্মণা লোক তাই
ভজন সাধন মদিনায় ।।

মদিনা নিবাসী লোক
ও আল্লা, রওজা গুণে দরজা পায়,
কুলশীল ধর্মজ্ঞানী
নবীর পড়্শী দায় ।।

কালাম রব্বানী কেহ
ও আল্লা বিরোধ করে একি দায়,
কেহ কেহ যোগ সাধ্যে
যোগাসনে পুশিদায় ।।

প্রফুল্লিত পুষ্পবনে
ও আল্লা মধু পিয়ে ভ্রমরায়,
সুঘ্রাণিতে উদ্যানেতে
কোকিলে পঞ্চম গায় ।।

পুষ্পেতে যতেক গুঞ্চা
ও আল্লা খুলিয়াছে সর্বদায়,
অলিরাজ মত্ত হইয়া
বিরাজিত করে তায় ।।

সুগন্ধিত সর্বস্থানে
ও আল্লা বাত্যা সংগে ভ্রমণায়,
পিউ পিউ শব্দ করে
পক্ষী সবে ভজনায় ।।

শীতালং ফকিরে কহে
ও আল্লা জিন্দা নবীজীর রওজায়,
উম্মতি উম্মতি বলি
শব্দ হয় প্রেমদায় ।।

১৯১

আল্লা জলিল জব্বার, শাদিদুল কাহ্‌হার
আফুউন গফুর তুই করিম ছাত্তার ॥

আবরায়ে নাসির সৃজি নিরঞ্জন পাক
কুন্ ফুকারিতে হইল ফলক আফলাক ॥

ফিহাল রব্বানি ভেদ অপূর্ব বচন
ইরাদা মাফিক হইল খলক সৃজন ॥

লা-শরীক নিরঞ্জন জলীল জব্বার
হুব্বচিতে বাঞ্ছা হইল প্রেমের বেহার ॥

প্রেমের তরঙ্গ জুশে হুব্বে নিরঞ্জন
নিজ নূরে মোহাম্মদ করিল সৃজন ॥

আহাদে ছিলেন নবী বে-মীমে ইছিম
হুব্বচিতে বে মিমেতে মিশাইল মীম ॥

মীম হইল আহাদেতে আহ্‌মদ রঙ্গ
প্রেমসিন্ধু উথলিল তরঙ্গের সাঙ্গ ।

প্রেমের তরঙ্গ হইল প্রেমের বেহার
প্রেমসিন্ধু উথলিল তেহর হুঙ্কার ॥

নূর মোহাম্মদী চম্‌কে সবের আসল
সে নূর সৃজিল আল্লা বেহেস্ত সকল ॥

১৯২

নূর মোহাম্মদী হইতে খালিকুল হাকিম
কুরুছি সহিতে হইল আবশুল আজিম ॥

লুহকে সৃজিল যেহা বুরাক মুতির
কলম কুদরতে হইল লেখিতে তকদির ।।

অবশিষ্ট নূর হইতে মাবুদ রহমান
স্বর্গভূমি হইল সংগে সহিতে আস্‌মান ।।

গজব দৃষ্টি যোগে আল্লা নিরঞ্জন
ইচ্ছায় কাহ্‌হারে কইল দুজখ সৃজন।।

প্রেম ভাবে কৃপাযোগে হুকুমে আল্লার
ফলক আফলাক্‌ হইল হবেব মস্তফার ।।

নিশা যোগে স্বর্গপুরী করে ঝলমল
ইন্দ্র চন্দ্র শোভা করে ছিতারা সকল ।।

চন্দ্র সূর্য তজল্লিতে ছিল বরাবর
তজল্লি হরিয়া কইল শশীকে শীতল ।।

দিবানিশি দুই রঙ্গ দেখিতে সুন্দর
চলাচল করে দিন মাহিনা বচ্ছর ।।

শীতালং ফকির বলে নবীকে স্মরিয়ে
উম্মতে রাখিও মোরে পদাশ্রয় দিয়ে ।।

১৯৩

ছমিউন বছির আল্লা, লতিফুল খবির
হাইয়ুল কাইউম তুই এলাহি কাদির,
আল্লা ছমিউন বছির ।।

খালিক নামেতে আল্লা অপূর্ব বচন
কৃপাযুক্ত হইয়ে কইল জগত সৃজন ।।

রহমান নামেতে আল্লা সয়াল ভুবন
রহমানি দিবিষ্টি দিয়ে করয়ে পালন ।।

করিম নামেতে আল্লা করম বিস্তর
বখশিশ করয়ে পুণ্যি খলকের উপর ॥

মিয়াদ পুরিবে যবে দুজখি সবার,
মুস্কিল খাল্লাছ দিবে নামেতে ছাত্তার ॥

অপরাধ হয় যবে বান্দার উপর
ক্ষেমা করে গফফারেতে কৃপার সাগর ॥

হাইয়ুল কাইউম রাখে জগতে খিয়াল
সয়ালে মওজুদ আল্লা জিন্দা কালেকাল ॥

বছির হাফিজ নামে খালিক দয়াল
খলক আফলাক দেখে জগত সয়াল ॥

১৯৪

জলে স্থলে দেখে আল্লা তিমির পথর
জাহির বাতিনে দেখে জীবের অন্তর ॥

ছমিউন নামেতে শুনে অপূর্ব কথন
সয়াল আফলাক জুড়ি শুনে নিরঞ্জন।

জলে-স্থলে শুনে আল্লা বাতিন জাহির
মঞ্চয়ে পাতালে শুনে ছমিউন বছির ॥

হাকিম নামেতে আল্লা হাকিম কদিম
খলক আফলাক জুড়ি সুলতান আজিম ॥

রাজ্জাক নামেতে আল্লা রেজেক যোগায়
যার যে নিমুন্ধে যেছা খলক সবায় ॥

কেহ সে ফকির হইল কেউ সে আমির
কেহ ভুখ্‌খা, কেহ ধনী, মাফিক তকদির

যে কালে হইবে আল্লা ওয়াহিদুল কাহহার
রোজ কিয়ামত আসি হইবে নামুদার ।।

অন্ধকার হইবে যবে তামাম জাহান
চলিবে সিংগার ফুকে গজবি তুফান ।।

ঝড়িবিষ্টি অন্ধকার বিজুলি কড়কন
গজব নাগ শব্দ যত শুনিবে গর্জন ।।

শব্দ সংগে সপ্ত স্বর্গ চলিবে ফাটিয়া
চন্দ্র সূর্য তারাগণ পড়িবে খসিয়া ।।

বাত্যা সংগে ধূলা হইয়ে উড়িবে সংসার
ত্রিজগত ফানা হইবে হইয়ে অন্ধকার ।।

লা-মোকামে প্রবেশিবে জগত সয়াল
ছূরত থাকিবেক কুদরত বাহাল ।।

১৯৫

যন্তর দরখ্তে বাজে
বৃক্ষ তুবা হয়ে যন্তর দরখ্তে বাজে ।।

ডালে-ডালে, তালে-তালে, সুরে সুর পত্রয়ে
যন্তর দরখ্তে বাজে ।।

বৃক্ষ তুবা গান গায় পবনের সংগে
তালে তাল্, তাল তেতালে তাল্. তালে রঙ্গা রঙ্গে

নূরী লোকে নাচে নাচে নাটেতে প্রাণ খেচে,
নাট করে নাট নটবর নাটে লংলং নাচে ।।

বৃক্ষ তুবা গান করে পবনের সুরে
সুরে ঢং ঢং বাজে টং টং সুখোর ঘুরঘুর ঘোরে ।।

বুলবুলেতে গান করে মনানন্দ ফুলে
বুল্‌বুল গুল্‌গুল্‌, গুল্‌গুল্‌ গুল্‌গুল্‌ সবুল বুলবুল বোলে ॥

ডালে ডালে তাল বাজে তাল মিলাদে হাঁকে
ডিং ডিংগা ডিং ডপকি বাজে টনটনা টন্‌ ঠুকে ॥

প্রাণ হয় ঝরঝর তাম্বুবার সুরে
ঝর্‌ ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরছে ঝজর ঝুমরে ঝজর জুরে ॥

# ঢাকা

ঢাকা থেকে কালুশাহ্‌র ভাব-সংগীতগুলো (১৯৬-২০৫) সংগ্রহ করেছেন বাংলা একাডেমীর অনিয়োজিত সংগ্রাহক জনাব চাঁদ মিয়া, গ্রাম-পূর্ব দাশরা, ডাকঘর-মানিকগঞ্জ, জেলা-ঢাকা।

কালু শাহ্

১৯৬

নিরিখ বান্ধ রে দুই নয়নে
ভুইলো না মন তারে,
ঐ নাম ভুল করিলে যাবি রে মারা
পড়বি রে বিষম ফেরে ॥

আগে নিজেকে চেন, তোমার গুরুকে মান
দেহ পাশ ক'রে আন,
সে যে সই-মহরের নকল
গুরু দিবেন তোমায় দয়া ক'রে ॥

প্রেমের গাছে একটি ফল
রসে করে টলমল,
কত ভ্রমর হায় পাগল ।
সে ফল গুরু এনে শিষ্যকে দিলে
অমর হয় সে সংসারে ॥

ফকির কালু শাহ্ তাই কয়
ও মন বলি যে তোমায়,
সে প্রেম সামান্যেতে নয়,
সেই প্রেমের লাগিয়া রে
মানুষ জঙ্গলে বাস করে ॥

১৯৭

সংগের সাথী মওলার নাম রে
সংগে কেউ যাবেনা রে।
নাম ধর, নাম চিন
নাম কর সার,
ঐ নামের মধ্যে পাইবা যেন
মওলাজীর দীদার রে ॥

কি করিতে আইলা ভবে
কি করিলা তার,
তুমি পর করিলা আপনারে
আপন করলা পর রে ॥

বেটা বল, পুত্র বল
ব্যাসাতের ভাগী,
অসময় নিদানের কালে
মওলার নাম সাথী রে ॥

কালু শাহ্ ফকিরে বলে
নাম স্মরণ যার,
নামের গুণে তইরা যাইবা
ভবনদী পার রে ॥

১৯৮

তোর ভাঙ্গা নাও রে মাঝি
তোর ভাঙ্গা নাও,
সাবধানে সাবধানে রে
সাবধানে বাইয়া যাও ॥

হাইলচা বাওয়া কানির ডুরি
রেখ মাঝি করে,
তুমি নিরিখ রাইখ ডুরির পরে
ছেড়ে বা না ছেড়ে,
যেমন কাছির উপর বাজিকরে
কলসী রেখে শিরের পরে,
ঘট নড়ে না, জল পড়ে না
কি সন্ধানে রয় ॥

আর একটি কথা মাঝি
বলি আমি তোকে,
মদন ডাকাতের নাও
ফিরে বাঁকে বাঁকে,
তুমি জল চিনিয়া নৌকা বাইও
ঘুর্ণিপাকে না পড়িও,
ঘুর্ণিপাকে পড়লে রে
ডাকাতে মারে নাও ।।

কালু শাহ্ ফকিরে বলে
বলি মাঝি তোরে,
মুর্শিদ নামের নিশান কর খাড়া
ডাকাতে কি করে,
নিশান দেখিলে পরে
ওমনি ডাকাত যাবে চলে,
পলকেতে পার হইবি
না রহিবে ভয় ।।

১৯৯

যার আছে নিরিখ নিরূপণ
দরশন সেই পাইয়াছে,
সে যে বেদ বেদান্ত সব জানিয়া
শমনকে ফাঁকি দিয়াছে ।।

পূর্বে যার সাধন আছে
এসব সন্ধান সেই পাইয়াছে,
পূর্ণিমার চাঁদ উদয় ক'রে বশে আছে,
জাইনা সে ভারত, পুরাণ, কিতাব, কোরান
এক নাম ধরেই ব'সে আছে ।।

আবে নূরী চক্ষু আছে
সেই চক্ষেতে দেখবি তারে
কামেল মুর্শিদ সেই চক্ষু যারে বাতায়েছে,
আমার মন ত্যাজ্য কলি, তোমায় বলি,
সেই চক্ষের না পলক আছে ॥

কালু শাহ্ ফকিরে বলে
এই সব সন্ধান না জানিলে,
পড়বি রে তুই কারাগারে বিষম ফেরে
জান গা তোর চৌদ্দ পোয়া চৌদ্দ ভুবন
হাওয়া স্থিতি কোথায় আছে ॥

২০০

গাড়ী চল্‌ছে আজব কলে
উপরে দিয়া মাটি পরিপাটি,
আগুন জ্বল্‌ছে হাওয়ার বলে ॥

চ.কারই ইণ্টিশনে
ব'সে খোদ মহাজনে,
চালায় গাড়ী রাত্রদিনে
যে দিকে মন চলে,
ষোল জন রয় পাহারা সেই গাড়ীতে মিলে
কুল-কুণ্ডলিনী মহারানী বিরাজ করে শতংদলে ॥

ইঞ্জিনের ঘরের ভিতর
গড়ছে কি আজব শহর,
তারেতে দিচ্ছে খবর
কি চমৎকার লীলে ;
আট কুঠুরী নয় দরজা সদাই হাওয়া খেলে
বারামখানায় জ্বলছে বাতি আলো করছে রঙমহলে ॥

হাওয়ার ঘর বন্ধ হলে
ইঞ্জিন তার পড়বে খুলে,
চড়নদার যাবে চলে
সাধের গাড়ী ফেলে ;
ঘৃণা ক'রে কেউ ছুঁইবে না, কালু শাহ্ তাই বলে,
ধুলায় করবে গড়াগড়ি, শেষে দিবে মাটির তলে ।।

২০১

আজব দীলের শহর
দেখলি না রে মন আমার ।

আঠ কুঠুরী নয় দরজা
তাতে কিবা শোভা হয়,
শতংদলে মানুষ খেলে
কে তারে চিনিতে পায় ;
সন্ধানেতে মানুষ রয়
খুঁজলে মানুষ পাওয়া যায়,
মানুষ চেনা গেলে
এড়াইবা শমনের দ্বার ।।

আসমানে ঘর পাতালে দুয়ার
জোয়ার বয় সেই জাগায়,
দম্ দমা দম্ বেদম কলে
দমের মানুষ খেলে যায় ;
আগুন পানি এক জাগায়
হাওয়াতে সে কল ঘুরায়,
তারই খবর না জানিলে
ঠুকাঠুকি হবে সার ।।

নিরবধি কি খুঁজিলি
এখন খুঁজেই করছ কি,

আসল কাজের পথ পাইলি না
জনম কানা হইলি ;
কালু শাহ্ ফকিরে কয়
খোদে চিনলে খোদা পায়,
এবার খোদা চেনা গেলে
আসা-যাওয়া নাহি আর ।।

২০২

তরী কেমন্‌রে গঠন
চার দ্বারে চালাইছে তরী
বোম্বাই্‌টার মতন্ ।।

সাধ করে বানাই তরী
মধ্যে মধ্যে মাল কুঠরী,
রতন-কাঞ্চন বোঝাই করি
আপনি সোয়ার হন ।।

তোর বোঝায় তরী দিবি পাড়ি
মন রে ক্ষ্যাপা থাকো হুঁইশারী,
কাম নদীর তরঙ্গ ভারি
নদীতে উঠেছে তুফান ।।

মাস্তুলে লাগায়ে গুণ
টান্‌ছে দাড়ি মাল্লা ছয় জন,
গলুইয়ে ধইরাছে রঙ
(আছে) কোন ধারে কোন জন ।।

কালু শাহ্ ফকিরে বলে
পাড়ি দিতে কিসেয় ভয় রে,
গরান যদি চিনতে পারে
জান্‌লে কল-কৌশল ।।

২০৩

মানুষ রতন কর তারে যতন।
অযতনে মিলবে না সে ধন ॥

এই মানুষে মানুষ আছে
খুঁজে নেও মানুষের কাছে,
মানুষ ধরলে মানুষ পাবে
পাবে মানুষ তিন রকম ॥

মানুষ কি জঙ্গলে মিলে
মানুষ কি পর্বতে মিলে,
আপন দেহে আছে মানুষ
পাবে মানুষ রূপ সনাতন ॥

কালু শাহ্ ফকিরে বলে
মানুষ ধরা সহজ নয় রে,
কামেল-মুর্শিদ যারে দয়া করে
সেই সে মানুষ পায় দরশন ॥

২০৪

ল্যাংড়ায় লাফাইয়া চলে
বোবায় যে শোনে কথা ॥
কইতে পার সেই মানুষের কথা ॥

আলেফ আলেফ মিলায়ে
আলেফ দোমের কি কথা,
মরা মানুষের কোলে বসে
জিন্দা মানুষ কয় কথা ॥

যে বাজারের বেচাকেনা
পিতল আর তামা কাঁসা,

সেই দোকানী কি জানিবে
পরশ পাথরের কথা ॥

কালু শাহ ফকিরের কথা
শুনে লোকের হয় ধাঁন্ধা,
ভাঙ্গা দিলে হবে খণ্ড,
যাবে যার দিলের ব্যথা ॥

২০৫

জীবে তিন কামে মজিয়া রইলো
একবার মন আল্লাহ্ বল ॥

মোনা বলে ও সোনা ভাই
তোর ঘরে কেন ইঁদুর আইলো,
অনুরাগের বিড়াল এসে
মায়ার ইঁদুর ধরে খাইলো ॥

সাড়ে তিন খাদা জমি ছিল
বন্দোবস্ত করতে হ'ল,
জমি পতিত ছিল আবাদ হ'ল,
ছয়টা ষাঁড়ে লুটে খাইলো ॥

কালু শাহ্ ফকিরে বলে
সেই জমিনে কি লাভ হ'ল,
জনম ভরে আবাদ করে
খালি হাতে যাইতে হলো ॥

---

## পরিশিষ্ট— ক

যাঁদের নিকট থেকে ভাব সঙ্গীত গুলো সংগৃহীত হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

ক) হুজুর আলী মোল্লা
গ্রাম— হরিশপুর, ডাকঘর— সাধুগঞ্জ
জেলা- যশোর।
[ গান নং ১ থেকে ৪৩ ]

খ) খোদা বক্‌শ শাহ্‌
গ্রাম—কররা জাহাপুর, ডাকঘর— ঘোলদাড়ি বাজার
জেলা—কুষ্টিয়া।
[ গান নং ৪৪ থেকে ৯৫ ]

গ) আয়েশা বেগম
গ্রাম— রোহাই পুকুরিয়া, ডাকঘর—মীর কুটিয়া
জেলা—পাবনা।
[ গান নং ৯৬ থেকে ১৩১ ]

ঘ) নির্মল কান্তি ঘোষ
গ্রাম— রাজপাট, ডাকঘর— রাজপাট,
জেলা— ফরিদপুর।
[ গান নং ১৩২ থেকে ১৫৮ ]

ঙ) শাহ্‌ আকবর আলী
গ্রাম— শাহারপাড়া, ডাকঘর— কুবাজপুর,
জেলা— সিলেট।
[ গান নং ১৫৯ থেকে ১৯৫ ]

চ) রাহাতুল্লাহ ফকির
গ্রাম— চরদোলা পাড়া, ডাকঘর— বৈকুন্ঠপুর
জেলা—ঢাকা।
[ গান নং ১৯৬ থেকে ২০৫ ]

## পরিশিষ্ট—খ